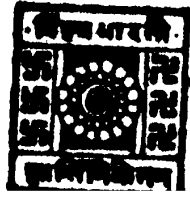


ଉଥେଲା ।

(ଟାଟକ)



यास्तुन— १२५५



ওথেলে।

দৃশ্য কাব্য

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পুবন্দর রাজ-উদ্যান

(Scene I. An Orchard, Near the Palace, *Ltroy.*)

রাজা সজাজীভের প্রবেশ

(একাকী ভাষণ)

সজা।—শান্তি!

নগরের কোলাহল মাঝে নির্জীব, নীরব, অচেতন।

শাস্তি,

তার প্রসন্নতা, পবিত্রতা সহ, লুকাইয়ে থাকে
তপস্বীর নির্জন কুটীরে।

কঠিন কঠোর সংসারের লোকারণ্য মাঝে
শাস্তির সে পবিত্রতা মিশাইয়া যায়,
সুদূরের শূন্যময় অসীমের সনে।

দূরাগত বীণারব যেন, ছুঁয়ে ছুঁয়ে নিশীথ সুষুপ্ত ছদি
লুকাইয়া যায়,

শেষে বিস্মৃতির অতল গভীরে।

কাঁশর ঝাঁঝর রব অশ্রুত বধায়,

বীণার সে স্বপ্নময় আবেশ নিকল

কতক্ষণ তিষ্ঠে বল স্মৃতির সন্মুখে ?

পবিত্রতা সংসারীর নয় ;

সত্যে ধর্ম মজিয়া যে জন,

স্বার্থকে ডুবায় দেয় নিস্বার্থের অপক্লিষ্ট জলে,

পবিত্রতা তারই হৃদয়ে

সদর্পে স্থাপন করে আত্ম-সিংহাসন ;

কিস্তি রাজ্য মাঝে ? রাজার হৃদয়ে ?

পবিত্রতা সাথে না কখন।

সুখ, শাস্তি, পবিত্রতা, সংসারের নয়।

জীর্ণ ছিন্ন পুরাণের পুরাণো কাহিনীময় সুখ শাস্তি যত,
নীরবে পড়িয়া থাকে নগর বাহিরে,
নির্বোধ, অকর্ম্ম আর স্বার্থহীন মানবের হৃদয় চাহিয়া ।
সন্তোষ ?

ব্রাহ্মণের কীটদষ্ট পুঁথির মাঝারে,
বালকের অর্থশূন্য হাসিমাখা অধর পল্লবে
মিশাইয়ে থাকে, ভাবময় কবিতা মতন ;
কিন্তু, রাজার হৃদয়ে সন্তোষ ?
মরুভূমে সরসী যেমন ।

অনন্ত কর্তব্য যার মাথার উপর,
অনন্ত জীবন্ত প্রাণ যার প্রাণে গাঁথা,
তার মুখে, হাঁসির একটি ক্ষীণ রেখাও সাজে না কখন ।

(ধীরপদে মল্লপাল সুবুদ্ধির প্রবেশ)

মন্ত্র ।—মহারাজ !

রাজা ।—এখানেও মহারাজ ?

সারাদিন, সারা রাত মহারাজ আমি,
একি মন্ত্রি অত্যাচার নয় ?

রাজসভা, রাজদণ্ড, রাজছত্র, রাজা নাম,

চিরদিন ফিরিবে কি ছায়ার মতন

অভাগা চিন্তায় ছরা তোমাদের রাজার সহিত ?

মন্ত্রী।—মহারাজ ! ক্ষম অপরাধ, বিশেষ সংবাদ,
তাই গোপনে সাক্ষাৎ হেতু এসেছি গোপনে ।

রাজা।—কি সংবাদ ?

রাজ্যের কুশল চিন্তা ?—প্রজার কল্যাণ ? এই ত ?

শোন মন্ত্রী,

একা আমি লোকারণ্য মাঝে ।

প্রজা সাধাবণ, একাকে করিতে চাষ বহুর অধীন ;

কিন্তু তাও কি হয় ?

অযোগ্যে সে যোগ্যতা কোথায় ?

রাজকাজ সাধি সারাদিন, নির্জজন উদ্যানে আসি,

প্রাক্তনের অস্পষ্ট অদৃষ্ট লিপি করিতেছি পাঠ,

হেথা আর কেন অনর্থক রাজ্য রাজ্য, সুখ সুখ,

প্রজা প্রজা করি, বাধাও বিভ্রাট ?

যাও, ফিরে, বিশ্রাম করগে পার যদি ;

অথবা ;—

সারা রাত পরের ভাবনা ভাবি ছাগিয়া কাটাও

নিষ্ফল চিন্তার সাথে, বিকারের রোগীর মতন ।

মন্ত্রী।—মহারাজ !

রাজা।—আঃ—আর কেন ?

মন্ত্রী।—মহারাজ ! কি ক'রে ঘুমাব ঘরে ?

যে ভার দিয়াছ তুমি রাজা,
 সে ভার যে বড়ই কঠিন—বড়ই বিষম, বড়ই বিপদময় !
 রাত নাই, দিন নাই,
 নিয়ত হৃদয়ে শত শত বৃশ্চিক দংশন ;
 হৃদয় হয়েছে রাজা চিন্তা-পিশাচীর অক্ষয়-ভাণ্ডার ।
 রাজ্য কাঁচা, রাজ্য রক্ষা, শৈশবের ধূলা খেলা নয়,
 খড়্গে খড়্গে, বর্শে বর্শে, দুর্ভেদ্য কবচে,
 ভীষণ—ভীষণতর ঘাত প্রতিঘাত ।
 নারীর অঞ্চল, আত্মরক্ষা, মান রক্ষা, জীবনের সারধন নয়,
 ভীকতা, আত্ম-নিগ্রহের অজীর্ণ নিলয় ।
 সুবতীর প্রেম, অবসাদে তৃপ্তির ভাণ্ডার বটে রাজা,
 প্রেম-স্রোতস্বতী তৃষিতের তৃপ্তির কারণ,
 কিন্তু নিয়ত নারীর সেবা, জীবনের হেয়তম অঘন্য পতন ।
 তার কাছে প্রেমের কল্লোল,
 শিরায় শিরায়, জড়তা অবসন্নতার জ্বালাময় গোলাপী হিল্লোল ।
 পুরন্দর রাজবংশে দীপ্যমান প্রভাকর তুমি,
 কেন এ মলিন মুখ, কেন হেন মর্শ্বোচ্ছ্বাস ?
 কি কারণে, হৃদয়ের নিবস্ত্র পাবক হ'তে
 উষ্ণবায়ু মুহুমূহু হইয়া বাহির,
 স্বধর্ম্মী যামিনীতে দিতেছে বেদনা ?

উষ্ণস্থানে ফুলকুল, ব্যাকুল, মলিন,
আকুল তোমাতে হেরি রাজা।

রাজা—আহা হা! কেন এত বাক্য ঘট।?

তোমরা বুঝি চাও,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে আমি রাজ্যের স্বপন দেখি মাতৃকোলে শুয়ে?
তোমরা বুঝি চাও,
ভ্রমেও রাজ্যের বোঝা যেন নাহি ফেলি
বিস্মৃতির অতল সলিলে?
তোমরা বুঝি চাও,
অুখ, শাস্তি, সন্তোষ, বিশ্রাম,
এ সবার বিনিময়ে,
অগতির ছঃখরাশি জাণ্ডার পুরিয়া রাখি হৃদয় মাঝারে?
তা নয়, তা নয় মন্ত্রপাল!
দাও মোরে করিতে বিশ্রাম;
যে সংবাদ হয়, সভাতলে করিও প্রস্তাব,
যুক্তি মতে করা যাবে যে হয় বিহিত।

(গমনোদ্যোগ)

মন্ত্র।—তুন নরনাথ! যেও না যেও না,
শত্রুদূত দাঁড়িয়ে ছয়ারে।
চেষ্টে দেখ প্রভু! চেষ্টে দেখ প্রিয়তম!

এই কেশ হয়ে গেছে সাদা,

তোমারই মঙ্গল চিস্তনে ।

হৃদয় ভরিষে প্রভু এনেছি রাজ্যের হিত

এনেছি কল্লনা,

যুক্তি বলে মুক্তি পথ করিতে বিস্তার ;

দম্বা ক'রে শোন রাজা, দাস, ভৃত্য, মন্ত্রির মন্ত্রণা !

(নেপথ্যে)—মন্ত্রপাল, সহে না বিলম্ব আর ।

মন্ত্র ।—ঐ শোন রাজা !

উদ্যান ছাড়ারে, দাঁড়ায়ে মন্দরদ্বত !

কত মতে বুঝানু তাহার,

কত মতে রজনী যাপন তরে করিহু বিনয়,

কিছু হায় ! নিষ্ফল—বিফল অনুরোধ ।

মন্দরের ঘোরতর দাস্তিক-প্রধান জমিদার,

ধরিবারে চায় চাঁদ ক্ষীণতর উর্গানাভ ফাঁদে ।

কর্দমনিবাসী ভেক,

আবেশে ডুবিতে চায় সুধার সাগরে ।

হয় যুদ্ধ, নয় সিংহাসন,

অথবা দাস্তিক জমীদার

করিবারে চায়—

অসম্ভব আশ্রয় স্বপন সম জামাতা স্বপ্ন,

এই সম্বন্ধ স্থাপন ।

• এ তিনের একের সন্মতি

রাত্রি মধ্যে চায় গুনিবারে ।

সদন্তে দাঁড়িয়ে দূত উদ্যান ছয়ারে,

প্রতীক্ষা করিছে তব সন্মতি উত্তর ।

হেন অপমান,

বিষম বাজিছে রাজ্য

বৃদ্ধের এ শোকতাপচিত্তাজরা জ্বরিত হৃদয়ে ।

রাজ্য ।—এ সংসার আশার অধীন ।

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হতে মহানের মহান যে জন,

সেও এই আশার নিগড়ে বাঁধা ,

মতা বাঁধা মাতঙ্গ যেমন ।

কিন্তু জ্ঞান মস্তি !

আশা ক্ষোভে—

কল্পনার কুটিল হিল্লোলে ভাসিতে ভাসিতে

অসম্ভবে সম্ভব করিতে চায় যারা,

নির্ঝিবাদে পুরস্কার পায় তারা সংসারের কাছে

হাসি টিটিকারী. আর উপেক্ষা লাহুনা ।

আচ্ছা মস্তি ! ডাক দূতে,

শোনা যাক কতক্ষণ,

নিষ্ফল অসার শূন্য বাতুলের প্রলাপ চিৎকার ।

(মন্ত্রপালের প্রস্থান)

রাজা ।—(স্বগত) শান্তি নাই প্রজার পালনে,

শান্তি নাই রণগীর প্রেমে,

শান্তি নাই উদাস নিশাভ্রমণে নির্জনে উদ্যানে ।

ছিল, কিন্তু—সব শূন্যময় ।

শূন্যে গড়া মূর্তির নিকটে, হয় ত জীবনে

কতবার নোয়ায়েছি

আপনার গর্ভভরা ভূষণ মুকুট !

খড়্গধারীকে লইয়া মন্ত্রপালের প্রবেশ ।

রাজা ।—এ কে, খড়্গধারী ? এস এস, আছত কুশলে ?

দ্রৌ পুত্র পরিজন আত্মীয় স্বজন সহ

সুখে আছ মন্দের নিবাসে ?

কত দিন—গনে করে দেখ খড়্গ

সেই কত দিন—কত দিন দেখিনি তোমারে ।

যার কাছে ছিল সমাদর, সে নাই,

কার কাছে তবে বল,

জুড়াবে প্রাণের ব্যথা ঘুচাবে যাতনা ?

তাই বুঝি হুঃখ তাপময় এই পুরন্দের ছাড়ি

সুখের নিলয় সেই মন্দেরে করিছ বাস মনের সন্তোষে ?

(মস্ত্রির প্রতি) কেন মস্ত্রি ! কেন এ সন্তাপ, মতিভ্রম ?

চিনিতে পারনা তুমি কে কার আপন পর,

শত্রু মিত্র, আত্মীয় স্বজন ?

(থঙ্কোর প্রতি) যাও থঙ্কা, অন্তঃপুরে যাও ;

যার স্নেহদয়াপাশে বাঁধা ছিলে বাল্যকালে,

তার সম আর একজনে, পাইবে দেখিতে সেই ঘরে,

পাবে সমাদর । রজনী যে বিশ্রামের কাল,

বিশ্রাম করগে যাও রাজ অন্তঃপুরে,

কল্যাণে পাইবে উত্তর ।

থঙ্কা ।—মহারাজ !

মন্দররাজের দূতরূপে এসেছি এখানে ।

দূত ভাবে ভাবি নরনাথ,

বিহিত আদেশ দান করুন এখনি ।

রাজা ।—এখনি ?

ভাল, বল দেখি থঙ্কা সিং

তোমার রাজ্যের কেন এ বাসনা ?

পাবকে স্থাপিলে দেহ পুড়ে যায় তখনি তখনি,

যানে কি পাবক

নির্কোষ সুবোধ, শিশু বৃদ্ধ, যুবা নারী ব'লে ?

কেন এ বাসনা তার ?

সেচ্ছায় কে কবে করে আত্ম প্রাণ দান
বিপদের ঘূর্ণাবর্ত মাঝে,
যার সাথে ফলরূপে মৃত্যু আছে গাঁথা ?

খড়্গা ।—দাস আমি, প্রভু তিনি মোর ;
কি ক'রে বুঝাব তাঁরে বুদ্ধিহীন দূত মাত্র আমি,
শত মন্ত্রী থাকে যার মন্ত্রণার তরে ?
এই তাঁর লিপি ।

(লিপিদান)

রাজা ।—পড় মন্ত্রী !

মন্ত্রী ।—(পত্র গ্রহণ ও উন্মোচনপূর্বক পাঠ) ।





মন্দর রাজধানী ।



পুরন্দর-রাজ !

অসি চর্ম বীরের ভূষণ ।

বীরধর্ম কত্রিয়ার সত্য পরিচয় ।

তাই বলি রাজা !

নারীরাজ্য পুরন্দর ক্ষত্রবীৰ্য্য বলে করিব উদ্ধার ।

মন্দভাগ্য পুরন্দরবাসী,

মন্দরবাসীর চরণ সেবিয়া,

শতগুণ সুখভাগ্য লভিবে নিশ্চয় ।

আরও শুন ;

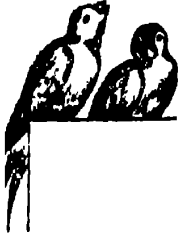
যুদ্ধে যদি অসমর্থ হও তুমি রাজা,

নারীর অঞ্চল ছাড়ি মুক্ত বায়ু মাঝে নামিয়া আসিতে

কম্পিত চরণ যদি লয়ে যায় শয্যা পানে

রমণীর অকম্পিত হৃদয় মাঝারে ;

কাজ নাই ভীকুর তরাসময় যুদ্ধ আয়োজনে ।



রাজসিংহানন ছাড়ি রাণীর অঞ্চল-দুর্গে করগে বসতী,
থাক সুখে নীরব-শান্তিরে লয়ে হৃদয়ের মাঝে ;
স্বয়ং করিব আমি পুরন্দর-বাসিগণে,
সুখভাগ্য ঐশ্বর্য প্রদান ;
তুমিও সে সুখভাগ্যে হবেনা বঞ্চিত ।
রাজকোষ যোগাবে তোমায় ভীকু,
নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়, খুঁটি নুটি, বিলাস লালসা ।
পুরন্দর অন্তঃপুরে দীপ্যমান বিভৎসা যুবতী যারা
রূপে গুণে উপদেবী সম,
তারাই হইবে তব আশ্রয়ক। তরে দুর্ভেদ্য কবচ ।
তারাই হানিবে হেসে কুটীল নয়নবান, বিপক্ষের বুকে ;
যে অভ্যাসে চিরদিন অভ্যস্ত তাহারা ।
আর এক কথা ;
এ দুটিতে যদি তুমি অপমান জ্ঞান কর রাজা,
কন্যারত্ন আনি,
রাজ চক্রবর্তী বীর মন্দর রাজের,





পবিত্র চরণে কর দান ;
ভয়ের কম্পন হবে আনন্দের উল্লাস নর্তন ।
স্বপ্নের রাজ্য পূরন্দর,
সমস্তে আপন জ্ঞানে যথাশাস্ত্র করিব পালন ।
অসহ বাহিনী যোর নিকোসিত অসি লয়ে,
উত্তরের অপেক্ষায় অতি কষ্টে যাপিতেছে দিন,
অতএব রাজ্য, পত্র পাঠ যাহা ইচ্ছা হয় উত্তর প্রদানে,
রাখিও তোমার,
নির্জীব উপাধী “রাজ্য” নামের সম্মান ।
যশঃ, কুল, মান আর আপন জীবন লয়ে
আশ্রয় করেছ রাজ্য ভীকৃতার গহন গহ্বর
ভাবিব নিশ্চয়,
উত্তর না পাইলে সময়ে ।

রাজ শ্রীযুক্ত জীতাজীৎ সিংহ .

মন্দররাজ ।



মন্ত্রী।—দেখ মহারাজ !

দেখ রাজা, দান্তিকের কুটিল জঘন্য হেয় নীতির বিধান ;

দেখ রাজা, ছরাশা সাগরে মগ্ন,

চির মজ্জমান এই পাপাত্মার, আশা, ভাষা, ভদ্র ব্যবহার ।

আর কি কহিব, রাজা তুমি,

রাজদণ্ড তোমার অধীন,

ন্যায়, ধর্ম, রাজ্যের সম্মান গণি,

কর রাজা যথা নীতি উত্তর প্রদান ।

রাজা।—ধড়গ ! একি পত্র তোমার রাজ্যার ?

পুরন্দরবাসী অশুখী ?—ঐশ্বর্যহীন ?

মন্দরের চরণ সেবিষে পুরন্দর,

লভিবে তাদের দীনহীন মুষ্টিমেয় দরিদ্র আহার ?

এত শ্লেষ, এত অহঙ্কার ? কেন ? কিসের কারণে ?

তবে কণ্ঠার বিবাহ ?

সে প্রস্তাবে স্বতন্ত্র ভূমিকা,

স্বতন্ত্র তাহার আয়োজন ।

সেনাপতি বিশ্বজীতের প্রবেশ ।

সেনা।—আদেশের অপেক্ষা সহেনি মহারাজ,

তাই অসময়ে, শ্রীচরণ দর্শন মানসে

১২৪
৪.৬.৩

উদ্যানে গোপনে এ সাক্ষাৎ ।

মহারাজ !

মন্দরের কাপুরুষ ক্ষুদ্র জমীদার

নিতে নাকি চায় আমাদের রাজ সিংহাসন ?

যাও ষড়্জা !

বলগে তোমার সেই বাতুল প্রলাপভাবী নির্বোধ প্রভুরে,

পুরন্দরবাসী ঘৃণা পায়,

বাম পদে স্পর্শিতে তোমার সেই

দুরাশা-সাগরণায়ী তুচ্ছ স্বল-কীটে !

যাও দূত !

বলগে তোমার সেই রাজানামধারী

নরাধম দুরাচার ক্ষত্রিয় অধমে,

পুরন্দর নাহি ডরে তারে ।

ক্ষুদ্রতম মশক দংশন চেয়ে শত গুণে নগণ্য ভাবিয়ে

উপেক্ষার হাসি হেসে প্রস্তুত নিম্নত তারা,

দেখিতে তাহার সেই বালকের ছেলেখেলা

ধূলা খেলা ঠাট ।

ষড়্জা ।—মহারাজ !

এই কি উত্তর ?

রাজা ।—হির হও বিশ্বজীত !

(থড়োর প্রতি) শোন থড়া,
তোমাদের রাজার এ অন্যান্য আশার পরিণাম,
বুঝাইয়ে বোলো বেশ করে ;
কেন সে অবোধ ছেলে, ছেলেখেলা খেলিতে খেলিতে
অস্ত্র খেলায় করে অভিলাষ ?

এ অস্ত্র লেখা,
এ লেখার লেখনই অসি ;
এ সকল বর্ণমালা অঁকা থাকে জীবনের গাম্বে,
অঁক পড়ে বংশধর শিরে,
পিতৃপুরুষের কীর্তি, অকীর্তির কাহিনী কলাপ ।
তাই বলি, বুঝাইয়া বোলো ;
তাতে যদি অসম্মতি হয়, বলিও রাজায়,
যথা ইচ্ছা—যথা ব্যবহারে
বাড়াতে যতনে তার ছরাশা তরুরে,
বুঝা চেট্টা, বুঝা যত্ন, আশা-বারি দানে ।

থড়া ।—তবে মহারাজ, বিদায় ।

রাজা ।—না থড়া, প্রিয়তম তুমি ;

অতিথি এসেছ তুমি আমাদের দরিদ্র কুটীরে,
বিশ্রাম করগে আজি, কাল যেও মন্দর নগরে ।

(থড়োর প্রণাম ও প্রস্থান) .

(সেনাপতির প্রতি) যাও বৎস !

নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে যাও আপন শিবিরে ।

ভুলে যাও পাগলের অসার কল্পনা ;

কাজ নাই মিছামিছি চিন্তারে জাগায়ে ।

কাজ নাই যুদ্ধ আরোহনে ।

যুদ্ধের পিপাসা লয়ে হৃদয় সেনানী যত

যুদ্ধের প্রতীক্ষা মাঝে অতিকষ্টে আশারে ডুবায়ে

আশা পথে আছে অমুদিন ;

কাজ নাই, তাহাদের পিপাসা সম্মুখে

যুদ্ধ-মরু করিয়া স্থাপন !

যে সব সেনানী মোর স্ত্রীপুত্র লইয়া

অধের অর্থশয়নে সুনিদ্রায় ঘাপিছে যামিনী,

কাজ নাই তাহাদের জাগায়ে অকালে ।

বিশ্ব ।—মহারাজ !

যথার্থ উত্তর দানে তুমিলে দাসেরে ।

হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা কি আর জানাব প্রভু

কুদ্র শক্তি আমি ;

তবে যদি হয় কভু সুদিন সংযোগ,

তব আশীর্বাদে

প্রাণ দিয়ে কৃতজ্ঞতা দেখাব রাজন ।

মন্ত্রী।—নরনাথ !

স্বার্থক জীবন মোর আছি ।

স্বার্থক তোমার সেবা করি,

অপার আনন্দ আছি দাসের হৃদয়ে ;

যাই তবে ।

নিশ্চিত্তের সময় এ নয় ।

(সেনাপতি ও মন্ত্রপালের প্রস্থান)

রাজা।—(পরিহাসচ্ছলে নেপথ্যে চাহিয়া)

যাও চিন্তাশীল,

তোমার ঐ হাড়জলা মনজলা

চিন্তা আর রাজ্য লয়ে উদ্যান বাহিরে ।

রজনীর গভীরতা সনে

চিন্তা আর রাজ্য নিয়ে

চোলে যাও অসীমের সীমান্ত উদ্দেশে ।





(Open Place near Castle. *Lucy.*)

পুরন্দর সেনাপতির শিবির সম্মুখস্থ ক্ষেত্রে ।

ঢেঁড়ুরাম আপন মনে ভগ্ন তরবারি পরিক্ষরণে নিযুক্ত

(রণবীরের প্রবেশ)

রণ ।—ঢেঁড়ুরাম ! একি খেলা ?

এত বেলা, নিদ্রা নাই তজ্জা নাই ;

দিবানিদ্রা অভ্যাস আলস্যে দিগ্বে বিসর্জন

একি ব্রত অসময়ে ?

ঢেঁড়ু ।—(নিরস্তর ও তরবারি ঘর্ষণ)

রণ ।—কথা নাই মুখে,

এত মনোযোগ, এত অধ্যবসায় কেন ঢেঁড়ুরাম ?

ঢেঁড়ু ।—(নিরস্তর ও তথাকরণ)

রণ ।—ও ঢেঁড়ুরাম, কাঁলা বোবা হলে কত দিন ?

পটকার চটক আওয়াজে

কর্ণের পটহ গেছে ফেঁসে,

তাই বুঝি আওয়াজ বাজেনা তব কর্ণের ভিতরে ?

ঢেঁড়ু।—আঃ, ভাল জালান্টাই জালালে বাবা !

এলে, বাস্, চুপচাপ ঘরে যাও, নিদ্রা দাও,

যুদ্ধের স্বপন দেখে ঘুমায়ে ঘুমায়ে,

এখানে কেন বাপু ?

রণ।—না হে তা নয় ।

বলি তরবারে সান, মনের এত টান,

কাকে সটান কত্তে চাও ঢেঁড়ুরাম ?

ঢেঁড়ু।—উপযুক্ত সেনাধ্যক্ষ তুমি !

নগর দুয়ারে শত্রু হিহি হিহি নাচিছে হাসিছে ;

তোমরা হেথা ধাপবদ্ধ ভেঁতা অসি কোমরে খুলায়ে,

ঝণ্ ঝণ্ শব্দ ক'রে

নেচে হেসে মনের উল্লাসে, জিজ্ঞাসা করিছ

“ঢেঁড়ুরাম, কেন অসিতে দাও সান ।”

আমি যদি পাই রাজ্যভার, ভাল কুটী দেই বদ্ধ করে ।

রণ।—তা এ বাঁট ভাঙা ধার পড়া জীর্ণ তরবারি লগ্নে

তুমি বুঝি একাকী দেখাবে পথ

বিপক্ষের অশ্ব, গজ, রথরথী যমের মন্দিরে যেতে

আগে আগে গিয়ে ?

চোঁড়ু।—সে ভার তোমাতে দিয়ে পুরন্দর রাজ
রেখেছেন হৃদে ভাতে

শিবিরে শোভনতম অসজ্জিত গৃহে ।

শোন পূর্ব কথা, রহস্য এ নয় !

এই যে অসি, এ অসি সোজা অসি নয় ।

রাবণের সনে যবে রামচন্দ্র করেন সমর,

(সে হেতা যুগের কথা !)

এই অসি বলে লঙ্কার রাবণ,

কচু কাটা করেছিল লাথ লাথ বানর বানরী ।

মায়াময় অসি,

ছেড়ে দিলে ঘুরে ঘুরে বোঁ বোঁ রবে ডেকে

কচাকচ্ কেটে দিত

বিপক্ষের গলা, মাথা, হাত, পা, নাক, কাণ যত ।

রাবণের মৃত্যু হলে, পড়ে ছিল এই অসি,

সাগরের মরুময় বালুকার মাঝে ।

রণ।—তুমি বুঝি তাই সাগর ডিঙায়

এনেছিলে এই অসি যতনে কুড়ায় ?

চোঁড়ু।—না না, সে আমি কেন ? তোমার পিতামহ ।

শোন না—

তার পর কুরুক্ষেত্রে রণ, কর্ণবীর স্বপ্নে গান এই তরবারি ।

জান ত ?

অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা,

ঠেসাঠেসি ঘেসা ঘেসি মেশামিশি করি

এখনো ধরে না এই জগতের জলে স্থলে অনিলে আকাশে
দাঁড়ালে ত্রিভঙ্গ হয়ে ।

পৃথিবী তখন এর চেয়ে ঢের বড় ছিল !

কালধর্ম যুগধর্ম বশে,

জগতের বিদ্যাবুদ্ধি রূপগুণ সব ছোট হয়ে যায় ।

কণবীর এই অসি লয়ে, করেন অর্জুন জয় ।

তত সেনা, গজ, রথী, অসির তাড়নে

যমের দক্ষিণ দ্বারে রৈ রৈ ধ্বনি !

রণ ।—তার পর তুমি বীরবর—

এই অসি লয়ে—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি—

ঢেঁড়ু ।—রহস্যের সময় এ নয় ।

পুরন্দর রাজ আমাচেয়ে গোবর গণেশ ।

তা না হ'লে, এমন হাস্কুটে সেনাপতি রাখেন শিবিরে রাজা
ধনাগার অজ্ঞাগার উপহার দিয়ে ?

শোন রণবীর, মিথ্যা কথা নয় ।

কণবীর হতে মম পিতামহ

অমূল্য গণনা করি একাদশ পুরুষ অন্তর ।

আমার এ অসি বিধির বিধানে পৈতৃক সম্পদ ।

রণ ।—যথার্থ গণনা চেঁড়ুরাম ।

জ্যোতিষের বৃষোৎসর্গ, গণিতের ষাঁড় ।

তুমি লাল, কর্ণবীর ক্ষত্রিয় সন্তান,

এক বংশ, এক কুলে জন্ম দুজন্য ।

চেঁড়ু ।—অঁ।—তা,—তাই ত

তা গণনায় হতে পারে ভুল (মাথা চুলকান)

রণ ।—যাক, বাজে কথা যাক ।

চেঁড়ুরাম, সেনাপতি কোথায় ?

চেঁড়ু ।—আর কোথায়, দরবারে ।

দরবার ত নয়,

আলসের আয়েস-খামা ।

পাত্র মিত্র সভাসদ যত, ঘুত হুগ্ধে সম্পূর্ণ উদর,

রাজ দরবারে গিয়ে ভেঁস ভেঁস ফেঁস ফেঁস নাসিকাগর্জন,

ঘামে ত্রিখণ্ডি, নিদ্রার আবেশে চক্কুলাল, বিজ্ঞহ বসন ;

এইরূপে শেষ করি দরবারের কাজ

হাঁপিয়ে সজ্জার কালে ঘরে ফিরে আসে

দরবারের ছোট বড় বচন-পসারী ।

রণ ।—চেঁড়ুরাম ! একটু তামাক দিতে পার ?

চেঁড়ু ।—আর তামাক !

নির্বোধ রসদদার ছাকা বোকা ছুই শিরোমণি,
 তামাকের সনে লক্ষা বীজ দিয়াছে মিশায়ে ;
 একটান টেনে মরি কেশে ;
 প্রাণ হাঁস ফাঁস, শ্বাস কাশ ধরেছিল তেড়ে
 নাড়ি ভুঁড়ি হাঁচির তাড়নে উলট পালট একদম ।

রণ ।—তবে যদি একটু ঠাণ্ডাজল দাও দয়া করে,
 হে বীরের প্রধান কণ বংশধর !

চেঁড়ু ।—ঘোল পান্না জল খেয়ে
 কেন পেট ভরাবে গাটিতে ?
 পেটে পলি প'লে,—
 নিত্যভুক্ত ফলমূলে নিবিড় অঙ্গল হবে উদর ভিতরে,
 ঐ যে সেনাপতি—

সেনাপতি বিশ্বজীতের প্রবেশ ।

বিশ্ব । একি সখে ! কাজ কর্ব নাই কিছু হাতে—
 তাই বুঝি বীরের অপূর্ব কীর্তি করিছ প্রবণ ?

চেঁড়ু ।—তা হলে ত বাঁচতাম ।
 বীরের যে কথা, তাত বীরে শুনে আশ্রয়ে সোৎসুকে ;
 এ কেবল ঠাট্টা, তামাসা, রহস্য বিক্রপ ।

বিশ্ব ।—এস সখে,—

আচ্ছা, কাজ নাই,
এইখানেই বসি।

(চেঁড়ুর আসন দান ও গ্রহণ।)

বিশ্ব।—তুনেছ সকল ?

মন্দরের গর্ভ-ক্রণ নিতে চায় সিংহাসন
নিতে চায় সময়ের পরীক্ষা বিক্রম
নিতে চায় রাজার কুমারী—
তুনেছ ত ?

রণ।—(হাস্ত)

• বিশ্ব।—হাসি নয় !

প্রগল্ভ যে জন, শান্তি তার সত্য পুরস্কার।
জানে না পামর,
অজ্ঞের সেনা-সাগরে ভেসে যাবে
(মন্দরের অমীদার) তুণের মতন,
ভেসে যাবে গর্জভরা রাজ সিংহাসন,
চূর্ণ হবে দর্প অহঙ্কার ?

রণ।—রাজার কি মত ?

বিশ্ব।—এতে আর মতামত কি ?

বিজোহীর সমুচিত শাস্তির বিধান
রাজ্যের মঙ্গল, প্রজার কল্যাণ,

রাজ্যার মঙ্গল, যার সহ আছে বাঁধা কর্তব্যের সুদৃঢ় শৃঙ্খলে
আলো আর ছায়ার মতন ।

যুদ্ধনীতি-বিশারদ রাজ্যের মঙ্গলদর্শী ধীর মন্ত্রপাল,
যুদ্ধই কর্তব্য বলি দিয়াছেন মত ।

শোন ভাই !

বৃষ্ঠতা কপটাচার মন্দরপতির সাধা বিদ্যা ।

বাও ভাই, আয়োজন থাকে যেন ।

ইঙ্গিত মাত্রতে যেন পদাতিক, অশ্বারোহী,

গজারোহী, তীরন্দাজ, গোলন্দাজ যত,

মুহূর্ত্তেতে পারে সবে সজ্জিত হইতে ।

একবার ভূর্য্যনাদে

সকলে সবলে যেন সমরতরঙ্গে পারে আনন্দে ভাসিতে ;

মন্দরের জমীদার বন্দি হয়ে আসে যেন রাজ্য কারাগারে,

শৃঙ্খলিত পদে, নীচ চোর পাতকী মতন ।

মুহূর্ত্তের পরে, জয়নাদ উঠে যেন,

পুরন্দর রাজ্য মাঝে,

গৃহে গৃহে পথে পথে নগর বাহিরে,

বাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে মুখে সুখে । চল যাই ।

এহান ।





পুরন্দরের রাজ অন্তঃপুর ।

(Drawing Room in Palace. *Lucy.*)

মহিষী জয়াবতী ।

জয়া ।—(স্বগত) কাজ নাই সগরের সাধে ।

কাজ নাই নিরীহ নির্যোধ সৈন্যদের হৃদয়শোণিত স্রোতে
ভাসিয়ে ধরারে ।

কাজ নাই দীনহীন প্রজার মস্তকে
দরিদ্রতা, অরাজক, অশান্তি স্থাপনে ।

কিবা লাভ তাতে ?

একের কারণে,

দশজনে কেন সহে ধনে প্রাণে শঙ্কা, ক্রতি, ভয় ?

দাসী জটীলার প্রবেশ ।

জটী ।—আমিও ত তাই বলি ;

একের কারণে,
 দশজনে কেন সহে ধনে প্রাণে শঙ্কা, ক্ষতি, ভয় ?
 বুঝে কাজ কর রাণী, উতলার সময় এ নয় ।
 সব কাজে বুঝে নিও,
 আপনার ষোল আনা, কড়ায় গণ্ডায় ।
 বুড়ো মানুষ,
 দেখে শুনে সংসারের রীত,
 চক্ষের সুদূর দৃষ্টি দান দিছি কোভে,
 কুঁজড়ো কর্কটে যত নিন্দূকের সজাগ নয়নে ।
 দশের ভাবনা ভেবে ভেবে,
 চুপ সব হয়ে গেছে সাদা,
 ঢের জানি, ঢের বুঝি, গর্ব কথা নয় ।
 তাই বলি মা,
 মেয়ে দাও রাজার কুমারে,
 সুখে থাক, রাজার সংসারে মেয়ে রাণীর আদরে ।
 দূর ? তাতে ক্ষতি কি ;
 হামেশা সাক্ষাৎ তরে
 নিতি নিতি যাব আমি মন্দের সুধৈর্য্য মাঝে ।
 জয়া ।—হাঁ, সত্য কথা ।
 ইন্দিরার যোগ্যবর মন্দেরকুমার,

রূপে গুণে ভুবনমোহন ।
 রাজার কুমারী,
 রাজা-বরে করি সম্প্রদান,
 সম্পদ আনিব ফিরে বিপদ ঘুচায় ;
 কেন এ বিপদ বোঝা বহি সাথে সাথে ?
 কেন ? কার তরে ?
 কেন মিছে রাজকোমে পূরাব ইচ্ছায়,
 ছুটে শঠ সৈন্যদের
 চিরন্তন ক্রোধময় রাক্ষস উদর ?
 যাও তুমি, বল মহারাজে,
 চরণ দর্শন তরে আশা পথে আছি ব'সে
 অন্ধরের সম্মুখ দুয়ারে ।

অটলার প্রহান ।

রাণী ।—ঠিক কথা ।

আপনার ষোল আনা বুঝে চাই কড়ায় গড়ায় ।
 বৃদ্ধ ফল অনিশ্চিত ।
 কেন, তবে কিসের আশায়
 আপনার রাজ্যধন লয়ে,
 বিপদের পায়ে করি আত্ম-সমর্পণ ?

রাজার প্রবেশ ।

রাজা ।—কেন প্রিয়ে,

কেন এই অসময়ে দ্রুত আবাহন ?

কেন তব বদন-নলীন,

বিমলিন হেরি প্রিয়ে, কিসের কারণে ?

নাসাপথে কেন ঘনস্থাস ?

বিশ্ব বৃষ্টি যাবে উড়ে নাসা-প্রভঞ্নে !

কাহারে ভাসাবে বল ধনপ্রাণ সুঠৈশ্বর্য সহ,

তোমার ঐ রোষতপ্ত নয়ন সলিলে ?

কেন এ চামুণ্ডামূর্তি,

কেন ভীমা রণচণ্ডি দানবদলনী ?

কম প্রাণেশ্বরী, বুক পেতে দি,

দাঁড়াও তেমনি কোরে ;

পড়ে থাকি পদতলে নীলকণ্ঠ হস্মে ।

রাণী ।—রাধ রাজা কোতুক কাকলী,

শোন মন দিয়ে ।

পরের আপাত মিষ্ট শিষ্ট ব্যবহারে

ভাসাওনা কুলমান সহায় সম্পদে ।

রাণী আমি পুরন্দর-রাজ-সিংহাসনে,

তুল্য রূপে অধিকার তোমার আমার ;

তবে কেন রাজা,
 কেন এ উপেক্ষা নারী ব'লে ?
 চারিদিকে হাহাকার, সময়ের ঘোর আয়োজন,
 কেন ? কার উপদেশে ?
 ভেবে দেখ রাজা,
 শাস্তির সুখদ ক্রোড়ে সুখে নিদ্রাগত মোর
 পুরন্দর, প্রজা সাধারণ ;
 কেন এ সুখের ঘুম সাধের স্বপন,
 ভাঙাবে অকালে রাজা,
 সময়ের অগ্নি ছেলে প্রতি ঘরে ঘরে ?
 প্রজা তারা, তাদের কি দোষ ?
 আপনার সুখশাস্তি চেয়ে,
 প্রজার ঐশ্বর্য্য সুখ অক্ষুণ্ণ রাখিতে,
 ধর্ম্মের নিকটে রাজা বাঁধা পড়ে আছ,
 জান না কি তুমি ?

রাজা।—মহিবি !

অপরাধ, অপমান, অশাস্তি, সন্তাপ,
 চিরদিন গাঁথা আছে নিকোঁধের নিকরুদ্বিতা সনে ;
 কিন্তু কি করিব রাণী ;
 পাত্র মিত্র, প্রজা সাধারণ,

নগরের শিশুবা আবু দ্ব বণিতা,
 সকলে এ অপমানে প্রাণ দিতে চায়
 সমর-তরঙ্গ মাঝে আপন ইচ্ছায়, অবহেলা ;
 সে তরঙ্গে গতিরোধ,
 একান্তই অদম্য রাণী !
 যদি যাই রাজা নাগে, রাজার আদেশ বাঁধে
 বাঁধিতে ফিরাতে সেই অজ্ঞেয় স্রোতেরে ;
 ভেসে যাব রাণী
 রাজ্য নিংহাসন, ধন মান, তোমার সহিতে—
 ভূণ চেয়ে লখু—ভূণ চেয়ে হেয় হয়ে
 প্রজাদেব অবস্থা প্রবাহে ।
 প্রজা-শক্তি, রাজশক্তি চেয়ে
 বড়ই মহান—বড়ই ভীষণ ;
 পরিণাম তার, আরও বিভীষণ !
 জান কি মহিষী,
 ছলাভাবে আকুল নাগর,
 মোরা সবে তুমি হুর কলেতে দাঁড়াবে ?
 রাণী ।—কেন রাজা অবৈধ প্রবোধ ?
 আমারে ভুলাবে বুদ্ধি তর্কযুক্তি দিয়ে ?
 বিড়ম্বনা !

ভেবে দেখ রাজা,
কিবা লাভ সমবের বৃথা আরোজনে ?
কেন রাজা রাজকেষি স্থাপিবে ইচ্ছায়,
দারুণ অভাব আর সুনিশ্চিং দুর্ভিক্ষের কঠিন উরষে ?
গুন উপদেশ ;
মন্দরকুমাবে রাজা মাদরে করিয়া কন্যাদান,
মন প্রাণ রাখ নিরাপদে ।
অপাত্রে ত কন্যাদান নয়, কেন এত ভয় ?
কেন এ আত্ম-নিগ্রহ সহ সাধে সাধে ?

সেনাপতি শিশুজীতের প্রবেশ ।

সেনা ।—চরমুখে শুনেছি বারতা,
যুদ্ধ সাজে সাজিছে দুশ্মতি ।
অনুমতি কর প্রভু দাগে,
আমিও সাজিব যুদ্ধ সাজে ?
রাণী ।—শোন বীর !
সেনাপতি কাজ, সুধু যুদ্ধের নেতৃত্ব করা নয় ;
রাজা আর রাজ্যের মঙ্গল তরে
যে করে সগরে আত্ম-দেহ বিসর্জন,
তারে বলি যোগ্য সেনাপতি ।

যাতে রাজার বিরাগ, প্রজাদের ক্ষতি,
নে রণে বাসনা কবে, নীচ মূর্থ বর্করের দল।

সেনা।—একি কথা মাতা!

রাজকন্যা, রাজমাতা, রাজরাণী তুমি ;
রাজধর্ম অবিদিত কি আছে তোমারে ?
দুয়ারে দাঁড়িয়ে শত্রু অটুহাসি হেসে
বলিবে যখন হায়, “কাপুরুষ পুনন্দর-রাজ,
কাপুরুষ সেনাপতি, কাপুরুষ পুনন্দববাসী ;”
কি ক’রে শুনিবে মাতা মনের সন্তোষে,
শত্রুর এ মমভেদী অসহ-কাহিনী ?
হেসে হেসে যারে দিছি যুদ্ধনীতি পাঠ,
মন্দরের সেই রাজা যবে
ভার শত গুণ উপেক্ষার হাসি হেসে
হুণীতি করিবে প্রদর্শন ;
কি কোরে এ অপমান নতশীরে সহিব জননী ?
চির দিন মাথা যার হেঁট,
আমাদের কাছে সদা সৈন্য তিক্ষা করি,
রেখেছে যে আপনার বিষয় বিভব ;
গর্বের উন্নত মাথা হেলায় ছুলায়ে
সেই নরাধম যবে কহিবে কোতুকে,

“পুরন্দর করিয়াছি জয়,”

কি বোলে এ অহঙ্কার ঘৃণার ভৎসনা,

আপনি শুনিবে মাতা শুনাবে দাসেরে ?

রাক্ষসধ্বংসে অ আ আজও জানেনা যে জন,

দরবারে বসিয়ে যবে সেই নরাধম,

অপাঙ্গে কটাক্ষ, অধরেতে কালকূট হাসি,

গর্জ্জভারে আন্দোলিত শির কাঁপায়ে কাঁপায়ে

বিচার করিতে যাবে তোমার এই পদাশ্রিত জনে ;

কি ক’রে সহিব, কি ক’রে থাকিব মাতা,

নতশিরে নিস্তব্ধ নিরবে ?

পুরন্দর-রাজরাণী—

কি আর कहিব মাতা, জানাব তোমারে ।

রাণী ।—সেনাপতি ! অধৈর্য্যের সময় এ নয় ।

ভেবে দেখ, কি কাছ সগরে ?

রাজা সে, আইবড় মেয়ে ঘরে ;

বিবাহ প্রস্তাবে, সকলেরই তুল্য অধিকার ;

তাতে অপমান জ্ঞান, সমর ঘোষণা, এ কি ?

(রাজার প্রতি) রাজার কি মত ?

রাজা । -কি कहিব রাণী,

অকুল বারিধীবক্ষে কর্ণহীন গুণহীন তরুণী যেমন

প্রভঞ্জন ঘায় বেড়ায় ধুরিয়া,
 জীবন-তরণী গম আজি
 তার শত গুণ উশৃঙ্খল ঝটিকা আঘাতে
 প্রতিহত, বিকম্পিত, ডুবু ডুবু প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
 নাহি জ্ঞানগুণ, বিহীন বিবেক-কর্ণধার,
 কোথা ভেসে যাব রাণী না পাই ভাবিয়া ;
 হয় ত সমর-স্রোতে ভেসে যাব চির দিন তরে
 স্রোতে ভাষা ভণের মতন,
 অকুল সীমান্তহীন অনন্তের পানে ;
 না হয় এ কোলাহলময়ী রাজপুরি,
 হবে শেষে গহন কানন ;
 ফেরদল ফিরি ফিরি দিনে নেতে কনিষা চীৎকার,
 ঘোষণা করিবে, এই অভাগার দোর পরিণাম।

রাণী।—কেন রাজা এতই অধীর ?

আমিই করিব সেই গহন কানন—
 দীপাবলী আলোকিত নাটুশালা সম ;
 আমিই ঢালিব তব নিরাশার আঁধার হৃদয়ে—
 সুখময়ী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না কিরণ।
 (সেনাপতির প্রতি) যাও সেনাপতি,
 কি কাজ আঁকিয়া বল অশান্তির নিরানন্দ ছবি,

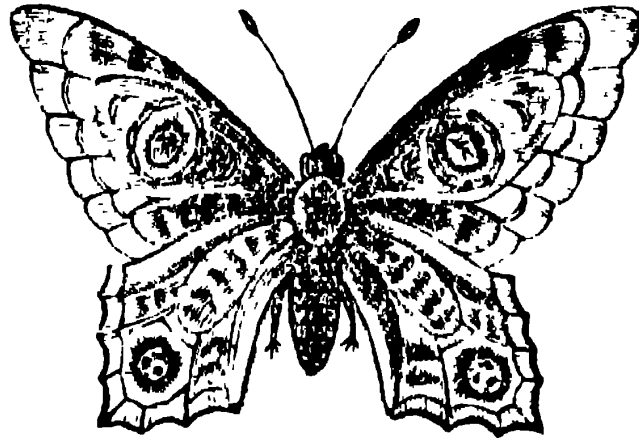
শাস্তিগয় সুখগয় প্রজ্ঞান হৃদয়ে ?
এস নাগ, অস্ত্রপূরে যাই,
কর্তব্য বিচার কর বিরলে ছুজনে ।

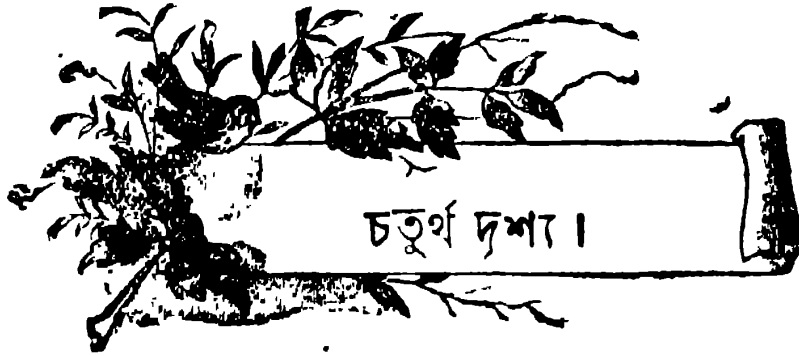
(রাজা ও রাণীর প্রস্থান ।)

সেনা ।—হা ধিক ! হা পুন্দরবাসি ! অভাগা নৃপতি !
ভেনে যাও দুর্ভাগ্যের অনন্ত হিল্লোলে ।
হা যশঃ ! হা ভাগ্য ! সুখ্যাতি সম্মান !
ডুবে যাও সবে,
অপমান, ভীকৃতার, জঘন্য—জঘন্যতম পঙ্কিল সলিলে !
রাহস্য, সেনা, ধনরত্ন, আশ্রয়স্থল !
যথা ইচ্ছা চলে যাও,—
গিশে যাও নৈরাশ্যের বিরাট উদরে !
গাস্তৌর্য্য, বীরত্ব, সৌর্য্য, বীরের ভূষণ,
পড়ে থাক অবহেলে,
অসার গর্জের, হেয়তম চরণের তলে !—
বিদলিত হোক কীর্তিরাশি,
অকীর্তির ককরিত পাষণ-চরণে !
(ক্ষণপরে) পুন্দর ! বড় সাধ ছিল,—
উন্নত মস্তক তব করিব উন্নত ;
উজ্জল করিব মুখ ;

বাঁধি আনি দিব ছুটে তোমার চরণ তলে ;
 কিঙ্ক হায়, আশা মম আশাতেই লীন,
 জলের তরঙ্গ যথা জলেই বিলীন ।
 কি দুর্ভাগা ! কি যন্ত্রণা ! ঘোর পরিতাপ !
 রণোন্মত্ত সৈন্য ঘোর
 ইঙ্গিতের অপেক্ষায় আছে দাঁড়াইয়ে,
 কি ব'লে ফিরাব, কি ব'লে পাঠাব সে সবাষ
 অনভ্যস্ত অপ্রার্থিত শান্তির অঁধারনয় শীতল কুটিরে ?
 হা নিয়তি ! শত ধীক তোরে ।

প্রহান ।





পুনন্দর—পর্কতনগ্নিধ্য কেলী-কানন ।

(—Lord's Park. Lucy.)

তরুবালা, অরুবালা, কুঞ্জবালা ও নগবালা,
ইন্দিরার সখীচতুষ্টয় ।

গীত ।

মিশ্রখান্সাবতী - ঝাঁপতাল ।

বংশীধুমে যমুনা চলে মাতঙ্গি ভরঙ্গে ।

চলন্ত শব্দ পাদ রাসরস রঙ্গে ॥

ভ্রমর গাহত শুণ, সৌরিত সুরঙ্গে,

গহনবন মোহত, কেতকী সুরঙ্গে ।

চাদিমা যামিনী সুরে কোয়েলিয়া ফুকারে,

নাশত পূর্ণ কুঁদে জগত আঁধারে,—

সৌর্য্য পিয়াকে বোল আওরাত বনস্বে,

মাধব আওরাত নেহি ইহ মান ভঙ্গে ॥

তরু ।—কৈ সখী,

অরু ।— বিফল সকলি,

কুঞ্জ ।— কোথাও ত না পেরু সন্ধান ।

নগ ।—চল যাই শীলাতলে,

তরু ।— অতি প্রিয় স্থান বটে,

কুঞ্জ ।— তথায় অবশ্য হবে আশার পূরণ ।

নগ ।—ভাল বল্ দেখি,

কি কারণে সখি মোর দিন দিন এতই মলিন,

রূপক্ষে চন্দ্রমা যেমন

দিনে দিনে ক্ষীণ শীর্ণ বিবর্ণ মলিন

কাল অমাবশ্যা ভয়ে ?

তরু ।—বিষাদের অমাবশ্যা !

নগ ।—কেন ? কিসের কারণে ?

কুঞ্জ ।— কার তরে ?

তরু ।—মেনাপতি । কি জানি ভাই,

কোন গুণে ভুলালে সে রাজার কুমারী !

অরু ।—আ মরি !

রূপে কাল পেঁচা, গুণে জড়দগব্ ।

চিন্তার অধারে ঢাকা অধরের হাসি,

মিত্রতা সখ্যতা, অসিচন্দ্র সনে ।

যুদ্ধক্ষেত্র আয়েসের স্থান,

দাগামার কঠোর আরাব

প্রেয়সীর নুপুর নিকণ !

রসিকতা,

বিপক্ষের দেহ হ'তে মাথার বিচ্ছেদ ।

কাব্য কথা—ধর—মার—কাট্ !

ছিছি ভাই, এই কি প্রেমের পরিণাম ?

নগ ।—ঐ ত সর্বনাশের গোড়া !

ছেলে বেলা হে-ই রোগে সৃষ্টি ।

এত গল্প, এত উপকথা, বোলতে গেলে রাগ,

কেবল যুদ্ধের কথা, যুদ্ধের গল্প, যুদ্ধের সজ্জা,

তাতেই প্রাণের অনুবাগ ।

তরু ।—কিছু তাও বলি,

সেনাপতি ইন্দিরায় গাহেন্দ্র-মিলন ।

অরু ।—ওলো, চূপ চূপ । সখী আসছেন ।

(ইন্দিরার প্রবেশ ।)

তরু ।—কেন সখী !

কেন এ মলিন মুখ মেঘে ঢাকা চাঁদের মতন ?

সদা হাস্যময়ী তুমি আনন্দের ছবি,

কেন এ বিষাদময়ী সেজেছ সজ্জনী ?

ইন্দি ।—হায় সখী,

এ পোড়া কপালে কখন কি ঘটে,

তাই ভেবে আকুল ব্যাকুল মোর প্রাণ ;

হালো সখি ! রাজার ঔরসে জন্ম মোর

তাই বুঝি হেন গনস্তাপ ?

পিঙ্করের বিহঙ্গিনী,

আমা চেয়ে শতগুণে সেও বে স্বাধীন !

পাপিনী নাপিনী যারা

দিন রাত বাঁধা থাকে শাসনের সূদূত বন্ধনে,

তার চেয়ে শতগুণ কঠোরবন্ধনে, বাধা পোড়ে আছি আমি

তোমাদের রাজ-অস্তপুরে ।

নগ ।—কেন এ সস্তাপ সখী সহ সাধে সাধে ?

অভাব কি আছে বল বাজার ভাঙারে ?

ইন্দি ।—তারাদল শরীরীভূষণ,

কিন্তু সখী 'বন নিশানাথ,

শরীরীর কে করে আদর ?

শরীরীর চির সাধ নিতি নিতি হ'উক পূর্ণিমা,

ভাসুক কিরণে এই পাপের ধরণী ;

কিন্তু সখী অভাগীর মন্দ কণ্ঠ বলে

ঢেকে দেয় চাকু চাঁদ দুশাশার মেঘে, চিরতরে ;

ডুবে যায় শশধর বৃষ্টি
ভবিতব্যতার ঘোর পশ্চিম আকাশে !

নগ।—বৃথা চিন্তা টেনে আনে
ছনাশা দুর্দৈব্য আর অশান্তি সন্তাপ ।
স্থলে তুল বাসনার মরুভূমি মাঝে
ফুটে উঠে আশার সূচরু গিংহামিন ;
তারই পাশে বল্লনা-কাননে
ক্ষীর সম নীরপূর্ণ সুন্দর-সবনী ।
কিন্তু হায় ! সেই জলে তৃষ্ণা নাহি যায়,
প্রাণ সদা করে হায় হায়,
বয়ে যায় হাহাকার শূণ্যতার ঝড় !

কুঞ্জ।—এই ত কথা ।
বৃথা চিন্তা, কুকল্পনা ত্যাগ-কর সখী,
মুছে ফেল, ভাবনার বেথা তব হৃদয় হইতে ।

ইন্দ্র।—কেবা সখী সাধে সাধে
জীবন উৎসর্গ করে কুচিন্তার পিশাচ-উদরে ?
কে বসায় অশান্তিতে হৃদয় মাঝানে, সাধে সাধে ?
কিন্তু সখী মন নহে আমার অধীন ।



রামকিরি—বিলম্বিত ত্রিতালী ।

কৈদনা কৈদনা আকুল সন্ন্যাসী ।

আগিবে তুমিবে নাথ জুড়বে পরাগী ।

বিয়হ আতপ তাপে হয়েছ ব্যাকুল,

বরষি প্রেমের ধারা করি'ব নীতল ;—

পরের তরে অমল করে ভেবনা ভেবনা,

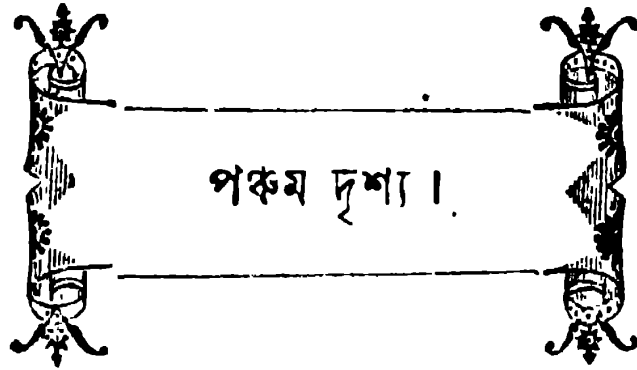
ধরি করে অঁাখি নীরে তাসাওনা ধরণী ।

কুঞ্জ ।—ঐ দেখে প্রাণ সখী, প্রদোষ-অশ্বরে
সমুদিত শুকতারা ;
ঐ শোন পেটকের কর্কশ গর্জন,
যামিনীর শেষ যাম কনিছে ঘোষণা ।

ইন্দ্রি ।—হা বিক প্রদোষ তোরে
শত ধিক তোরে শুকতারা ।
জগতের সুখ শান্তি লুকায়ে রাখিস্ তোনা
তোদের ঐ হানি মাথা গস্তীর প্রকৃতি মাঝে বিরলে নীরবে ।
বিলা তোরা ঘরে ঘরে সুখের ভাণ্ডার,
হাসিতে ভরিয়া যাক্ জগৎ সংসার,
কীট আগি, কি ক্ষতি আমার ?

সকলের গ্রহণ ।





পূবন্দর—রাণীর শয়ন-প্রকোষ্ঠ ।

(Bed chamber. Silla and Thresa. *Lucy.*)

জয়াবতী ও জটিল ।

জটী ।—এই ত মা !

এত জান, আর ওটী জান না ?

সংসারের রীতিই ওই ।

যাকে ভালবাস, যাকে ভাব আপন আপন,

সেই শত্রু, সেই করে শত্রু আচরণ ।

আজকাল যে দিন কাল,

তাতে ইচ্ছা করে, চলে যাই অমানব দেশে ।

রাণী ।—কথাটা কি ?

ছটা।—যে প্রকার সংসারের গতি,
 তাতে বোবা হয়ে থাকা ভাল।
 সত্য বলা আত্মিকার দিনে
 কুৎসা, গ্লানী, পরচর্চা।
 কিন্তু শুনেছ কি বড়,
 পরনিন্দা, পরগ্লানী ছটিলার মুখে ?
 সত্য কথা বলি, শোন মন দিয়ে।
 ডাংপিঠে ছুঁড়িগুলো দিন রাত শুড়ু বুড়ু করে।
 ফিস্ ফিস্ কথা, মুখ চাওয়া চাওয়া,
 ছোট বড় সুরে নানা চাঁদে কথা,
 ইঙ্গিত ইসারা, লোক টেপাটপি ;
 আমি ভাবি, কোন গল্প কথা।
 অত কে জানে মা ?
 তার পর কাল সন্ধ্যাকালে, আবার ছটলা।
 আবার সেই চুপি চুপি কথা।
 আড়ি পেতে শুনিছ সকল।
 ওমা ! সে কি গল্প ? সর্ব্বনেশে কথা !
 ওমা, ভাবতেও গা—কাঁটা দেয় দেখ,
 রাজার কুমারী নাকি বিনামূলে বিকিয়েছে
 তোমার নফর, সেই সেনাপতি পায়ে !

ছুঁড়িগুলোই যত নষ্টের গোড়া ।
 তারাই বাধা'য়ে দিবে এই গঙগোল
 (মজা মারা অভ্যাস তাদের কিনা)
 আনন্দে দেখিছে মজা দাঁড়ায়ে তফাতে ।
 এখনো সময় আছে রাণী ;
 চাও যদি আপন ব ল্যাণ,
 কত দাঁও নন্দবকুমাৰে ।

রাণী ।—এ সংবাদ জানি আমি ।

সর্বনাশ ঘটাবে যে ডাকিনী নাগিনী,
 জানি আমি বহুদিন আগে ।
 তেড়ীগুলো এই পাঠ পড়ায়েছে বুঝি, বিরলে গোপনে ?
 আচ্ছা, দেখি, পারি কি না পারি,
 ভাঙিতে রনের নাট কলটার ঠাট ।
 কি কহিব রাজ্য নহে নশ,
 মনের আগুণ তাই পঁ শ দিয়ে ঢাকা ;
 কিন্তু কত দিন এ আগুণ বাধিব গোপনে ?
 জালিব আগুণ—
 রাজপুত্রী করিব শ্মশান,
 পোড়াব সপুত্র রাজ্য, রাজ্য, সেনাপতি
 আদরের রাজকন্যা নত ।

আনিয়ে মন্দর-রাজে কন্যা দিব তারে,
 লয়ে যাবে জন্মের মতন ;
 ছাই পোড়ে যাবে এই নীচ প্রেমে, জঘন্য আশায় ।
 পোড়ে রবে সেনাপতি,
 চক্ষু-ঢাকা অস্থির কঙ্কাল নিয়ে
 শূন্যদিক্ শিবিরের মাঝে ।
 এখনি পাঠাব পত্র মন্দরনগরে ।
 যাও তুমি, ডাক পুরোহিতে ।

(দ্রুতগদে জটিলার প্রস্থান ।)

রানী ।—দেখি, কিসে হয় আশার পূরণ ।
 রাজ্য, ধন, সম্পদ বিভব, সকলি আমার ;
 তাতে অংশদান ? কে পারে ?
 রাজার জামাতা রবে ঘরে,
 কোট ছিনে বসিবে সে রাজ-সিংহাসনে ;
 দ্রোহিত হইবে রাজা,
 তাও কি সহিতে পারে রমণীর অুকোমল প্রাণে ?
 দেখি, পারি কিনা পারি ।

প্রস্থান ।



দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

মন্দর—বিলাস-কক্ষ ।

(Sila—Private Chamber. *Lucy.*)

মন্দররাজ জীতাজীৎ ও বয়স্য হাস্যার্ণব ।

জীত । সখে !

হাস্য । সখে !

জীত । বিষম বিরহানলে দগ্ধ হলো মন,

ভস্ম হলো হৃদয়ের অন্তস্থল মম,

দিনে দিনে অসহ বাতনা ।

হাস্য । ততোধিক অসহ বাতনা কুখানলে !

মহারাজ !

এই দাবানল, প্রেমানল, মানানল, ক্রোধানল ;

সব নল তল যায়

দুঃস্থ দুর্দান্ত এই ক্ষুধানল কাছে ।

বৈতরণী বয়ে যায় শিরায় শিরায়,

নে বহির প্রবল প্রবাহে ।

হা ক্ষুধা ! অসীম ক্ষমতালী তুমি ।

মানুষ পাগল হয়, জলে কাঁপ দেয়,

দেশ ছেড়ে মারে ছুট তোমার শাসনে !

বাপ ! তোমার কি দাপ !

জীত । কেন মখে ক্ষুধার তাড়না ? কেন হেন শ্লেষ ?

হাস্য । শ্লেষ নয় মহারাজ, দুটো ক্রেশের কথা ।

তোমার প্রসাদে মহারাজ,

খাদ্যাভোজ্যে পরিপূর্ণ দরিদ্রকুটীর মম আছে চিরদিন ;

তবে ক্ষুধা আর খাদ্যে ঘটে,

সাময়িক বিচ্ছেদবিরহ ,এই দুঃস্থ শব্দট ।

গজেন্দ্র-গামিনী গৃহ-লক্ষী-গরবিনী,

গহনা-গজনা-গীতি গান কাণে কাণে,

সেই গানে ঘুম-ঘোর পথে পথে কাটে ;

ভয় আসে শয্যা-নাম ক্ষণিক স্মরণে ।

ক্ষুধার এ কৃপাদৃষ্টি সর্বত্র সর্বদা ।

তাই সাধু ভাষায় ক্ষুধার নাম বৃত্তকা;

সাদা কথায় আমরা ক্ষুধা বলেই জানি, মানি, চিনি ।

জান মহারাজ !

ঐ যে ক্ষুধা ও একটা হৈয়ালী ।

সাকার নয়, ধ্যানে আসে না,

স্মরণেই বুদ্ধি ধৃতি লোপ,

কেবল বর্ণ গালার গুটি দুই আঁকা বাঁকা আঁকান আখর ;

কিন্তু তাতেই যে তেজ,

আমি বলি প্রেম চেয়ে শতগুণে বড় ।

জীত । জান না সখা,

ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যায় প্রেমের আবেশে ।

পূর্ণ হয় মনপ্রাণ নবীন প্রসাদে ।

হাস্য । বল কি ?

তবে কেন মিছামিছি ভূত খাটা খেটে,

উদর-গহ্বর পূরি ছাইভস্ম দিয়ে ?

কেন করি উপবাস গণ্ডায় গণ্ডায় ?

ভাল সখা, ক্ষুধাই তোমারে,

ক্ষুধার এ মহৌষধী এতদিন বৃষ্টি

লুকাইয়া ছিল সুখে,

বৈদ্যের পুঁটলী গায়ে নিভতে নীরবে ?
 সংসারের প্রতি মোর সার উপদেশ,
 ছুঁড়ি বুড়ী আইবুড়ো যে যথায় আছে,
 সবাই বরুক প্রেম যার তার সাথে,
 নবীন প্রসাদ পাক দুই বেলা সুখে, পেট ভরে ।

জীত । অয়ে চির শুষ্ক-প্রাণ বয়স্য আমার ;
 পৌরিত্তি যে সুখের আলয় !

হাস্য । সখা ! এত বড় ডাগর ভ্রম তোমার ?
 পৌরিত্তের দুঃখময় সুখ, হা হতাশ,
 দণ্ডে দণ্ডে হাসিকান্না, প্রাণ যায়, যায় ;
 বেশ ছেন সখা,
 এরা প্রেমের খোয়াব আর নেশার খোয়ারী ।
 ধমণীর প্রতি গ্রস্থি বাসনার দড়ি,
 দৃঢ় হয় বাসনার মিলন আশায়,
 ছিঁড়ে যায় তখনি তখনি পুনরায়
 বিরহের ভবিষ্য-কল্পনা
 আর ছরাশার কঠিন কঠোর হাঁচকা টানে !
 যাতে হাস্তে গেলে চকে আসে জল,
 বিরহ-বিচ্ছেদ যার ভাঙার-রতন,
 তাও কি কখনো ভাই

হ'তে পারে সুখের কারণ?

ভেবে দেখ দেখি সখা সেই বাল্যকাল,
সেই শিক্ষা, উচ্চ আশা, সুচিন্তা বহননা,

সব ভেসে গেছে দেখ

পৌরিতের শান্তিহীন দুঃখ পারাবাবে।

কিছু নাই, সব গেছে তোমার যা ছিল,

পড়ে আছে সুধু বর্ণমালাময় নাম,

যেন অতীতের স্মৃতির খোলস্ ;

পড়ে আছে রাজা নাম অতি অনাশ্রয়ে

স্বর্গগত মহাত্মার পরিত্যক্ত উপাধী যেমন।

আপনার প্রাণ ভাই হাত ছাড়া কোবে,

শেষে সান্নিপাত তাপে পোড়া, হায় হায় করা ;

সে সব, আল্দের আয়েস্‌স্থানা মাঝে,

রংদার চস্মা নাকে এঁটে,

খেয়ালের শূন্যময় স্বপন দর্শন।

ছেড়ে দাও মহারাজ দৈত্যো-হাসি রাশি,

সরল পবিত্র হাসি হাস প্রাণাধিক।

জীত। কেমনে ঐশ্বর্য ধরি বল প্রিয়সখা,

প্রাণ আমি দিয়াছি তাহার।

অদর্শনে এত হাহাকার, এত মনঃপীড়া ;

দর্শনে কি হয় ভাই, না পাই ভাবিয়া ।

হাস্য । দর্শনে হুজুম !

পীরিতের ছোর হুজুমী শুণে,

বড় বড় লোকলজ্জা, বাণী যুড়ীগাড়ী,

তাড়া তাড়া নোট আর তোড়া তোড়া টাকা

এক-দমে জীর্ণ হয় রাক্ষসীর রাক্ষস উদরে ;

তুমি ত একটা গান্ধুস, হুজুম !

জীত । প্রেমের তাদৃশ পরিণাম, দেবের দুর্ভাগ্য ।

প্রেমিকার প্রেমপূর্ণ হৃদয়-সরসী মাকে

চিরতনে সুখে ডুবে যাওয়া,

সে সংযোগ তোমার আগার ভাগ্যে নয় !

হৃদয়ে হৃদয়ে মিশামিশি

হুজুনে একত্রে সুখে এক হয়ে যাওয়া,

সেই আত্মলোপ, সে আবেশ দেব-বাহুনিয় ।

হাস্য । কি জানি রাজা, প্রেমিকের কথা

দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি স্বভাব-নিরস !

তুই জনে এক হয়ে যাওয়া, ভাই, সে বড় যন্ত্রণা !

তুই জনে থাকি, সে রাঁধে, আমি খাই ;

তুই জনে এক হয়ে একা থানা, একা রাঁধা, একা খাওয়া,

সে কি ভাই পোশায়, না সাজে ?

দুয়ে দুয়ে এক হয়ে গিলে মিশে গিয়ে
 দুজনের ক্ষুধারানি একাকী বহন,
 কি সর্বনাশ ! তাও কি পারা যায় ?
 আমি ত উঁহঁ ।

আর ঐ মিশামিশি কথাটা,
 ওটা বড় শক্ত কথা মহারাজ !
 একবার নানিপাত জ্বরে মারা যাই !
 (এ সব বাল্যকালের কথা)

আত্মীয় স্বজন আর প্রতিবেশী মুখে
 বোগ-শয্যায় শুয়ে শুয়ে গুনেছিল কাণে,
 আমি নাকি মিশে গেছি বিছানার সাথে !
 সে কি সামান্য ঘটনা !

অচেতন বিছানায় মিশে সেই আলা,
 এত সচেতন, সচঞ্চল রাজার কুমারী,
 শত উপসর্গ লয়ে ভ্রমণ শতত এঁরা
 গরীবের বুকের উপর দিয়ে সদলে সবলে ।

তাই বলি মহারাজ,
 দূর কর হৃদয়ের অঞ্চল ঝঞ্ঝাট,
 সুখে থাক, নিদ্রা যাও আপন আরামে ।
 সে সব শয্যার কাঁটা মশকের বাসা,

ইচ্ছায় আনিবে কেন নিমন্ত্রণ দিয়ে,
 আপনার সুখনিদ্রা ভাঙাতে অকালে ?
 দিন রাত কটাস্ কামড়, চটাস্ চাপড়,
 ঘ্যান ঘ্যান, পৌঁ পৌঁ, আরে ছিঃ !
 সে কি সহ্য হয় ?

রাজ-দূতের প্রবেশ ।

দূত । মহারাজ !
 পুরন্দর হতে এসেছে ব্রাহ্মণ,
 সাক্ষাৎ আশায় আছে দাঁড়ায়ে দ্বারেরে ।

জীত । সখে !

হাস্য । অঁ্যা—।

জীত । কি বল ? সুপ্রভাত আশ্বি ।
 ভ্রম বুঝে পুরন্দর-রাজ
 অঁ্যা কি বল ? দিয়াছেন নিমন্ত্রণ ।
 হা হা হা, ঠিক তাই,—সত্য অনুমান ।
 যাও দূত, আন স্বরা ব্রাহ্মণে হেথায়, সমাদরে ।

(দূতের প্রস্থান)

কি বল সখে ! সত্য অনুমান কি না ?

হাস্য । কে জানে কিসের তরে
 দূতের অকাল আগমন ।

জীত। আঃ কি আপদ! সৰ্বদাই তোমার অকাল।
হাস্য। আশ্বে, উষ্ণ হবেন না,
পাঁজীর পেজোমী ওটা, এ পাঁজীর নয়।

জীত। দূর কর পাঁজী পুঁথী জ্যোতিষ পুরাণ,
ফেলে দাও বিস্মৃতি আঁধারে।

হাস্য। আদেশের অপেক্ষা নাহিক মহারাজ।
জ্যোতিষ গণিত ধর্ম দর্শন পুরাণ,
তাড়া খেয়ে লুকায়েছে
ছোট ছোট তক্তা গোড়া খুঙ্গির ভিতরে,
আঁকা আছে জীর্ণ ছিন্ন তুলোট কাগজে।

(দূতের সহিত জল-তরঙ্গ শর্ম্মার প্রবেশ)

জল। (উর্ক বাহু হইয়া) জয়ন্ত গন্ধরঃরাজে। যেসাং-
পক্ষে শ্রীমতা হাস্যার্ণব ভট্টাচার্য্যাসাঃ।

হাস্য। জয়ন্ত জয়ন্ত পুরন্দর রাজ যেসাং পক্ষে মহা-
শয়ের নামটা ?

জল। মন্যাম মহাগোপপাধ্যায় শ্রীল্ শ্রীযুক্ত জলতরঙ্গ
দেবশর্ম্মনাম্ ভট্টাচার্য্যোতি।

হাস্য। অতএব জয়ন্ত জয়ন্ত পুরন্দররাজ যেসাং পক্ষে
আপনি যে সমস্ত বোলেন, তত্তাবতই।

জীত। মহাশয়! পুরন্দররাজের কুশল?

জল। ভবচ্ছকাশ সন্দেশাৎ যুস্মাদাদির, কি বলেন
মহাশয়?

হাস্য। অজানন্দ পরং।

জীত। অবশ্য নিমন্ত্ৰণ লিপি আছে?

জল। আজ্ঞা হাঁ রাজন! রাজরাজেশ্বরীর নিমন্ত্ৰণ
লিপি সহকারে আনা হয়েছে, গ্রহণ করুন।

(পত্রদান ও জীতাজীতের পত্র পাঠ)

জীত। মুঞ্জরিত মুকুলিত আশার ত্রততী মম,
এতদিন পরে। ভাল ব্রাহ্মণ!

রাজার কুমারী তবে ভুবনমোহিনী?

জল। আঃ মহারাজ!

লোক-ললামভূতা—লোক-ললামভূতা।

কিবা কাক-কোকিলকৃষ্ণবজ্জলিতকৃষ্ণতার

কটাক-কুটিল বিবর্ণিত,

কিবা গৃধিনীগঞ্জিত গতিগজেন্দ্রগমনা,

কিবা সূচাক-চাঁচর-চাক-চিকণ-চিবুক!

কিবা রসাল সঁসাল সর সুন্দর নাসিকা,

আ মরি মরি, কিবা রূপ!

জীত। আহা হা, আ মরি মরি, কিবা রূপ।

জল । কিবা কঠিনকমঠাটঠোঠের বাহার,
 কিবা তম্বুবা নিতম্ব স্তম্ভে স্তম্ভিত চরণ ;
 জীত । অপূর্ব ! অপূর্ব ! শোন সখে রূপের বর্ণনা ।
 হাস্য । আহা কিবা রূপ !
 কিবা বর্ণনার পরিপাটি ভাষার গাঁথুনী,
 যেন পোয়াতীর ছেলে-থাগী
 অবতীর্ণ গৃহমাঝে সাঁড়াগাছ হতে ।
 জীত । রহস্যের সমর এ নয় ।
 যাও দূত !
 অতিথি সৎকার কর পরম দতনে ।
 শুনহ আদেশ,
 আনন্দের বাঁশী আজি বাজিয়া উঠুক স্বনা
 মন্দের ঘরে ঘরে আনন্দে কোতুকে ।
 নবৎ বাজুক সাব নিশি ।
 সুখের বাসর আজি,
 সুখে সুখে মিশে যাক আনন্দের মাঝে ।
 লেখা থাক আজি কার দিন,
 ন-ভূত ন-ভবিষ্যৎ আনন্দ-তালিকা শিরে
 স্বর্গমর অক্ষর অক্ষরে ।

(সকলের প্রস্থান)



পূরন্দর—রণবীরের গৃহ-প্রাঙ্গন।

(Pilo—ground floor. Lucy.)

রণবীরের প্রবেশ।

রণ। পদ্মিনি! গৃহে আছ?

তরু। (গৃহ মধ্য হইতে) কে-গা সন্ধ্যাবেলা পদ্মিনীর কাণে ঘ্যানর ঘ্যানর শব্দ করে?

রণ। আমি অধীন, শ্রীভ্রমর-রাজ।

তরু। (বাহিরে আসিয়া) তা এত রাত্রে এখানে ভ্রমর-রাজ কেন? রাত্রি কাল, একা থাকি, এখানে আর ভ্রমর টুমরের স্থান হবে না।

রণ। আতা, উষ্ণ হও কেন? আমি এই দিক্‌টাতেই এসেছিলাম, তাই বলি এতদূর এলেম যদি, ত হু কাঁটা খেয়ে ঘাই, তা পথ ভুলেও ত এক পথের লোক আর এক পথে এসে পড়ে!

তরু। ভুল আজ কাল হয়েছে তোমাদের পদে পদে।

আজ এক সপ্তাহ পরে রাত দুপুরে এসে পদ্মিনী পদ্মিনী, কেন গা, পদ্মিনীকে তোমার দরকার? শিবিরে বৃষ্টি সৈন্যের অভাব হয়েছে, তাই পদ্মিনীদের ঘাড়ে বন্দুক দিয়ে মন্দর জয়ে পাঠাবে?

রণ। হাঁ হাঁ, ওটাও একটা যুদ্ধবিভাগের নীতি বটে। বিশেষ তোমরা যে তা-বড় তা-বড় বীরের মুণ্ড পেছনে ঘুরা-বার ক্ষমতা রাখ, সেটাও পরীক্ষিত। এ নিয়মটা সৈন্য বিভাগে প্রচলিত থাকা আবশ্যিক। থাক, এখন কাজের কথা কি বল দেখি? এত জোর তলপ, ব্যাপার?

তরু। ব্যাপার অতি সামান্য। সাতটা লম্বা লম্বা দিন মাথার উপর দিয়ে ঘুরে গেল, ছায়াটির পর্য্যন্ত দেখা নাই। তাই ভাবলেম স্বামী ত বটে, ভাল মন্দ হলো কি না একটা সংবাদ নেওয়া ভাল।

রণ। তা ত বটেই, ভাল মন্দ একটা হয়ে গেলে তোমার নরম হাড়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে বটে, কিন্তু সহসা তোমার সে সৌভাগ্য হয় বলে ত বোধ হয় না! আমাকে আবার এখনি ঘিরে যেতে হবে, কাণ্ডটা শুনি।

তরু। শুনবে আর কি? তোমাদের শ্রবণশক্তি বিধাতা কেড়ে নিয়েছেন, তা আর কোর্সে কি বল। এদিকে যে সর্কনাশ! রাণী যে গোপনে মন্দররাজকে

নিমন্ত্রণ দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি যে আসবেনই আসবেন, তাতে সন্দেহ নাই। তা হলে উপায়? ইন্দিরা যে তা হলে অস্বাভাবিক হবেন, তার উপায়?

রণ। তাই ত, এখন উপায়? তা সে রাজাটা যদি আসেই, আমরা লড়াই কোরে তাড়িয়ে দিব।

তরু। হঁ, সুদৃষ্টি বটে। যুদ্ধের তোমরা কে? রাজার অনুমতি না হলে কোন সৈন্য তোমাদের সহায় হবে? যুক্তি শোন, সেনাপতিকে এ সংবাদ আগে জানান চাই। তিনি যেন অ'রহ ইন্দিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

রণ। তবে ত তাকে এখনি যেতে হয়?

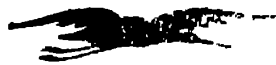
তরু। এখনি।

রণ। তবে আসি। আহা! আদি, তা বরং আর এক দিন এসে কোরে যাব।

তরু। তা বরং নে'মান এক বেলার নিমন্ত্রণ রইল। এখন ভূমি বিদায় হও।

রণ। তবে আসি।

তরু। তথাস্তু হও।





তৃতীয় দৃশ্য ।

পুন্দর—কামিনী-কুঞ্জ ।

(Lu garden, Shen.)

ইন্দিরা ও তরুবাল ।

ইন্দি ।—কি হইবে সখী ?

কে করিবে পরিভ্রাণ, কে করিবে দয়া,

সাস্থনা যে আকাশ-কুসুম ।

দেখেছ কি সখী এই রাজ-অশ্রুপূরে

একটী করুণ-অঁধি ফিরে চেয়ে দেখে,

ছাখিনীৰ বিবধ-মলিন-মুখ পানে ?

একটী কাতর-প্রাণ করে কি সাস্থনা ?

আমার ব্যথায় ব্যথা পায়

কেহ নাই তোমাদের সুবিস্তীর্ণ জনাকীর্ণ রাজ-অশ্রুপূরে !

সকলি ছরাশা !



তরু ।—অধৈর্যের সময় এ নয় !

স্থির ভাবে ধৈর্যে বাঁধি মন, সহুপায় স্থির কর সখী,
দিন কিছু যাবে না এমন ।

পুবন্দরবার্মা যত ভক্তি-পাশে বাঁধা, চির দিন,
প্রাণ দিতে পারে তারা ইঙ্গিত পাইলে,
অবশ্য হইবে সহুপায় ।

ইন্দি ।—হায় সখী, মন যে মানে না ।

কত চিন্তা—কত ভয়—বিপদ আপদ,
একে একে মনের ভিতরে দাবানল করিছে সৃজন !
সে বহির শতশিখা কে করে গণনা ?
কে করে সান্ত্বনা-বার দান ;
কে করে নির্বাণ মোরা হৃদয়-আশ্রয় ?

তরু ।—অবলার আশ্রয় ভরসা-বারা,

তারাই করিবে রক্ষা, তারা দিবে ভরসা-আশ্রয় ।
প্রাণ মন সঁপিয়াছ যারে
তারে দাও রক্ষা ভার,
রক্ষা পাবে আর্পদে বিপদে ।

ইন্দি ।—তাতেও বিপদ !

আপন বিপদরাশি কেমনে স্থাপিব সখী

তাঁহার মাথায় ?

কেমনে ফেলিব তাঁরে বিপদের দাবানল মাঝে,

ঘুচাইতে আপনার বিপদ আপদ ?

অতি ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম আগি ;

বারি বিন্দু তরে, কেন সেই মহাসিন্ধু করি আন্দোলিত ?

(সেনাপতিকে দূরে দেখিয়া)

তরু ।—সেনাপতি আসছেন. আগি তবে এখন আগি ;
লতাকুঞ্জে অপেক্ষা করিগে বাই ।

(প্রস্থান)

সেনা ।—(দ্রুতপদে প্রবেশ ও ইন্দিরার

হস্তধারণ করিয়া)

হায় প্রিয়ে ! প্রাণেব পুতলি !

কি দিয়ে ফিরাব এই অপার-বিপদ-সিন্ধু আসন্ন বিষাদে ?

কি দিয়ে নিবাব বল হৃদয়ের জলন্ত-আগুণ ?

কি দিয়ে মুছাব তব নয়ন-আসার ?

তুমি মোর বল বুদ্ধি সাহস বিক্রম,

তুমি মোর হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবী,

কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে !

দুই দিন পরে, প্রিয়ে অপরে—

হা বিক ! হা শতধিক ভবিতব্য, বিধাতৃ-লিখন ;

দুই দিন পরে

অপরের হবে তুমি ;—

হবে তুমি মন্দেরের রাণী,

(রাজার কুমারী, রাজরাণী হয়ে রাজার ঐশ্বর্য্যভোগ,
প্রার্থনার উপযুক্ত ফল)

কিন্তু—

ইন্দি।—কেন প্রিয়তম, কেন এ কৌতুক !

রাজরাণী হব স্মৃথে রব,

এ ভাবনা যদি স্বপ্নেও উঠিয়া থাকে হৃদয়ে আমার,

দগ্ধ হোক—সে ভাবনা,

ভয় হোক স্মৃথৈশ্বর্য্য হৃদয়ের কামনা সহিতে !

দাদৌ আমি,

দাদৌ হতে বাসনা আমার ।

সেনা।—হায় প্রিয়ে ! কি দিব সান্ত্বনা !

করাল-বিপদরাশি মূর্ত্তিমান হয়ে নাচিতেছে চক্ষের সম্মুখে !

বিপদের করবাল ঝুলিতেছে ছলিতেছে মাথার উপর,

কখন হানিবে শিরে, কেমনে—কে জানে ?

চারিদিকে শোকের ঝটিকা যেন স্তব্ধভাবে আছে দাঁড়াইয়া,



কখন বহিবে, কখন নিবাবে আয়ু দাঁপ, না পাই ভাবিয়া !
প্রিয়তমে ! প্রাণাধিকে !

কেন তুমি এ অধমে শান্তির পাদপ ভাবি
আশ্রয় লইলে তার জ্বালাময় উত্তপ্ত ছায়ায়,
অশান্তি আপদ যার ছায়া কপে ফিরে সাথে সাথে ?

কেন তুমি আঁকিলে বিনোদ-ছবি
অভাগার পাষণ—পাষণময় হৃদয় মাঝারে,
প্রেমের অঙ্করে, প্রিয়ে—আশার মনিতে ?

কেন প্রিয়ে
প্রেমের সরসী নাঝে স্থাপিলে এ বিরহের মরুভূমি
নির্জল নিরস ?

হৃদয় তোমার প্রিয়ে শান্তি প্রীতি প্রেম দয়া করুণার ভূমি,
কেন বা রোপিলে তথা অশান্তির কণ্টক-তরুরে,
বৈরাগ্য হতাশ যার ফল ফুল, উদ্বেগ-মুকুল ?

কাজ নাই মিছে ছার ছরাশারে পুষে ভাঙা হৃদয়-পিঞ্জরে ;
ভেঙ্গে ফেল খাঁচা, ফেলে দাও যত্নচেষ্টা স্মরসাল ফলে,
উড়ে যাক প্রাণপাখী নিরাশার শূন্যমাঝে—
অবাধে উল্লাসে !

ইন্দ্রি।—পোড়া মন মানা নাহি মানে ;





সদা চাই ভুলে যেতে যারে,
 ফিরে ফিরে —ডেকে ডেকে আনে,
 যতনে বসায় তারে অদয়-মাঝারে !
 জগতের সুখ —জগতের মায়া,
 সে সুখের তুলনায় নথর—অসার !
 হায় নাথ !

কেন এ আশার বাসা ভাঙিব ইচ্ছায়,
 বাস কর যথা তুমি প্রাণের বিহঙ্গ রূপে হৃদয় পাদপে ?
 অম্পষ্ট অশ্রুত ভাবে
 নয়নের দৃষ্টিমাঝে লুকাইয়া রাখ যত কথা,
 তারাই আমার অনৈর্ঘ্যের বৈশ্য-সখী, বিপদে সাহায্য !
 সেনা ।— হা সরলে !

সকলই আশার ছলনা !
 কোথা রবে তুমি ছুই দিন পরে,
 কতদিন রব আমি, কতদিন বল
 প্রাণান্তক নিরাশার দারুণ-দংশন সহি বিশ্ব-মকনায়ে !
 প্রাণের বিনোদ-বীণা তুমি,
 ছুই দিন পরে, কোথা পড়ে রবে না পাব সন্ধান,
 ভেঙে যাবে আশা-দণ্ড,





অলাবু-সম্বল হয়ে পড়ে রবে অশান্তির অঁধার-আগারে ।
 বাজিবে না বীণা আর প্রাণের ভিতরে ;
 অলাবু-সম্বল আর ল্পৃহুতি লবে—
 দিশাহারা উদাসীন হয়ে,
 একাকী ফিরিব আমি
 সংসারের লোকারণ্য মাঝে ছায়াকপে,
 কায়া তুমি, তোমার বিহনে ।

ইন্দি।—কেন নাথ ! কেন এত দম ।
 ছায়ায় কারায় কখনই ভিত না নাথ ।
 বতক্ষণ ছায়া, কায়া ততক্ষণ ;
 কারাব বিহনে ছায়া সব ছায়াময় ।
 প্রাণাধিক !
 ধৈর্য্যাপ্তনে বাঁধিয়া হৃদয়, যে কতব্য হয় কর স্থির ,
 শেষে—
 সকলেরই সাথে আছে জীবনের প্রতিধ্বন্দী কপে ।

সেনা।—আর কি করিব প্রাণেশ্বর !
 সূহৃদুর চিন্তাস্রোতে ভাবায় হৃদয়,
 ডুবে গেছি চিরতরে, উৎসাহ ভরসা বল বিক্রম সহিতে !
 ছরাশার প্রাচীন পাদপ মাঝে,



কোথা লুকায়েছে মোর ক্ষুদ্র শীর্ণ আশার লতিকা !

বল নাই শক্তি নাই বিবেক নিশ্চল ;

কিসে এ বিপদে পাব ত্রাণ ?

দেবকল্প রাজর্ষি সমান রাজা,

তারও মত !

তিনিও ইচ্ছায়, ভাসাইতে চান স্মৃথে.

হৃদয়ের ফুলমালা অশান্তির অনন্ত সাগরে !

তবে, আরও কি আশার আশা পারে তিষ্ঠিবারে,

সংকীর্ণ কণ্টকাকীর্ণ ভূগম অরণ্য মাঝে,

ভ্রষ্টকীট হতাশার বিষম দংশনজ্বালা নহি অকাতরে ?

হায় প্রিয়ে !

কেন তুমি—কেন তুমি——

ইন্দ্রি—না না প্রিয়তম !

না জেনে না শুনে—অজ্ঞানে অক্ষমে,

করি নাই হৃদয়ের সিংহাসন দান !

অন্ধপ্রেমে বাহু-প্রলোভনে,

প্রলোভিত নহি আমি, বেশ জানি,

গর্জ বলে মানি—সে স্মৃথ আমার অক্ষুণ্ণ অক্ষয় চিরদিন ।

সেনা—আসি প্রিয়ে তবে ?

সতর্ক দৃষ্টিতে—সভয় হৃদয়ে,
রক্ষিছে তোমায় প্রিয়ে থাকি দূরে দূরে
রাণীর আজ্ঞায় রক্ষা দল !
বিপদের বোঝা অসহ্য হয়েছে প্রিয়ে,
কেন আর সাধে সাধে বাড়াবে সে ভাব ?

(দ্রুতপদে তরুবালার প্রবেশ)

তরু ।—সকলনাশ সখী !

বাণী মা—

রাণী মা উদ্যানে এসে লইছেন তোমার সন্ধান !
যাই আমি,
পারি যদি কিবাতে তাহাবে,
কথার প্রসঙ্গ দিয়ে কোণেলের ছলে ।

[প্রস্থান ।

সেনা ।—(তটস্থ হইয়া)

আসি তবে প্রিয়ে জীবনের লতা,
আসি তবে !
হয় ত,
এই গভীর রজনী মাঝে তোমায় আন্মায়,
এই হলো জীবনের শেষ দেখা—শেষ আলিঙ্গন !

কিছু নাই প্রিয়ে শুক হৃদয় মাঝারে,
কিবা দিব নিদর্শন নিষ্ফল প্রণয়ে ?
ধর প্রিয়ে জন্মশোধ শেষ অশ্রুরাশি,
রাখিয়া গেলাম হেতা, তোমার কারণে !

ইন্দি।—থাক নাথ, কি ভয় রাগীরে ?
নহি আমি ধর্মলুপ্তা, পতিতা পামরী !

সেনা।—না, না প্রিয়ে !
কাজ নাই তাহে
আসি তবে।—

ইন্দি।—প্রাণেশ্বর !

(উঠিয়া)

সেনা।—আসি—আসি তবে জন্মশোধ !

(গমন)

ইন্দি। না না, থাক তুমি—

সেনা।—আসি তবে।

[প্রস্থান।

ইন্দি।—হায় ! কেন হলো অকস্মাৎ অশনি-সম্পাত !

কেন এ——

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী।—সারা রাত একাকিনী,

কি এ ?

কিসের ভাবনা—কিসের বা চিন্তা এত ?

কেন এত বাড়াবাড়ি ?

দেশমন কুংসা, নিন্দা, ঘণাব হাসি হাসিছে সকলে,

ছি ছি ! এত কেন ?

এস, ঘবে এস ?

(গমন)

ইন্দি।—অক্ষুট স্নেহে কেন এত চিন্তা ?

কেন এ ভাবনা ?

হায় মাতা ! কেমনে জানিবে - কেমনে বুঝিবে তুমি

তনয়ার অদয়-বেদনা !

স্বথের কোমলশয্যা পরে নিদ্রিত যে জন,

কেমনে বা বুঝিবে সে,

অনাহারে দরিদ্রের কটীময় জীর্ণ চটে শুতে কত স্মৃথ !

। প্রস্থান ।



পূৰ্ণন্দর —বাজ-অন্তঃপূৰ্ণ ।

জয়াবতীৰ কক্ষ (Drawing room, shea)

ৰাজা সত্ৰাজীৎ ও ৰাণী জয়াবতী ।

ৰাজা ।—কেন ৰাণী.

কাৰ অভিপ্ৰায়ে—কাৰ যুক্তি শুনে

পাঠালে মন্দৰে নিমন্ত্ৰণ ?

ৰাজ সিংহাসন, ৰাজসভা, ৰাজাৰ সম্মান.

ডুবাৰে ইচ্ছায় ৰাণী অযুক্তিৰ পক্ষিল পৰলে ?

স্বকৰ্ণে শুনেছি আমি, নগৰেৰ হীনতম প্ৰজা,

সৰোষে সন্ধেদে —সেও কঁহিছে

“এত দিন পৰে হলো পূৰ্ণন্দর-সিংহাসন

ৰমণীৰ বিলাস-শয়ন ।

কর্তব্যের বজ্রে গড়া রাজদণ্ড আজি
 বালার কোমল করে হেরি স্মৃশোভিত ,
 চুই দিন পবে, মন্দর হইবে রাজধানী,
 পুরন্দর, পুরাতন কান্তিরাজি সহ
 পরিণত হবে ক্ষুদ্র পল্লির আকারে ।”
 কেন এ কলঙ্ক-ডালি, তুলে দিলে রানী,
 অভাগার চিত্তাভীর্ণ মাথার উপরে ?

রানী ।—মহাবাজ !

হিত-কথা তিক্ত লাগে তাহাদের কাণে,
 কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত বাহারা ,
 কু ধর্ম, কু-সংস্কার, শুভঙ্কানে করে বারা মাথার ভূষণ,
 সুকস্ম সুকথা, তাবা কেন বা শুনিবে রাজা
 গিরকণে গিরননে, আগ্রহে উৎসাহে ?
 কিন্তু ছেনে শুনে, কোন্ প্রাণে,
 প্রশ্রয়ে আশ্রয় দিয়ে রাখিব তাদের মন,
 আপনার কর্তব্যেরে রাখিয়া পশ্চাতে ?
 যাতে হয় আপন কল্যাণ, প্রজার মঙ্গল,
 রাজধর্ম তারই অনুগামী ।
 ভেবে দেখ রাজা, কি দোষ আমাব ?

কুকর্ম কলঙ্ক নামে ভাবিতেছ যাহা,
সুকর্ম সুবশঃ বলি হবে পরিণত, পরিণামে ।

রাজা ।—সম্মুখে বিপদ,
পরিণাম দেখা, হয় ত হবে না এ জীবনে !
যে আগুণ জ্বলিতেছ রাণী,
ভস্মীভূত হবে তব সুখরাজ্য, দীনপ্রজা, আত্মীয়স্বজন ;
শেষে তুমি আমি, আহুতি স্বরূপে হব ভস্মরাশিময় !

রাণী ।—ছি ছি রাজা, কেন এত ভয় ?
রাজা তুমি, সেনাপতি তোমার অধীন কর্মচারী ;
দূর কোরে দাও,
চোলে বাক্ আপনার দেশে ;
সব গোল চুকে বাক্ অবোধে সহবে ।

রাজা ।—জান না নহিষী,
সেনাগণ, প্রজা সাধারণ, দৃঢ় রূপে বাধা আছে,
সেনাপতির প্রেমভক্তিপাশে !
কার সাধ্য বিসম্বাদ করে তার সাথে, সাধে সাধে ;
ইঙ্গিতে অযুত-যোধ যুঝে যার তরে ?

রাণী ।—আশ্চর্য্য !
অধীনের পদাণত হয়ে থাকা,



তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়স্কর !
 সমাধী-শয়ন তার যোগ্য পুরস্কার ।
 তোমার অন্তে যার বদ্ধিত শরীর,
 তোমার প্রসাদে যার সহায় সম্মান,
 তারে ভয় ? ছি ছি !
 ভাবিতেও ঘৃণা বিধে পুড়ে যায় অন্তর আমার,
 ছিঁড়ে যায় মনের বন্ধন !
 পুনঃ বলি রাজা হিত-কথা,
 স্থিরভাবে কর অবধান ।
 যা করি, কোরো না অমত,
 সকল আপদ বাবে দূরে ।

রাজা ।—তবে বুঝি আমি রাজা নাম নিয়ে
 পড়ে রব অন্তঃপুরে নিষ্কীর্ণ নিশ্চল হায় মাটির পুতুল সম
 তোমার খেলার বস্তু হয়ে ?

রাণী ।—(সক্রোধে)

তবে থাক তুমি স্মৃতে রাজা,
 বিপদ ভাবনা আর ভীকৃতার আঁধার-আলয়ে ।
 চলে যাই আমি মোর পিতার ভবনে ।
 রাজরাণী আমি, রাজার কুমারী,



আমি কি রহিব নবকুলবধুসন,
লজ্জা ক্ষুধা ভক্তি ভয়, গুরুর তাড়না স্মৃষ্টি সহিতে কাতরে ?

রাজা ।—কেন যেতে চাও প্রিয়ে
ভাসিয়ে আমারে ঘোর চিন্তার সাগরে ?
বাহা ইচ্ছা, কর প্রিয়তমে !
হৃদয়ে নাহিক বল, কি লয়ে যুঝিব,
কি লয়ে বোঝাব আমি প্রজা সাধারণে ?
কিন্তু দেখো প্রাণাধিকে,
বিপদ-রাত্তিতে যেন
সুখের শশাঙ্ক মোর গ্রাসে না অকালে ;
ভুবে না তিমিরে যেন চিরানন্দ-পুরন্দরপুরী
চির আলোকিত বাহা সুখের ভাতিতে !

রাণী ।—এই-ই কথা ? দেখ ।

সুখের শারদ-চাঁদ আনি কোন্‌ ছলে,
তোমার হৃদয় মাঝে তুষ্টিতে তোমায়ে ।
জটিলে !

(জটিলার প্রবেশ)

জট ।—কি মা ?

রাণী ।—ইন্দিরারে বল,

মহারাজ চান্ তাঁরে দেখিতে হেতার ।

জটী ।—তা বাই মা ।—

[অস্থান ।

রাণী ।—বালিকার অবৈধ-প্রণয়, বিব্রময় !

ততোধিক বিবেচনা তিক্তফল তার ;

মবে জীব তাহার পরশে ।

কতাদানে অবিকারী জনকজননী শাস্ত্র মতে,

বালিকার কি কাজ তাহাতে বাধা দিয়ে ?

বালিকার কি সাহস,

আপনি করিতে চায় আপনার স্বামী-নির্দোষ ?

কেন এত স্বাধীনতা ?

বাণিকা বয়সে,

কেন এত সূখের লালসা ?

(রাজার পতি)

বালো তুমি, মন্দের রাজা হবে জামাতা তোমার ;

তা হলেই সৰ্ব্বরক্ষা হবে,

যুছে যাবে বালিকার প্রাণে লেখা অবৈধ-প্রণয়-গীত

যশস্ত্র সূখের স্মৃতি সহ, চিরতরে ।

(ইন্দিরার প্রবেশ ও প্রণাম)

রাজা । কেন এ যোগিনী বেশ ধরেছ জননী ?
 কি অভাবে বনন-নলিনী তব বিমলিন হেরি
 যা গো কিসের কারণে ?
 হৃদয়-পুতলি তুই মোর,
 কেন ব্যথা দিস্ তোর পিতার হৃদয়ে ?

রাণী । (ইঙ্গিত অভিনয়)

ইন্দি ।—(নিরব ।)

রাজা ।—বল্, বল্ মা স্বরাস্ত্র,
 বুক ফেটে যায়,
 কিসে যায় হৃদয়-বেদনা তোর মরমের ভার ?

রাণী ।—(ইঙ্গিত অভিনয়)

ইন্দি ।—কি না জান পিতা !

রাণী ।—(বাধা দিয়া)

বচন পসরা খুলে বেচা কেনা ঠাট
 ভাঁড় আর ভাট মুখে গুনিতে কোতুক ;
 কিন্তু বচনের বাড়াবাড়ি রাজার সাজে না,
 সনয়ের মূল্য জানে তারা ।

শোনো ইন্দিরা !

হৃদয়-আসন তুমি দিয়াছ যাহায, ইচ্ছায় গোপনে স্মৃতে,
শৃঙ্খল কর সেই সিংহাসন ;

বসাবেন মহারাজ মন্দরকুমারে তথা আদরে যতনে ।

গুপ্তপ্রেম অপ্রকাশ নহে কিছু হেতা ;

তুমি রাজকন্যা, সেনাপতি নরর রাজ্যাব্দ .

তার সনে প্রেম, ভালবাসা, হৃদয়ের বিনিময় ?

ছি ছি ! কেন এ কলঙ্ক ডালি

তুলে দিলি মোদের মাথার, কালি দিলি কুলে,

ঘরে পরে মাথা যাতে হেঁট ?

যা ভুলে যা, ছিঁড়ে দূরে ফেল্ ছার প্রণব-বন্ধন ।

ইন্দি ।—বিবম সময়, বিবম শঙ্কট,

লজ্জাবাধা ধৈর্য্য গুণ গেল রসাতলে !

শোনো মাতা ! কি কাজ গোপনে ;

করেছি ইচ্ছায় আমি বরমালাদান

তোমাদের সেনাপতি গলে

ধর্ম্মসাক্ষী করে ।

স্বামী তিনি, পত্নী আমি তাঁর ।

এ সম্বন্ধ আজীবন হবে অব্যাহত,

উপেক্ষিয়া শতবান্দা, অবহেলি যন্ত্রণা লাঞ্ছনা ।

ববে এ প্রণয় নাতা, জীবনের বিনিময়ে অক্ষয় অটুট !

রাণী ।—কি বলিলি কালামুখী ?

ববে এ প্রণয় জীবনের বিনিময়ে অক্ষয় অটুট ?

এত স্পর্ধা, এত গর্ব, এত দম্ব তোর ?

জনকজননী ত্যজি,

নিজে নিজে আয়দান করিলি অভাগী তুই আদ্যজা হইয়ে ?

শোন্ ইন্দিরা,

পত্র গেছে মন্দরনগরে ;

আগামী অষ্টমী তিথি যদিহে সূক্ষ্মে,

বিবাহ হইবে তোমু জী তাজাত সহ এইখানে ।

কুমন্ত্রণা, ষড়যন্ত্র, গোপনে সাক্ষাৎ তোর সেনাপতি সহ,

নিবারিবে বিশ্বাসী প্রহরী যত, রহিয়া গোপনে ।

আরও শোন্ রাজান বিধান ।

সেনাপতি শত্রু এবে পুরন্দরপুরে ।

কি আশ্চর্য্য বাসনার খেলা !

দিনহীন মুষ্টির ভিকারী নরাধম,

কপর্দক বিনিময়ে চাহে কিনিবারে ছুট,

ঐশ্বর্য্যরূপিণী পদ্মালয়া ?

পঙ্কিল-কূপের জল মিশাইতে চায় মুখ,
গঙ্গার পবিত্র জলে, পবিত্র হইতে ?
অচীবে বিচার তার হবে সভাতলে,
নির্কাসন দণ্ড তার উচিত বিধান ।
যা, চোলে যা,
স্বপ্নময় সুখনিশা কবিত্তে যাপন
আপন প্রাসাদে ।

এস রাজা,
সমাগত বিশ্রামের কাল,
বিশ্রাম নভির স্থখে দানব আলসে ।

(রাজার হস্ত ধাবণ)

রাজা।—হায় বিধি !

কেন এ যন্ত্রণা, কেন এ বিষাদ, কেন এত মনস্তাপ,
নির্কোধের প্রবোধ ত নাহি কিছু এ বিশ্বমাঝারে ?

যা-মা,—পাবান-হহিতে !

নিদ্রাহীন নিশিথিনী, শূন্যগৃহ মাঝে
বগিয়া কাটাবি বুকি নিরবে কাতনে ;
ভাসাবি মহিরে বুকি দীন-অশ্রুজলে !
ভেবে ভেবে, দেহ হবে অস্থিচর্ম সার,

কবে শেষে হারাইয়ে যাবে শেষ বিষাদ-নিশ্বাস তোর
পবন-প্রবাহ মাঝে চিরদিন তরে !

পড়ে রবে স্তম্ভ তোর অভাগা জনক,
তোর ঐ বিশীর্ণ-বদন আর শোক-স্মৃতি নিয়ে !

(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

ইন্দি।—পিতা ! কেন এ সঙ্কোচ ?

কেন এত আত্মশ্রম—সহিছ নিরবে ?

মাতৃহোনা দুঃখিনী তনয়া আমি,

আছি যে গো তব মুখ চেয়ে ;

পিতাগো ! ভাসালে কেন বিপদ-সাগরে ;

জান কি গো পিতা,

সে সাগরে নহি কুল, নাহি শীমা তল ?

যাই, ভেসে যাই তবে পিতা জনমের তরে ।





পঞ্চম দৃশ্য ।

পুরন্দর-নিভৃত-কানন ।

বৃক্ষতলে সেনাপতি বিশ্বজীৎ ।

(Garden, sheak.)

বিশ্ব।—হা নিয়তি !

কি কোরে জানাব মম মরমের ব্যথা !

নেমী তব—নিত্য বিঘূর্ণিত ;

বয়ে, যায় বৃকের উপর দিয়ে শুকায়ে শোণিত !

যাক্, বয়ে যাক্ অদৃষ্টের অদৃষ্ট পাথারে,

ডুবে যাই অবস্থায় ঘূর্ণাবর্ত মাঝে ।

(ক্ষণপরে)

ইন্দিরা ! প্রাণাধিকে !

জন্মশোধ শেষ দেখা তোমার আমার সেই দিন,

জীবনের সেই দিন অমূল্য অতুল্য স্মরণীয় ।

হয় ত জীবনে, সেই দেখা হবে শেষ দেখা !

প্রিয়তমে ! কেমনে ভুলিব তোমা ধনে ?

যত বার ভাবি ভুলে যাই ;

সংসার সংসারবাসী আত্মীয়স্বজন,

সংসারের নান্না মোহ প্রেম ভালবাসা,

শূণ্য আসি দাঁড়ায় সন্মুখে ।

সেই শূণ্য মাঝে একাকার অন্ধকার, জড়াজড়শূণ্য শূণ্য মাঝে

দেখি যেন, শত শত জ্যোতির্গয়ী তোমার মুরতী ।

পড়ে সেই স্নিগ্ধজ্যোতিঃ হৃদয়ের ছায়াময় সৈকত প্রদেশে,

জোছনায় ভেসে যায় মন,

ডুবে স্বাই, শান্তির আবেশ মাঝে তন্ময় হইয়ে !

সাগর-সৈকতভূমি, বথা সমুজ্জল চন্দ্রমার স্নিগ্ধরশ্মিজালে

পূরে যায় সীমাহারা করে ;

পূরে যায় প্রাণ,

তার চেয়ে শতগুণ সনাথ-কিরণমালা বাসন্তী-সমীরে ।

ভুলিবার কি আছে আমার ;
 তন্ময় হয়েছি যার ধ্যানে,
 তারে ভোলা. কে ভুলিতে পারে ?
 যত বার ভাবি ভুলে যাই,
 ততবার অনন্ত নীলিমা মাঝে কিরণের রেখার মতন,
 সুষুপ্ত স্বপন কত মনেরে যাগায় !
 ভুলে যাই ভুলিবার কথা ;
 পড়ে থাকি স্মৃ
 ভোলা কথা, ভোলারূপ, ভোলা স্মৃতি নিয়ে ।
 ভুলিবার কথা মনে হলে,
 প্রাণের ভিতরে যেন বিনাদের ঝড় বয়ে যায় ।
 নিবিড় অরণ্যমাঝে মাকত-নিম্ননে
 কাঁপি কাঁপি ছাড়ে তরু আকুল নিশ্বাস,
 গাঢ় কুহেলিকাজালে ছেয়ে দেয় কাননের পত্রছিদ্রপথ,
 মিশে যেতে চায় প্রাণ প্রাণেব নিশ্বাসসহ,
 শব্দহীন বিশাল মাহান সেই রিরাটের সনে ।
 প্রাণের প্রতিমা যেন বিসর্জন গেছে কাল দশমীর দিনে,
 ডুবে গেছে আনন্দ-ভাস্কর
 অপ্রার্থিত সূর্য্যাস্তের অন্ধকার গহ্বর মাঝারে ।

প্রাণের আলোক মোর নিবে গেছে সেই দিন ;
 গোধূলীর ঋণিক স্তিমিত আলো ডুবে যায় বখা
 আমার তমিশ্রা সনে সারারাত মত ।
 এ নিশি প্রভাত আর, হয় ত হবে না,
 জীবনের এ অঁধার হয় ত যাবে না ;
 তবে কোথা যাই, কারে বা সুধাই,
 কার কাছে করি কি প্রার্থনা ?
 যাই চলে যাই,
 নিয়তির চক্রমাঝে লুকাই বিরলে ।

(প্রস্থান)



ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ ।



ପୁରନ୍ଦର—ମନ୍ତ୍ରପାଳ-ଭବନ ।

(Private chamber, *Lucy*)

ମନ୍ତ୍ରପାଳ, ବିଷ୍ଣୁଜିଃ, ରଣବୀର ଓ ସିଦ୍ଧିନାଥ ।

(ଆମୀନ) .

ମନ୍ତ୍ର ।—କି ଉପାୟ ସେନାପତି !

ରାଜ୍ୟମୟ ହାହାକାର ;

ସ୍ବଗାର ଲଜ୍ଜାର ସ୍ବିୟମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୂଳ,

ହାସିନାହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ କାହାରୋ ହୃଦୟେ ।

ଆନନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରା ନୟନପୁତଳୀ,

সবাই বিনীত বিমলিন, যেন বিষাদ অঁধারে ।

এ সকল দেখে ইচ্ছা হয়,

রাজ্য ছেড়ে চলে যাই সুদূর প্রদেশে, জীবনের তরে ।

সিদ্ধি ।—মস্তিষ্ক !

নগরের ঘরে ঘরে, পথে পথে, নির্জনে গোপনে ;

একাকী ভ্রমিছে আমি তোমার আদেশে ।

কোলাহলময়ী সমৃদ্ধনগর পূবন্দর,

নিরব নিস্তব্ধ যেন জনহীন প্রান্তর মতন

অতিকণ্ঠে পোড়ে আছে

অতীত-আনন্দ-স্মৃতি জড়িয়ে হৃদয়ে ।

সন্ধ্যাকালে শত দেবালয়ে

ঢাক ঢোল বাজিত উল্লাসে আরতীর কালে,

বালকবালিকা যত নাচিত গাইত সুখে

করতালি দিয়া উদ্বোধন করিত নিশিবে,

আজি তারা মাতৃকোলে শুয়ে

চমকি চমকি উঠে কুন্দের কুংসিং খেয়ালে ।

যুবকযুবতী সবে প্রেম আলাপন ছাড়ি,

রঙ্গীর চরিত্র কথা, চুপে চুপে কহে কাণে কাণে,

কি জানি, কখন কে শুনে !

বুদ্ধের সম্বল হরিণাম, আঙ্গিক বন্দনা,
 সব গেছে বিস্মৃতির অতলে ডুবিগে ;
 গালে হাত দিয়ে তারা স্নানমুখে ভাবিছে শতত,
 রাজ্যের রাজার পরিণাম !
 হায় মস্ত্রি !

নগরের দশা দেখে বুক ফেটে যায়,
 আতঙ্কে শিহরে দেহ মন,
 হুহু করে প্রাণের তিতর ।

রণ।—নগরের তাবৎ ক্ষমতাশালী সম্পন্ন প্রধান,
 সকলেই যেন, কি এক চিন্তায় ভোর ।
 চেয়ে চেয়ে মুখপানে দেখি নু সবার,
 ঘোরতর বিদ্রোহিতা লেখা আছে যেন,
 সকলের চিন্তাক্রিষ্ট ললাট উপবে হায় সুস্পষ্ট অঙ্করে ।
 ঘোরতর ঝটিকার আগে,
 নিরবেতে ঢেকে যায় প্রকৃতির অন্তর বাহির ;
 অবিকল সেই ভাবে ভীষণগাভ্রীয়া যেন
 ফিরিতেছে নগরের প্রতি ঘরে ঘরে, নিঃশব্দে নিরবে ।
 নিশ্চয় বহিবে ঝড়.

সর্বনাশ হবে, পুরন্দর যাবে রসাতলে,

•রাজা, রাণী, পাত্র মিত্র, ধন জন, সম্পদ সহিতে ।

মস্তি ।—বরিষার শতমুখী উন্মত্ত প্লাবনে
কে নিবारे বালিবাধে অক্লেশে অবাধে ?
বিশ্বজিৎ ।

ভেঙে যাবে বাঁধ, ভেসে যাবে কুলমান গৌরব-গরিমা,
কি দিয়ে ফিরাব মোরা অজ্ঞেয়-স্রোতেরে ?
কেমনে দেখিব বৎস, রাজ্যের বিনাশ মোরা,
অসম্ভাপে কুলেতে দাঁড়ায়ে ?
কি কোরে ফিরিব সবে,
কলঙ্কের কালিমাখা শিরোস্ত্রাণ শিরেতে পরিয়ে ?

সিদ্ধি ।—তার চেয়ে আত্মহত্যা
শতগুণে স্মৃধের নিদান ।
রাজা কে ?
প্রজাসাধারণ যারৈ বলে রাজা,
প্রজাসাধারণ, আপন রক্ষার ভার দেয় যার হাতে ;
সেই রাজা ।

রক্ষাভার তুল্যরূপে রাজার প্রজার !
রাখিব আমরা সবে রাজ্য আর রাজ-খ্যাতি
গৌরব-বিভব, বিনিময়ে আপন জীবন ;

রাজা ?

স্বকার্যের ফলভোগ করুন আপনি,

শৈশবতার জড়তার জড়-সিংহাসনে

তুষে আয়েসে বিলাসে !

মন্ত্রী।—শোন সিদ্ধিনাথ ! এ যুক্তিকুয়ুক্তি নয় ;

রাজ্যের কল্যাণ তরে প্রাণ দিতে সবাই প্রস্তুত মোরা,

অকাতরে—অবহেলে ;

কিন্তু, তাতে লাভ ?

রাজা আর রাজ্যরক্ষা তরে,

সঁপিব জীবন মোরা অনায়ত্ন সমর-সাগরে,

কিন্তু, পরিণামে হব মোরা রাজদ্রোহী নামে অভিহিত,

অশেষ অখ্যাতি লাগী ঘৃষিবে জগতে !

কে বুঝিবে হৃদয়ের জ্বালা আর প্রাণের যাতনা,

অনুদিন জ্বালাতন যার তরে মোরা ?

বিশ্ব।—হার তাতঃ !

কেমনে বাধিবে বল অজের-বারণে, জীর্ণ লুতাতস্ত দিবে ?

কি সাহসে নিবাবে বড়বানল, ছরাশার বারিবিন্দু দিবে ?

সম্মুখেতে বিপদ সাগর ;

উত্তাল-তরঙ্গ তুলি আছাঁড়ি পড়িবে যবে ক্ষীণ বেলাভূমে,

ভেসে যাবে তটভূমি,

ভেসে যাবে দেশ গ্রাম সে বারি প্রবাহে,

তুমি কি শুকাবে সেই অগাধ-তরঙ্গময়া-অসীম-সাগরে,
বারিশিক্ত-ধূলিমুষ্টি দিয়ে ?

কেন এ তরাশা ? কেন হেন মতিভ্রম ?

কি না জান তুমি তাতঃ,

আমিই দিয়েছি এই বিঘ্ননয় ভাবনার ভার

তোমাদের মাথাব উপরে !

কোথাকার আমি পাপগ্রহ,

কেন বা আইনু হায় তোমাদের সোভাগ্য আকাশে ?

কেন এ শোকের ভরা আনিবু বহিয়া,

তোমাদের শান্তিময় হৃদয়-মাঝারে ?

পালিলে যতনে মোরে আপনার জ্ঞানে,

কেন আমি হানা দিই তোমাদের হৃদয়-শোণিতে ?

কোথাকার পুরন্দর, কোথাকার আমি ;

ছিঁড়ে দাও স্নেহের বাঁধান,

মুছে দাও নয়নের মোহ,

চোলে বাই তোমাদের সুখস্বৃতি লয়ে

আপনার স্নেহময়ী জননীর কোলে !

মন্ত্র ।—জান না কুমার,

পূরন্দর দৃঢ়বাঁধা তোমার চরণে ।

কি জানি, কি মায়াপাশে বেঁবেছ সুবারে, তুমি
অক্ষয় অটুট সেই মমতার সুদৃঢ় বাঁধনে !

আর কি বলিব প্রিয়তম,

পূরন্দর-প্রাণ তুমি,

তুমি গেলে পূবন্দর হইবে অশান ;

ভেঙে যাবে আশা, সুখ, শান্তি, সুখস্থান ;

পড়ে রবে রাজধানী,

অকাব্যের ভাবের মতন যেন কথার গাঁথুণী মাঝে,

অর্থহীন অবস্তু অসার ।

বিশ্ব ।—তবে আর

কাজ নাই প্রাক্তনের লিপি মুছে ছরাশার জলে ।

হয়ে যাক্ ঘা হবার,

বয়ে যাক্ কালসিন্ধু বৃকের উপর দিয়ে আপনার তেজে !

পোড়ে থাকি মোরা,

অসত্যেরে সত্য সাজে সত্যে যতনে,

বৃকে করে অতলের ত

রণ ।—কেন ঃ

কেন সাথে এতই কাতর ?
 সাথে সাথে কেনবা বাসাই এনে,
 মঙ্গলচণ্ডীর পিঠে অলঙ্কারে সাদরে যতনে ?
 থাক তুমি দূরে,—
 দূরে থেকে দেখ হে কোতুক,
 মন্দরের ক্ষুদ্র পদাতিকও
 পারিবেনা পার হতে পুরন্দর-সীমা ।
 আরও যদি কর অনুমতি,
 প্রতি লোকশিরে দিব অক্ষয় অক্ষরে লিখে,
 স্মৃতির নিদর্শন অস্ত্র লেখা দিয়ে,—“চোর ।”
 এসেছিল পুরন্দরে চৌর্য্যবৃত্তি সাধনের তরে,
 এই তার যোগ্য পুরস্কার ।

বিশ্ব ।—কাজ নাই ভাই,
 কেন আর অনর্গক সময়ের আশা ?

মন্ত্র ।—কি আর বলিব বৎস,
 যথাইচ্ছা কর ব্যবহার,
 কিন্তু হায়, হৃদয়ের এই দাগ
 জীবনের মত বুদ্ধি থাকিল অক্ষিত
 বৃদ্ধের এই শোকজীর্ণ হৃদয়ের পায়ে ।

মা রাজলক্ষী !

কে আর রাখিবে কুলমান,

কে তোরে মা পূজিবে আদরে ?

দানবে বসাবে তুমি দেব-সিংহাসনে,

যজ্ঞভাগ দিবে তুমি ঘণিত কুকুরে,

চাণ্ডালে বরিবে তুমি যাজ্ঞিকের পদে,

কে করে নিশেধ ?

কিন্তু ধিক্ তোরে, ধিক্ তোর নিয়তির লেখা !

জেনে রাখ বিশ্বজীং,

এই বৃদ্ধ সতত প্রস্তুত বৎস,

তোমারই মঙ্গলসাধনে ।

এ বৃদ্ধের শীর্ণবাল চির-প্রসারিত,

তোমারই আলিঙ্গন তরে ।

বিশ্ব ।—পিতা তুমি,

কৃতজ্ঞতা কি আর জানাব দেব ;

তোমারই স্নেহপাশে বাঁধা সদা আমি,

তাই পোড়ে আছি স্মৃথে কলঙ্ক-কালিমা মেখে,

অস্ত্রজের পদাঘাত সহি অকাতরে ।

[সকলের প্রস্থান ।



পুরন্দর—স্কান্দাবার ।

(Si Camp—Sheak.)

সিদ্ধিনাথের শিবির ।

সিদ্ধি—(স্বগত) রণবীর আমা চেয়ে কিসে ভাল ?

* কোন্ গুণে গুণবান, কোন্ বলে বলী,
কোন্ অস্ত্রে সুনিপুণ, কিসের বড়াই ?
টুক্ টুকে রং, ফুট্ ফুটে চেহারা,
কট্ কোটে চাউনি, লট্ পোটে বচন ;
এই যদি হয় খাঁটি যোদ্ধার প্রমাণ,
ঘাট-মানি তার পায় দাঁতে তৃণ নিয়ে ।
কচি ছেলে—কাঁচা মুখ, স্নেহ আসে দেখিলে বদন,
সেই কিনা সহকারী-সেনাপতি-পদ পায় আপন গৌরবে,
আর, আমি থাকি শূন্য-আশা বুকে লয়ে,

হতাশার দরিদ্র-নিবাসে, কেন ? কোন্ অপরাধে ?
 সেনাপতি ভালবাসে তারে,
 সখা বোলে করে সম্বোধন ;
 কাজেই সে যুদ্ধবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত, ভুঁইফোঁড় জয়ী !
 দিব—দিব ;
 উপযুক্ত ফল আমি দিব হাতে হাতে ;
 কণ্টকে কণ্টকহীন করিব সত্তরে ভাগ্যাভূমি,
 ফলাব অভিষ্ট ফল, হব সেনাপতি ।
 ছার খারে দিব সেই দুষ্টরণবীরে চির-আততায়ী ;
 সমনের হাতে হাতে সঁপে দিব শেষে
 স্থূলদর্শী বিশ্বজীতে, এই মম পণ ।

(পরিক্রমণ)

কিসে বড় রণবীর ? কি তার সাহস ?
 কতটুকু কূটনীতি ধরে তার মস্তিষ্ক-ভিতরে ?
 থাক—থাক !—দেখি,
 কত দিনে হয় মোর আশার পূরণ !

(মকরন্দের প্রবেশ)

সিদ্ধি ।—এস ভাই ! আছ ত কুশলে ?
 এত দিন আস নাই কেন ভাই ?

সময়ে সাক্ষাৎ, বন্ধুসমাগম, হিতকথা,

এ সকল—মিত্রতার সত্য-নিদর্শন।

মক।—তা-ই ত ভাই!

সে দিন সন্ধ্যার কালে এসেছিল তোমার শিবিরে,

তাড়াইয়া দিলে—উত্তর না দিলে,

কাজেই ভাবিনু মনে মনে,

বন্ধু বুঝি ভুলেছেন অভাগার নাম!

গাই গেছে ম'রে, নাহি দুধসর,

অর্থের ঘনিষ্ঠ অনটনে

মিষ্টানের সনে এবে ভ্রাতৃবধু-সম্পর্কঘটন!

নিতান্ত উপায়হীন,

কাজেই দিয়েছি ক্ষান্ত বন্ধু-সন্তুষ্টাঘণে।

সিদ্ধি।—আরে চি চি!

অর্থ অনটন, তোমার? কেন—কিসের কারণে?

জীবনের প্রাণবন্ধু তুমি,

যথাসাধ্য করিব পূরণ তব শূন্য-অর্থাধার!

একি কথা!

আমার আছে, তোমার নাই:

কেন এ নাইয়ের কথা শুনিব নিরবে, থাকিতে আমার?

মক ।—বিনামূলে কিনিলে আমারে ভাই,
বাঁধিলে—বচনপাশে জীবনের তরে !
বচনেই তুষ্ট প্রাণ.

কাজ নাই ইষ্টের সাধনে !
সময়ের বাতাস লাগিলে,
জঞ্জাল ঝঞ্ঝাট সব দূরে উড়ে যাবে ।
অভাব—সমুদ্র মোর

•অপর তটিনী সখে পারে কি পূরাতে তারে,
আপনার সীমাবদ্ধ শলিল-সিঞ্চনে ?

সিদ্ধি ।—সত্য, কিন্তু দেখ ভাই,
এ সংসারে সকলেই পরের প্রত্যাশী ।
শতেরে মুখের গ্রাসে করিয়া বঞ্চিত,
একজন থাকে রাজভোগে ;
সহস্র লোকেরে করি পথের ভিকারী,
একজন হয় ধনবান ;
লক্ষ লক্ষ সৈন্যবলে হয়ে বলবান,
একজন হয় সেনাপতি;
তুমি চাও করিতে অন্যথা এই চিরন্তন বিধি ।
আত্মীয়বান্ধব যদি আত্মীয়েরে পর ভাবি

না হয় সহায় তার বিপদে সম্পদে ;
বনবাস গৃহবাস, দুইই সমান তার কাছে ।

মক ।—সে সহায় ধন দিয়ে নয়,
বাক্যে, কার্যে, বলে, উপদেশে ।
ধনের সহায়ে,

মিত্রতার বিনিময়ে শত্রুতা সঞ্চয় বৈ ত নয় ?

সিদ্ধি ।—তবে ভাই কার্যোতে সহায় হয়ে কর উপকার ।
তুমি মোর একমাত্র বিশ্বাসীবান্ধব এ নগরে,
এক উপকার চাই তোমার নিকটে ।

মক ।—কোন্ উপকার ?

সিদ্ধি ।—যাবে তুমি মন্দেরনগরে, গুপ্তলিপি লয়ে ।
রাজ্যারে গোপনে দিয়ে লিপি,
উত্তর আনিবে সংগোপনে ।

মক ।—এই উপকার ? স্বীকার আছি ।

সিদ্ধি ।—অতি গোপনে—

মক ।—অতি গোপনের চেয়েও অতি গোপনে,—
তার জন্য চিন্তা নাই ।

কল্যাণ প্রাতে যাব আমি মন্দের উদ্দেশে ।

সিদ্ধি ।—এই লও লিপি ও পাথর ।

জেনে রাখি তাই,

জীবনমরণ মোর আজি তব হাতে ।

মক ।—জানি আমি,—কোনও চিন্তা নাই ;
নিশ্চিন্তে বিশ্রাম কর নির্ভয়-শিবিরে,
কার্যোদ্ধার করি আমি ফিরিব সত্বরে ।

(প্রস্থান)

• সিদ্ধি ।—এক দিনও ডাকি নাই, ভাবি নাই মনে,
ডাকিতেছি তাই আজি
কাতরে মিনতি করি দীন দয়াময় !
পূরাও বাসনা মোর, ঘুচাও কষ্টক ।

[প্রস্থান ।



তৃতীয় দৃশ্য ।

পূরন্দর—রাজকক্ষ ।

(Chamber. Sheak.)

রাজা ও রাণী ।

রাজা ।—শোন রাণী !

প্রবোধ না মানে গোড়া মন ।

দিনহীন পথের কাঙাল যেই জন ;

একমুষ্টি অন্নের অভাবে

নিত্যনিত্য করে বারা অনশন-রত,

আত্মপ্রাণে তারাও স্বাধান ;

সুখের তুলনে তারা, আমা চেয়ে শতগুণে সুখী ।

ধিক্ রাজ্যে, ধিক্ ধিক্ মানে,

শতধিক ঐশ্বর্য্য গৌরবে । (কণ বিরামে)

সেই দিন !

হৃদয়-প্রতিমা যবে বিসর্জন দিলু আমি জাহ্নবীর জলে ;

পূরন্দর-রাজ-লক্ষ্মী যে দিন ছাড়িলা সিংহাসন ;

সেই দিন হতে, •

হৃদয়ভূষণ রূপে করিতেছি কাতরে বহন

এই ঘোর মনস্তাপ ।

মৃত্যুকালে হাতে হাতে দিয়ে,
শোকজীর্ণ হৃদে, রোগজীর্ণ দেহে,
কাতরে বিনয় করি বলিলেন, হৃদয়-প্রতিমা,
“রেখে মোর দুঃখিনী কন্যারে নাথ যতনে আদরে,
যোগ্যবরে কোরো সম্প্রদান ।”

কিন্তু হায় ! কোথা মোর সেই প্রতিশ্রুতি,
কোথা সেই প্রতিজ্ঞা পালন !

জানিনা কেন যে মোর হৃদয়পুতলী
ছায়াময়ী মূর্তি হায় করেছে ধারণ,
সরম-লতিকা মোর মরম-ব্যথায়,
ভাঙানোযে ছিন্নসৌদামিনা প্রায়
ভ্রমেন পূরির মাঝে বিষাদে মলিন !

রাণী ।—স্নেহের হৃদয় বার,
সতত কাঁপিয়া উঠে অনাগত আশঙ্কা-বাতাসে,
স্বরে বাধা বাঁধার মতন !

(দ্রুতপদে সিদ্ধিনাথের প্রবেশ)

সিদ্ধি ।—সর্বনাশ মহারাজ !

মন্দর-রাজন্ এবে দক্ষিণ তোরণে ;

নগরের প্রধান ক্রমতাশীল যারা,

আঙুলিছে দ্বার তারা

নিষ্কোষিত অসি লয়ে সবলে সদলে ।

রাণী ।—কেন ? কিসের এ বাধা ?

রাজার আদেশ কেন হয় নি প্রচার ?

সিদ্ধি ।—গতকল্য সন্ধ্যাকালে, ভেরীধ্বনি সহ,
স্বয়ং করেছি মাতা দ্বারেদ্বারে ঘোষণা প্রচার ।

রাণী ।—তবে বুঝি তারা,

অবহেলি রাজার আদেশ, রাজার শাসন ;

প্রকাশ্য বিদ্রোহীতাব করেছে ধারণ ?

সিদ্ধি ।—কেমনে সে কুসংবাদ রটাবে রসনা মাতা,
তব গুণগাথা ভিন্ন জানে না যে কভু ?

রাজা ।—হায় রাণি ! দেখ দেখ ;

কি সূফল ফলিতেছে চরাশা-পাদপে তব,

আপনার হাতে যাহা করেছ রোপণ ।

রাণী ।—হু—হু—দৃষ্ট সেনাপতি এবে,

দৃষ্টনাট দেখাইতে চায় !

সিদ্ধি ।—কি আর বলিব মাতা,

রাণী ।—ভাল, কারাগারে নাহি বুঝি স্থান ?

নাহি বুঝি সেথা,

লোহে গাড়া বজ্রসম কঠিন শৃঙ্খল, রাজ-বিদ্রোহীর তরে ?

সিদ্ধি।—কে তাদের করে অবরোধ ?

কার সাধ্য রোধে মাতা শ্রাবণ-প্লাবনে,

ক্ষুদ্র তৃণসম তব আশ্রিত সৈন্যের বাঁধ দিয়ে ?

রাণী।—আচ্ছা, যাও সিদ্ধিনাথ !

বরিণু তোমাতে আজি সেনাপতি পদে ;

ধর এই রাজার মুকুট, লও রাজভেরী,

তূর্য্যনাদে জানাও সকলে,

রাজাদেশ যে জন করিবে অবহেলা

সিংহদ্বারে ছিন্নশির ঢলিবে তাহার ;

কবন্ধ-আকৃতি ধরি করিবে ঘোষণা তারা,

রাজশক্তি রাজার শাসন।

(উষ্ণিষ ও তূর্য্যদান)

থাক তুমি প্রধান শিবিরে।

সন্মানসজ্জনী হয়ে বণিতা তোমার,

ইন্দিরার সাথে থাক রাজ-অন্তঃপুরে।

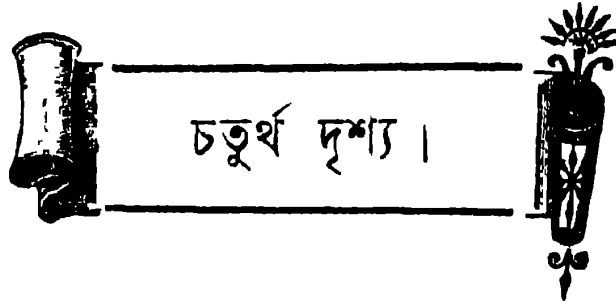
[সিদ্ধিনাথের প্রস্থান।]

রাজা।—রাণি!

আর কাজ নাই,
আমি যাই দক্ষিণ-তোরণে ;
আপনার শোণিত ঢালিয়ে প্রিয়ে,
নিবাই রোষের হতাশন ।
মিটে যাক প্রজাদের হৃদয়ের জ্বালা,
অতিথির থাকুক সম্মান ।

[বাণী নিরব—ও উভয়ের প্রস্থান)





পূরন্দর—উপবেশন-গৃহ ।

(Drawing Room—Skeak.)

রাজা, রাণী ও ইন্দিরা ।

ইন্দি ।—কেন মা এখানে আমি
রাজ-সন্তাষণ সভামাঝে ? এখানে কি কাজ ?

রাণী ।—(বিদ্রূপভঙ্গিতে) কাজ আমাদের ;
সেচ্ছায় না থাক যদি তুমি,
আদেশ আমার, থাক তুমি হেথা ।

● (সিদ্ধিনাথের প্রবেশ)

সিদ্ধি ।—তোমার কৃপায় দেবী বহুপরিশ্রমে,
শান্তিময় হয়েছে নগর ।
নির্দিষ্ট প্রাসাদে, যোগ্য ব্যবহারে, মন্দররাজ্যে,
সমাদরে করেছি গ্রহণ ।

সমাগত এবে তব চরণদর্শনে ।

রাণী ।—যাও, যাও,

সত্তরে মন্দররাজে আন সমাদরে ।

(মন্দর-রাজের প্রবেশ)

সঙ্গে হাশ্চার্ণব, দুইজন পারিষদ

ও সিদ্ধিনাথ ।

জীত ।—(প্রণামান্তে) আশীর্বাদ কর রাজা-রাণী,
জনকজননী সম করিছু প্রণাম ।

রাজা ।—চিরজীবি হও বৎস !
লাভ কর খ্যাতি যশঃ সত্তম সন্মান ।

রাণী ।—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তোর হোক্রে বাছনি,
পুত্রবৎ করি আশীর্বাদ ;
মনোসাধ হউক পূরণ ।

জীত ।—তব আশীর্বাদে মাতা
অবশ্য পূরিবে মনস্কাম ।

(ইন্দিরার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশে)

ইনি বুঝি রাজার ছলালী,
মৌনভাবে বসিয়া নিরবে ;

বিষাদস-লিলে যেন সোনার কমল মরি,
বিমলিন হৃদয়ের তাপে ?

রাণী ।—তা নয়, তা নয় বৎস ! দেহের জড়তা !

হাস্য ।—দেহ মন এক সূত্রে গাঁথা ;

একের কারণে অণ্ডে ভেবে সারা,

মারা যায় এক, আরের কারণে !

এ সব উপসর্গের কথা, বল কি ?

সিদ্ধি ।—যথার্থ কথা ।

১ম পারি ।—অতি যথার্থ কথা ।

২য় পারি ।—অতিমাত্র যথার্থ কথা ।

রাণী ।—মনে কিছু ক'রোনা কুমার !

নগরের জন কত মূর্থ হয় নির্বোধ প্রধান,

দুষ্টের অশিষ্টবাক্যে হয়ে প্রালোভিত,

কোলাহল তুলেছিল দক্ষিণ তোরণে ;

শাস্তি তাঁরা পাইবে নিশ্চয় ।

সিদ্ধি ।—(করজোড়ে) অনুমতি কর যদি মাতা,

আনি সেনাপতি দুষ্টে তোমার সম্মুখে ;

বন্দি আছে রাজ-কারাগারে ?

রাণী ।—সেনাপতি ? রেখেছ তাহারে কারাগারে ?

এখনি বিচার তার করাই বিহিত ।
কুফল ফলিতে পারে সভার বিচারে ।
ধাও সিদ্ধিনাথ, আন তারে

(সিদ্ধিনাথের প্রস্থান)

রাজা । — রাণী !

কেন আর সাধে সাধে বিপদেরে কর নিমন্ত্রণ ?

জীত । — হৃষ্টের দমনে অবহেলা,

তা ত রাজা রাজধর্ম্য নয় !

(সেনাপতিকে লইয়া সিদ্ধিনাথের প্রবেশ)

রাণী । বিশ্বজীৎ ! এই বুঝি সাধুপনা ?

এই বুঝি কর্তব্যপালন ?

রাজদ্রোহী তুমি ! — রাজদণ্ডে পাবে যোগ্যফল ।

বিশ্ব । — অসাধু-কল্পনা, আর অকর্তব্য-সেবা,
জানি না কখনো ।

রাজদণ্ডে আশঙ্কিত বিদ্রোহী যে জন —

আমি ভাবি রাজদণ্ড, পাগলের প্রলাপ মতন ।

রাণী । — দক্ষিণ তোরণ কেন করি অবরোধ,

রাজাদেশ করিলে লজ্বন ?

বিশ্ব।—সে দোষের দোষী,
রাজার উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর-প্রকৃতি সিদ্ধিনাথ।

রাণী।—প্রমাণ কি তার ?

বিশ্ব।—প্রমাণ ? বিশ্বাস !

রাণী।—সে বিশ্বাস কে কবে তোমারে ?

বিশ্ব।—ক্ষতি নাই তাতে !

রাণী।—স্পর্ধা রাখ ; রাজার সম্মুখে প্রগল্ভতা
বিপদ বাড়ায় পদে পদে।

রাজদণ্ডে করিব দণ্ডিত আমি

শাস্তি দিব রাজদ্রোহী ব'লে।

বিশ্ব।—(সহাস্তে) তুমি কে ?

কাহার সাহসে তুমি ধরিয়াছ রাজদণ্ড, কতদিন হতে ?

কে জানে, কে চিনে, মানে কে তোমারে ?

নারী তুমি, অন্তঃপুর তোমার নিবাস ;

বিচারে প্রবৃত্তি কেন ?

ছি ছি রাণী,

হাসালে জগত তুমি, ডুবায়ে রাজার নাম,

কালি দিলে রাজ-সিংহাসনে !

কে করিবে শিরোধার্য্য বহুমান করি তোমার আদেশ,

রাজা আজও আছেন জীবিত ।

যাঁর কাজ, তাঁর হাতে দিয়ে,
অন্তঃপুর করগে আশ্রয় ।

রাণী ।—কি বলিলি ছুরাচার ?

রাজার আদেশ তুই করি অবহেলা,
করিলি বিদ্রোহ আচরণ,
নাহি কিরে জীবনের ভয় ?

রাণী আমি পুরন্দর রাজ-সিংহাসনে,
এখনি পাঠাতে পারি যমের দক্ষিণ দ্বারে ইঙ্গিতে পলকে !

বিশ্ব ।—রাণি !

কেন এ অত্যাশ্রয় শ্রেয়, কেন এ ভৎসনা ?
বিদ্রোহীতা করি, হেন শক্তি কি আছে আমার ?
নগরের সম্ভ্রান্ত প্রধান, সৈন্তগণ, প্রজা সাধারণ,
ভালবাসে মোরে ।

আমার স্বপ্নের পথ করিতে কণ্টকহীন,
প্রাণ বিসর্জিত চায় তারা স্বেচ্ছায় কোতুকে ।
নিঃশব্দ বাতাসে তারা পারে উড়াইতে,
রাজপুরি, রাজসিংহাসন, রাজা, রাণী, ঐশ্বর্য্য বিভব,
খ্যাতি, বশঃ, সম্ভ্রম সম্মান,

শুধুপত্রাশী যথা প্রভঞ্জন বলে ।

এখনও কর রাণী আত্মসংযমন,

এখনও কর প্রতিকার ।

শাস্তির প্রতিমা নারী তুমি,

অশাস্তিতে ডুবা'ওনা, নাম, ধর্ম, রাজ-সিংহাসন ।

সিদ্ধি ।—এত গর্ব, এত অহঙ্কার ?

বিশ্ব ।—চূপ কর নরকের কীট ।

তুই কি জানিবি মূঢ় কি আগুণ জ্বলেছেন রাণী,

কি ভীষণ তার পরিণাম !

রাণী ।—শোন বিশ্বজিৎ !

নির্কাসন দণ্ড রাজা দিতেছেন তোমার উপরে ।

সিদ্ধিনাথে বরিলেন সেনাপতি পদে, রাজা,

আপন ইচ্ছায় ।

তিন দিন সময় তোমার ;

তিন দিন পরে যেন

কেহ নাহি পায় আর তোমার সন্ধান পুরন্দরে ।

বিশ্ব ।—এ আদেশ রাজমুখে শুনিতে বাসনা !

(রাজার প্রতি)

মহারাজ !

তব অগ্নে ধরিয়া শরীর,
 এত দিন সাধ্য মত কর্তব্য পালনে দাস ছিল নিয়োজিত,
 আজি তার, শেষ !
 দাও রাজা অনুমতি,
 চলে যাই আপনার দেশে ।

রাজা ।—কি বলিব বিশ্বজিৎ !
 আমি আজ বাক্যহীন, নিরব নিষ্পন্দ জড়,
 মাটির পুঁতুল সম আছি পোড়ে পুরন্দরে,
 শূন্যমনে শূন্য আশা নিয়ে !
 ভগ্নমন, জীর্ণদেহ, অবসন্ন হৃদয় আমার,
 একান্তই শক্তিহীন কর্তব্য সাধনে ।

বিশ্ব ।—মহারাজ !

এত দিন পুরন্দর পিতৃরাজ্য জ্ঞানে,
 প্রাণপণে রাজ্যহিত করেছি চিন্তন,
 আজি তার শেষ ;—
 এত দিন পিতৃসম সেবিয়া চরণ রাজা
 অপার আনন্দরাশী পেয়েছি হৃদয়ে,
 আজি তার শেষ ;—
 এত দিন আশা ছিল এ জীবন পণে রাজা,

পুরন্দর-রাজলক্ষ্মী তুষিব যতনে, তার বাড়াব সম্মান,
আজি তার শেষ ;—

(রাণীর প্রতি)

রাণি !

এত দিন যে আশুগ পুষেছিলে হৃদয়ের মাঝে
স্বার্থের স্বত নিষেকে নিভতে গোপনে,

আজি তার পূর্ণ দীপ্তি, আজি তার শেষ ;—

এত দিন যে ছরাশা রাখিয়া অন্তরে রাণি,
যত্নবারি করেছ সিঞ্চন ;

আজি তথা দাবানল,

আজি তথা পূর্ণাহুতি, আজি তার শেষ ;—

(ইন্দিরার প্রতি)

ইন্দিরী ! জীবনাধিকে !

গোপনের সময় এ নয় ।

আর কি বলিব প্রিয়তমে ;

হৃদয়-কানন মাঝে যে ফুল ফুটাতে প্রিয়ে

করেছিলে যত্নবারি আশার সিঞ্চন,

বিগত মুকুল আজি, আজি তার শেষ ;—

এত দিন যে আশারে পুষেছিলে হৃদয় মাঝারে

হৃদয়-শোণিত দিয়ে যে পাদপে করেছ বর্জন,

আজি তরু তন্মরাশি, আজি তার শেষ ;—

যার তরে জীর্ণজরা হৃদয় তোমার প্রিয়ে,

যার তরে করেছ প্রার্থনা ;

আজি তার শেষসীমা, আজি তার শেষ ;—

জীবন-তরঙ্গে প্রিয়ে যারে লয়ে ভেসেছিলে

উৎসাহে আদরে,

আজি তরী ডুবু ডুবু, আজি তার শেষ ;—

জীবনের সার ভেবে যে ফুলমালায় প্রিয়ে

কোরেছিলে হৃদয়ে ধারণ,

দলিত কুসুম মালা, আজি তার শেষ,—

অতীত জীবন-গাথা শুনিতে শুনিতে প্রিয়ে

তন্ময় হইতে যায় শুনে,

সৌর্য্যবীৰ্য্য যার প্রিয়ে অসীম ভাবিয়ে

কতই না হইতে গর্জিত,

আজি সেই গর্জ চূর্ণ, আজি তার শেষ ;—

হৃদয়-মন্দির পরে পাষণ দেবতা সম

গেঁথেছিলে হৃদয়ের সনে যারে জীবনের তরে,

আজি দেব গড়াগড়ি, আজি তার শেষ ;—

আসি তবে হৃদয়ের লতা,
বাসনার আশা, জীবনের উষা,
বিপদের ধৈর্য্য, প্রিয়ে বিপদে সাহসনা ;
আজি এই গভীর নিশিতে
অশ্রুমাখা অধির নয়নে,
শেষ দেখা তোমায় আমায় ।
অভাগার স্মৃতির বাসনা, দরিদ্র-সম্বল,
শুষ্টির অখন্ড, হৃদয়-প্রতিমা,
ভেঙে চূরে গেল, চির দিনের মতন !
তোমায় আমায় সেই অচ্ছেদ্যবন্ধন ;
আজি তার জন্মশোধ, আজি তার শেষ !

• [প্রস্থান ।

ইন্দি ।—কোথা যাও প্রাণেশ্বর !
কাজ নাই সজ্জম-গৌরবে ছার সংসার-বন্ধনে,
কিঙ্করীয়ে করছে সঙ্গিনী ।

(গমন ও আহত হইয়া পতন)

রাজা ।—একি বিসম্বাদ ! একি সর্বনাশ !
একি রাণী ঘটালে আপনি !
(ইন্দিরাকে তুলিয়া)

উঠ মা ইন্দিরা, উঠ উঠ হৃদয়পুতলি ;
 দূরে যাক রাজ্য সিংহাসন,
 দূরে যাক সূখ্যাতি সম্ভ্রম,
 তোরে লয়ে হব বনবাসী !

ইন্দি।—হায় পিতা !

কেন এ সুখ স্বপন ভাঙলে অকালে ?
 ছিন্ন সুখে এতক্ষণ রাখি শির নাথের উরষে ।
 রাণী।—থাক থাক, কাজ নাই কাব্য রসে
 নাটক অভিনয়ে ;
 সবই বড়াই ।

(মন্দররাজের প্রতি)

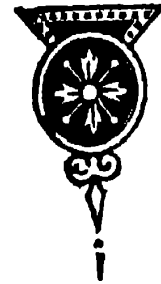
যাও বৎস !
 বিশ্রাম করগে যাও আপন প্রাসাদে,
 সব গোল চুকে যাবে অবাধে অচিরে ।

[সকলের প্রস্থান ।





পঞ্চম দৃশ্য ।



পুরন্দর—রাণীর কক্ষ ।

(Chamber, Sheak)

রাণী ও জটীলা ।

জটী ।—ঐ কথাই কথা, ঐ যুক্তিই যুক্তি ।

তা না হলে মেয়ে মারা যাবে,

সব কাজ সব আশা যাবে দূর হয়ে,

পড়ে রবে স্নধু মনস্তাপ, হাহাকার, যন্ত্রণা বেদনা ।

রাণী ।—তাই করি ।

চৈতক পর্কত দিব্যস্থান ।

চারিদিকে সাগর বেষ্টিত ক্ষুদ্রদ্বীপ,

তার মাঝে, লতাগুল্মতরুচাকা সুন্দর পর্কত,

রাজহর্ষ স্নশোভিত পর্কত উপরে,

দাসদাসী আছে নিয়োজিত ।

ইন্দিরারে পাঠাই তথায় স্বাস্থ্যলাভ ছলে ।

অদর্শন বিসম্বাদে বিরহ সস্তাপ,

সয়ে সয়ে, সয়ে যাবে জীবনের মত ;

ভুলে যাবে বাল্যপ্রেম বাল্যস্মৃতি, ছরাশা সস্তাপ,

তার পর কণ্ঠা দিব মন্দরকুমারে ;

ইষ্টলাভ হইবে তখন ।

কি বল ?

জটী।—এতে আর বলা বলি কি ?

বরং বিলম্বই ক্ষতি ।

যত শীঘ্র হয় আয়োজন, ততই মঙ্গল ।

কাজ নাই বারম্বার রাজারে সুধারে ;

আয়োজন স্থির ক'রে, এক কথা সুধা'ও সময়ে,

ফল পাবে তাতে ।

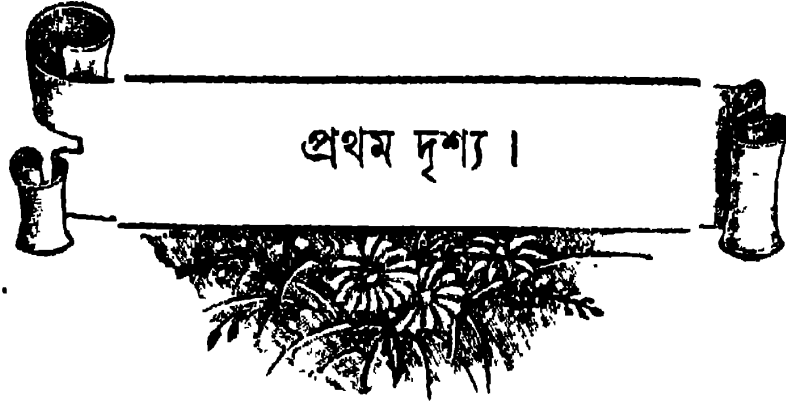
যাই আমি তবে ;

যোগ্য আয়োজন করি গোপনে সত্বরে ।

রানী।—আচ্ছা, আমিও করিগে আয়োজন ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।



সমুদ্রতট—সময় অপরাহ্ন ।

(Sea cott :—*Lucy.*)

(অন্তঃগমনোন্মুখ সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া)

বিশ্বজীৎ দণ্ডায়মান ।

বিশ্ব । .(স্বগত) দিনমনি !

পশ্চিমগগন হতে বরষিছ স্বর্ণধারা, হাসিছে তটিনী ;

মেঘদল সোণার কিরণে স্নাত হয়ে

আনন্দে করিছে ছুটাছুটি,

লুটিবারে চায় মেঘাকরেখার, আবেশে উল্লাসে ;

সোণার মুকুট ধরি শিরে,
 সোণার তরঙ্গ তুলি লহরী সকল,
 ধাইতেছে সাগর উদ্দেশে
 কুলকুল রবে তরঙ্গিনী-প্রেমগাথা কহিতে সাগরে ;
 দাঁড়াও লহরীমালা, দেখ এ প্রাণের জালা,
 আর এ দেববালা ; আমারি মতন
 দাঁড়াইয়ে তব তটে, চিত্রিত গগনপটে ছায়ায় মূরতী সম,
 করিতেছে লহরী গগন ।
 লয়ে যাও অশ্রুবিन्दু তরঙ্গে মিশায়ে,
 চরণে সঁপিও তার অভাগার শেষ নিদর্শন !
 সলিল-শীকর-শিক্ত-শীতল-সমীর !
 বিরহীর মর্মোচ্ছ্বাসে, দম্পতির মিশ্রিত নিশ্বাসে,
 শতত নিবাস তব কুসুমের বুকে ;
 যাও যাও সমীরণ সুদূর চৈতকে,
 বোলো তারে,
 অভাগার প্রাণ আছে আজও,
 তারই আশা, তারই স্মৃতি লয়ে ;
 নিদ্রাহীন সুদীর্ঘযামিনী যত, যাপি সুধু সেইরূপ ধ্যানে ।
 দিননাথ !

সারাদিন জগতেরে হাসায়ে কাঁদায়ে
 অস্তাচলে করিছ শয়ন,
 দেখেছ কি অভাগিনী ইন্দিরায় ;
 পোড়ে আছে চৈতকের বিষাদ-কুটিরে,
 বিরহ-কুঠারে ছিন্নলতার মতন ?
 ছিঁড়ে গেছে বুঝি তার, হৃদয়বীণার তার,,
 ঝঙ্কার ফুরায়ে গেছে জনম মতন ;
 জীবন হয়েছে তার সাহারা-কান্তার,
 প্রেমের সরসী বুঝি বিরহের প্রভঞ্নে
 বেলাভূমি করি অতিক্রম,
 শুকায়ে গিয়াছে ঘোর মরু-বালুকায় ।
 দাঁড়াও দাঁড়াও দিনমনি !
 দাঁড়াও দাঁড়াও ওহে কালের কিস্কর ;
 দাঁড়ালেনা, গুনিলেনা অভাগার হৃদয়ের কথা ?
 যাও চলে যাও,
 স্নেহে অস্ত যাও চির দিনের মতন,
 আর তুমি হওনা উদিত ।

(কণ পরে)

প্রেমময় ! প্রাণারাম ! পরমেশ ! প্রভু !

এই কি প্রণয়-পরিণাম ?

তুমি নাকি প্রেমময়, তুমি নাকি প্রেমের নিদান ?

কেন তবে প্রেমে এত তাপ,

কেন পাপ প্রেম-সম্ভাষণে ?

যার তরে জীবন ধারণ,

যার তরে সংসার বন্ধন ;

তার তরে কেন এ লাঞ্ছনা ?

বল প্রভু, সম্মীলন পথে

সংসার দাঁড়ায় কেন প্রসূর-প্রাচীর সম উন্নত মস্তকে ?

সে কি সূধু সমাজের অসত্য জঘন্ত হেয় দুর্নীতিবিধান ?

জাতি ধর্ম ধন বশঃ,

প্রেমের তুলনে ভাবি অতি হেয়তম,

আপনি করিতে চায় আত্ম-বিসর্জন ;

কেন তাতে বিঘ্নবাধা, কেন এত বিপত্তি বিষাদ ?

গোন দয়াময় !

আজি চাই পরীক্ষা তোমার !

বেত্রে গাঁথা বহিত্র আমার

ভানাইলু অকুল সাগরে ;

যদি এই প্রেম হয় তোমার বাহিত

যদি প্রেমময় হয় ভালবাসা বাসি,
লয়ে যাও মোরে প্রভু চৈতক-পর্কতে ।

যদি থাকে লালসার ছায়া,
যদি থাকে ইন্দ্রিয় বিচার,
ডুবে যাক্ ছার তরি, ডুবে যাই চিরদিন তরে,
পাপীপাপিণীর পাপ প্রেমস্মৃতি লয়ে ।

(নোকায় আরোহণ)

ইন্দিরা !

বিষমপরীক্ষা আজি তোমায় আমায় !
অকূলে ভাসানু তরি তোমার লাগিয়া ।

আর ত পারিনা প্রাণেশ্বরি !
যা হবার হয়ে যাক্, নিবে যাক্ হৃদয়ের আলো,
উড়ে যাক্ প্রাণপাখী চিরদিন তরে ।

(শ্রোতোবেগে গমন করিতে করিতে)

দয়াময় ! এই শেষ জীবনের লীলা ।

[প্রস্থান ।



চৈতক-পর্বত ।

পর্বতশিরে ইন্দিরা ।

(Col-mount.—*Lucy.*)

(সম্মুখে বনকাষ্ঠ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত)

রামকিরি—সুগ ত্রিতালী ।

দেখা দিয়ে লুকাল কোথায় ।
স্বপ্তি-সুখ-স্বপন বেন স্বপনে মিশায় ।
ছিন্নমেঘে সৌদামিনী এই আসে এই যায়,
বিধবার হাসি মত অধরে মিশায় যায় ;—
হেসে হেসে প্রাণ গেয়ে করে কেন হায় হায় ;
এল যদি, তবে কেন হাসায় পুনঃ কাদায় ।

পাষণ !

কি বুঝিবে মরমবেদনা মোর প্রাণের যাতনা !

কঠিন তোমার দেহ মন,

কঠিনের আদর্শ হইবে তুমি দর্পভরে আছ দাঁড়াইয়ে ;

তুমি কি বুঝিতে পার ঝাণিতেব দারুণ বেদন !

জগতের কঠিনকঠোর বৃকে ধ'রে,

দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি ত্রিকালের সাক্ষীকপে উন্নতমস্তকে,

তুমি কি বুঝিবে বল পতিতের দাক্ষ্য পতন !

দিবানিশি নেত্রজলে সিঞ্চিয়া তোমায়,

অশ্রুদী করিণু স্রজন ;

তবু নাহি দয়া, তবু নাহি মায়া,

মুছালে না আঁখি জল,

ঘুচালে না প্রাণের বেদন ?

(ক্ষণপরে)

কতদূর—কতদূর—সেই পুরন্দর—!

হায় আশা !

কেন আর কাণে কাণে গাইছ বিনোদগান,

মিলনমোহন সুরে—কাদাতে আমারে ?

কোথা নাথ, কোথা তুমি,

মধ্যে এই বিশাল সাগর অপার অতল সীমাহীন ;
 কেমনে আসিবে হেতা তুষিতে দাসীরে,
 রাখিতে দাসীর প্রাণ এ ঘোর সঙ্কটে !
 জ্বলেছি তোমার তরে নিদর্শন-দীপ,
 এস নাথ, নিদর্শন ধোরে ।

(অগ্নিতে কাষ্ঠদান)

কাতরে চাহিয়া শূন্য নীলসিন্ধু পানে,
 কাতরে চাহিয়া স্নধু সীমাহীন নীল নভঃ পানে,
 আর প্রাণ থাকে কত দিন !

(দূরে তীরলগ্ন-বেত্রতরি)

(বিশ্বজীৎ গাত্রোথান করিয়া)

বিশ্ব।—এ কোন্ দেশ ?

কতদূরে লোকালয়, কে দিবে উত্তর ?
 শীতের তাড়নে মোর অবসন্ন দেহ মন
 ততোধিক অবসন্ন ক্ষুধায় তৃষ্ণায়,
 কোথায় আশ্রয় পাই, কে দেয় আশ্রয় ?
 প্রবল ঝটিকাবর্তে উন্নিমালা তেজে,
 কোথায় এসেছি ভেসে ? কত দিনে ? কিছুই জানি না ।
 একি জনপদ, না রাক্ষস-আলয় ?

জানা আছে,

পৃথিবীর দক্ষিণসাগর মাঝে নির্জন দ্বীপেতে

বাস করে সুখে কত নরভূক রাক্ষস দানব,

একি সেই দেশ ?

ওকি ও !

গভীর ত্রিযামা স্তব্ধ গভীর অঁধারে,

নাহি ঝিল্লিরব,

নাহি পেচকের সেই কর্কশ শ্রবণভ্রাস নিরানন্দ ধ্বনি,

এ আলোক-রেখা তবে আসে কোথা হতে ?

পিশাচ রাক্ষস দৈত্য দানবদানবী,

নিশাকালে করে কেলী প্রান্তর মাঝারে,

নরমেদশিক্তবাতি জলিয়া কৌতুকে ;

একি সেই আলো ?

অঁধার প্রান্তরে হেরি আলোকের রেখা

পুলকে পূরিত হয় পথিকের প্রাণ,

ক্রতপদে ধায় সেই দিকে, উৎসাহে আশায় !

যাই দেখি,

পাই কি না বিপদে আশ্রয় !

হার আশা,

কোথা আমি অসীম সংসার-পথে দূরগামী বিভ্রান্তপথিক,

কোথা সেই চৈতক-পর্কত

আর কোণায় ইন্দিরা মোর জীবনকপিণী !

কেন আর মিছে আশা প্রাণের ভিতরে ?

কিন্তু এ বিশ্বাসে আছে

অপার অনন্ত সুখ—শান্তির আবেশ ।

ডুবে থাকি এ সুখ-সন্তোগে

নিদ্রাতুর বালক যেমন ডুবে যায়,

নিদ্রার আবেশ লয়ে, জননী শান্তিময় কোলে ।

(অগ্রসর)

(ইন্দিরা)

সিঁয়া—সিন্ধুড়া ।

কোথা রহিল সে আমার,

ছার প্রাণে প্রাণ গাঁথা যার ॥

আর কি সে ধনে পুনঃ, হেরিবে পাপ-নরন,

* বিগুহ সুখ-পাদপে [হবে] মুকুল সঞ্চার ।

বিশ্ব।—কোথা হতে পশিছে শ্রবণে মরি
এ দেবসঙ্গীত,
মোহিত, আকুল-প্রাণ বিষাদে উল্লাসে ?

(অগ্রসর)

গীত ।

ইন্দি।—

কোথা নাথ দেখা দাও,

দুঃখিনীর প্রাণ জুড়াও,

দুঃখ পারাবার হতে করহে নিস্তার ।

বিশ্ব।—বৃষ্টি কোন্ দেববালা বসিয়া বিরলে,
বীণাকরে গান করে আপনার মনে !

(অগ্রসর)

গীত ।

ইন্দিরা।—

হে বিধি সদয় হও,

তারে একবার এনে দাও,

দুঃখের সাগর মোর অকুল অপার ।

বিশ্ব।—এ কি এ!

হৃদয়-মরুতে কেন আশার কুসুম ফুটে, সৌরভের সার ?
কেন প্রাণে বয়ে যায় আনন্দলহরী মরি, স্মৃতানে স্মৃশ্বনে,
কাণে কাণে গেয়ে প্রেম-গান ?

ভগবান !

থাক যদি তুমি, হও যদি তুমি দয়াময়,
ভেঙোনা আশার নেশা মিনতি শ্রীপদে ।

(অগ্রসর)

পর্কতবাসিনি !

হও তুমি দেবী কি দানবী, রাক্ষসী কিন্নরী,
কথা কও, একবাব দাঁও গো উত্তর ;
একবার দাঁড়াও ইন্দিরারূপে নয়নের পটে,
দেখা যাই জন্মের মতন ।

(পতন)

ইন্দিরা।—(নীরবে-কতক্ৰণ)

একি হায় জাগ্রত স্বপন !

মায়া'র এ প্রহেলিকা—মরু-মরীচিকা !

না না, তা ত নয়, বিধাতার কৃপা ।

(গমন ও উরুতে বিশ্বজীতের মস্তক রাখিয়া)

প্রাণেশ্বর !

একবারে কর নিরীক্ষণ,
একবার কর সম্ভাষণ,
জুড়াই হৃদয়জালা, ঘুচাই যাতনা ।

বিশ্ব ।—(উঠিয়া)—ঈশ্বর !

সত্যপ্রেমে প্রেমময় তুমি,
অক্ষয় অটুট তব প্রেমের ভাণ্ডার ;
আর্তের রোদনে প্রভু কত যে কাতর,
কত যে যাতনা পাও দরিদ্রের নেত্রজলে—
মর্দ্যাহতজনের নিশ্বাসে,
এই তার সত্য পরিচয় ।

প্রাণেশ্বর !

লিখে রাখ হৃদয়ের পটে,—
তোমায় আমার এ মিলন,—
স্বর্গীয় পবিত্র আশীর্বাদে ।
কার মনে ছিল হায় মরুভূমে ফুটিবে কুসুম,
বহিবে সুবাসধন সুখদ-পবন,
পুলকিত হব মোরা স্নগন্ধে ছায়ায় ?

ইন্দ্র ।—প্রাণ ভরি ডাক নাথ দীন দয়াময়ে,

তিনি ছাড়া কে আছে সহায়,
কে করে সাহসনা নাথ,
বিপন্নের বিপদে বিষাদে !

বিশ্ব ।—আত্মরূপে ভগবান প্রাণরূপি তিনি,
জীবের হৃদয়ে বাস করেন নিরন্তর,
তঁার নাম কে ভুলিতে পারে ?
সংসারের পাপ তাপ সন্তাপ বিষাদ,
সকলের কর্তা তিনি, সকলের স্বামী,
তঁারই এ দেহমন, তঁারই সকল,
তুমি আমি দাস মাত্র তঁার ।

ইন্দি ।—চল নাথ অদূরে কুটীর মোর,
দরিদ্র-নিবাস হবে রাজার ভবন
তোমার পবিত্র সমাগমে ।
পিতার স্মৃতি হৃদয় ছাড়ি,
স্বহস্তে নিৰ্ম্মাণ আমি করেছি যতনে
বনকাষ্ঠ বনতৃণ দিয়ে ;
চল যাই, শান্তিলাভ করিবে সেখানে ।

(উভয়ের প্রস্থান)



পূরন্দর—রাজার উপবেশন গৃহ।

(Front Court—'heak.)

রাজা রাণী রণবীর সিদ্ধিনাথ ও মন্ত্রপাল

রাজা !—দেখ রাণী, কোন্ বৃক্ষে ধরে কোন্ ফল !
 বল দেখি রাণী, কোন্ ইন্দ্রজাল বলে,
 ভুলালে আমার সেই কণকপ্রতিমা-বালা,
 কৃষ্ণকায় কদাকার সেই সেনাপতি ?
 কোন্ শক্তি বলে,
 আশ্রয় করিল সেই হেয়তম জঘন্ত পাদপে মোর
 স্বর্ণলতা লাবণ্যকুমারী ?
 একি রাণী অলৌকিক নয় ?

কোন্ দৈবীশক্তি বলে,
 সাঁগর হইল পার অপার অকুল, অবহেলে ?
 চিরদিন রাজভক্ত চৈতকের প্রজা ;
 কি কোশলে সেনাপতি করিল তাদের উজ্জীবিত,
 সঞ্জীবনীশক্তি দানে বিদ্রোহীর ছলে ?
 অবোধ পৰ্ব্বতবাসী তারা,
 অনায়াসে রাজ-শক্তি করিয়া দলিত
 সগর্বে ঘোষণা করে আত্মস্বাধীনতা,
 এ কি এ !
 চৈতকের বিচারক নাকি,
 কারাবদ্ধ হয়ে হায় ভুঞ্জিছে অশেষক্লেশ অসীম-যাতনা !
 কেন ? কার শক্তি বলে ?
 ছি ছি রাণি !
 তুচ্ছ গর্বে হারাইলে কুলমান, হারালে সম্মান ?
 মন্ত্র ।—নরনাথ !
 কি আর কহিবে দাস শুনিবে বা তুমি ?
 রাজদ্রোহী মোরা, তোমারই হিতের কারণে,
 তোমারই রাজদণ্ড তলে ।
 এখনও চেয়ে দেখ প্রভু,

এখনও কর প্রতিকার,
 বিপদ যাইবে দূরে আপদের ভয়ঙ্করীমূর্তির সহিতে ।
 বিশ্বজীতে পুনরায় দান কর সেনাপতি পদ,
 চৈতকে হইবে শান্তি বিনা-রক্তপাতে ।
 রাজার জামাতা বিশ্বজীৎ,
 কোতুকে যৌতুকদান করিয়া চৈতক,
 বিঘ্নহীন কর প্রভু আপনার সিংহাসন আপন সম্মান ।

রাণী ।—তাও কি হয় ?

হুই শঠ পাষাণ্ড পামর সেনাপতি
 রাজাদেশ করি অবহেলা,
 গোপনে গ্রহণ করে রাজার কুমারী ;
 ছলে বলে যত্ন কোশলে
 ভুলায়ে মজায় পাপী রাজ-খ্যাতি রাজার সম্মান,
 তারে পুনঃ যৌতুক-সম্মান দান ?
 এ কোন্ নীতি ?

রাজা ।—না রাণী,
 আর কাজ নাই রাজ-নীতি রাজার সম্মানে !
 যাও রণবীর, যাও সিদ্ধিনাথ,
 লিপি লয়ে যাও ত্বর চৈতক-পর্যন্তে ;

বলো বিশ্বজীতে,
 অর্পিণ্ড চৈতকরাজ্য
 জামাতৃ-যৌতুকরূপে আনন্দে কোতুকে ।
 চৈতকে করিয়ে ত্বর শান্তি সংস্থাপন,
 আসিতে বলিও ফিরে পুরন্দরে ইন্দিরারে লয়ে,
 বিহিত বিধানে আমি কন্যা দিব তারে ।

সিদ্ধি ।—রাজাদেশ-শিরোধার্য্য করি,
 পালিবে আদেশ দান,
 যথা আজ্ঞা, যথা অভিপ্রায়ে ।

(সখিগণের প্রবেশ)

তরু ।—মহারাজ !
 প্রাণহীন-প্রাণ এবে ইন্দিরা বিহনে ;
 কর অমুমতি পিতা,
 যাইব সকলে মোরা ভোটতে সখীরে ।

রাজা ।—তোমাদের এ বাসনা হউক পূরণ ।
 চল সবে, কর আয়োজন ।

(গাত্রোথান)

(সভাভঙ্গ)



চতুর্থ দৃশ্য ।



চৈতক রাজ-প্রাসাদ ।

(Cyprus—Sheak.)

নগবালা, ইন্দিরা ।

নগ !—কি আর কহিব সখী, প্রাণ নহে বশ !
কেন করে হায় হায়, কেন, কে বা জানে ?

ইন্দি।—মুছে ফেল পাপ আশা হৃদয় হইতে ।

(রণবীরের প্রবেশ)

এস রণবীর !

চৈতক হয়েছে শান্তিময়,

এখনও কি হয় নাই তোমাদের বিশ্রাম সময় ?

রণ।—সখা মোর দিনরাত শাস্তি-শাস্তি করি,
 ভ্রমেণ শতত তিনি চৈতকের দুয়ারে দুয়ারে ;
 কি কোরে বিশ্রাম করি বল
 তাঁরে দিয়ে পরিশ্রম-মুখে !

নগ।—তাও কি হয় ?

এক প্রাণ এক মন একতা যথায় ।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

নগ।—সেনাপতি মহাশয় আসছেন ।

রণ।—আমি তবে আজ আসি ?

ইন্দি।—কেন ? বোসো না ।

রণ।—না, আসি তবে ।

[রণবীরের প্রস্থান ।

সেনাপতি ও সিদ্ধিনাথ

(প্রবেশ করিতে করিতে)

বিশ্ব।—তাও কি হয় ?

সিদ্ধি।—নিশ্চয় ।

(প্রবেশ করিয়া)

বিশ্ব।—রণবীর ছিল কি এখানে ?

ইন্দি।—এস প্রাণেশ্বর !

পরিশ্রমে বিশৌণ শরীর তব বিগুঞ্চবদন,
কেন এত অশান্তি কল্পনা নাথ শান্তির ছায়ায় ?

বিশ্ব ।—ছিল কি এখানে রণবীর ?

ইন্দি ।—হাঁ ।

বিশ্ব ।—এখানে গোপনে কেন ?

কি কথা ?—কিসের প্রসঙ্গ ?

ইন্দি ।—বলিব গোপনে ।

বিশ্ব ।—গোপনের কথা কি ?

তার সঙ্গে গোপনীয় কথা,

কেন ?—কিসের কারণে ?

ইন্দি ।—কেন এত রোষ নাথ,

কেন এত সন্দেহ কল্পনা ?

এখনি শুনিবে সব, জানিবে সকলি ;

এস বাই নিজ্জন-উদ্যানে ।

বিশ্ব ।—যাও তুমি,

এখনি পাইবে মোরে দেখিতে সেখানে ।

(নগবালা ও ইন্দিরার প্রস্থান ।

বিশ্ব ।—ঠিক তাই !

সত্যভাবী প্রিয়দর্শী তুমি সিদ্ধিনাথ,

কমা কর মোরে ভাই অজ্ঞানে করেছি হতাদর !

সিদ্ধি ।—এ অধীন আপনার চিরপদাশ্রিত ।

বিশ্ব ।—ধিক্, শত ধিক্ রমণীর জালাময় প্রেমে !

দেখি, কোন ছলে এবে মোরে ভুলায় রাক্ষসী ।

সিদ্ধি ।—(স্বগত) পূর্ণপ্রায় মনস্কাম মম ।

(প্রকাশ্যে) আসি তবে প্রভু ?

বিশ্ব ।—(ইঙ্গিতে সন্মতি)

[সিদ্ধিনাথের প্রস্থান ।

ধিক্ থাক্ রমণীর প্রেমে,

ধিক্ ধিক্ ভালবাসা নামে ;

শত ধিক্ প্রণয়ের ষিনিময়ে আত্মবিসর্জনে !

হৃদয়ের দেবীরূপে হৃদয়-মন্দিরে যারে রাখি নিশিদিন,

অপার আনন্দ পাই বিশ্বমরু-মাঝে ;

হৃদয়ের শোণিত-শোষণী সেই দুষ্টা পিশাচিনী !

ভেবেছিহু যারে আমি শান্তির সরসী,

এবে দেখি জালাময় মরুভূমি তারে !

(পূতনা ও ইন্দিরার প্রবেশ)

ইন্দি ।—কেন নাথ বিলম্ব করিছ হেতা

একাকী বসিয়ে ?

বিশ্ব।—ঘোর শিরঃপীড়া, প্রাণ যায়।

ইন্দি।—বাঁধ শির দৃঢ়রূপে।

(রুমাল দান)

বিশ্ব।—(হস্তে লইয়া) এতৈ কাজ নাই,

চল যাই শয়ন-মন্দিরে।

দ্বীপবাসী নিমন্ত্রিতগণে অভ্যর্থনা তরে,

পূতনা, যাও তুমি বল সিদ্ধিনাথে।

[রুমাল কেলিয়া উভয়ের প্রস্থান।

পূতনা।—পেইছি—পেইছি।

স্বামী মোর যার তরে শতবার করি অনুরোধ

হতাশে ছিলেন এত দিন,

এই সেই ; (রুমাল দর্শন)

কতবার কয়েছি কামনা ইহা গোপনে লইতে,

পারি নাই।

প্রণয়ের এই নিদর্শন

যতনে রাখিত ইহা বুকের মাঝারে,

প্রাণ চেয়ে প্রিয়জ্ঞানে ইন্দিরা স্নন্দরী !

এত দিনে—হু—পেয়েছি।

(সিদ্ধিনাথের প্রবেশ)

পূতনা।—আজ তোমারে যা দিব,
তুমি তা কখন আশাও কর নাই।

সিদ্ধি।—যনাবর্তিত হৃদয় সম্পূর্ণ
সকদলী আমাণ্টিচিপিটক নাকি ?

পূতনা।—রহস্য নয়—সত্য! এই দেখ।—(রুমাল দান)

সিদ্ধি।—বাস্তবিকই আশাতীত বস্তু,
কার্য্যোদ্ধার হবে সুনিশ্চয়।

যাও তুমি,
অনুরোধ করি, যাও তুমি আপনার গৃহে।
সম্মুখ পাইবে মোরে দেখিতে তথায়।

(পূতনার প্রস্থান)

চমৎকার !

(রুমাল আন্দোলন করিতে করিতে)

বাতাসের ন্যায় হাল্কা, সামান্য দাম,
কিন্তু, এতেই জলিবে অগ্নি,
পুড়ে যাবে রণবীর, সেনাপতি,
পুড়ে যাবে রূপসী ইন্দিরা,
ছাই হয়ে যাবে ছারপ্রেম, ছার ভালবাসা।

(বেগে বিশ্বজীতের প্রবেশ)

বিশ্ব ।—পাষণ্ড ! দুরাচার ! এই কি তোর হিতৈষিতা,
এই তোর সত্য কথা ?

মিথ্যারে সাজায়ে দুষ্ট সত্য আভরণে
প্রতারণা করিস্ নির্কোষ ?

সিদ্ধি ।—ক্ষম অপরাধ প্রভু,
রাখ রাখ দাসের মিনতি ।
মিথ্যা যদি বলে থাকি, প্রাণ লও তুমি,
দাও প্রভু সত্য প্রতিফল ।
বলিবনা ছিল এ ধারণা,
কিন্তু প্রভু সহেনা যাতনা,
শুন প্রভু ! সত্য কথা অকপটে বলি ।
যাহা তুমি প্রণয়ের নিদর্শন রূপে
করেছিলে ইন্দিরারে দান ;
পড়ে কি স্মরণে ?
রণবীর-শয্যাতে, কাল তুমি পাইবে দেখিতে,
স্বচক্ষে দেখেছি যাহা বলিছু তোমারে ।
যার তরে হইয়ে পাগল প্রভু সাগর ডিঙালে অবহেলে,

পরের প্রণয়ে হায় হয়ে পাগলিনী,
সেই জন রণবীরে স্মৃতি-চিহ্ন করিল অর্পণ !
আর কি কহিব !

বিশ্ব ।—কি বলিলে,
প্রণয়ের নিদর্শন দিয়া রণবীরে,
নূতন পীরিতি ফাঁদ পেতেছে পামরী ?
আচ্ছা—আচ্ছা দেখি—
যাও তুমি আপন নিবাসে,
কাল হবে পরীক্ষা ইহার ।

(সেনাপতির প্রস্থান)

সিদ্ধি ।—(নেপথ্যে চাহিয়া) সেনাপতি !
কতটুকু কূটবুদ্ধি আছে তব ঘটে ?

[সিদ্ধিনাথের প্রস্থান ।





চৈতক—রাজ-প্রাসাদ ।

(Cyprus—Cham—Sheak.)

বিশ্বজীৱ আসীন

বিশ্ব ।—ভ্রান্তি, মানবের নিত্য সহচর !

প্রণয়ে বিভ্রম, পদে পদে পলে পলে পলকে পলকে !

অকুল-বারিধি-বক্ষে বেতের তরণী—তৃণ চেয়ে হেয়তম ;

তৃণ ধরে সাগরের পারে আসা অসম্ভব, কিন্তু সত্য ।

সত্যপ্রেমে কেন এত ভ্রম, কেন এ সন্দেহ,

কেন এ হৃদয় আলা !

প্রকৃতি-সুন্দরী-বক্ষে শিশুর মতন
 আনন্দে ঘুমায়ে ছিনু সুখের শয্যায়,
 কেন এ জাগ্রতস্বপ্ন, কেন যাপি নিদ্রাহীন নিশা
 ভ্রমের আবর্তে পোড়ে আবেশে বিহ্বলে ? •
 মুদে আসে দিবসের আঁখি, সাঁঝের বিষাদময় ছায়,
 হিমমাথা বিরামের কোলে কোলাহল নিবুমে মিশায় ;
 শ্রান্ত ক্লান্ত জীবদল আবেশের মাঝে
 চুপ্‌চাপ্‌ নীরবে ঘুমায়,
 কেন জাগি, কেন কাঁদি, প্রাণ কেন করে হায় হায় !
 উড়ে যায় গগণের পাখি, বয়ে যায় সন্ধ্যা সমীরণ,
 প্রাণ মোর উড়ে যেতে চায়, যেথা সেই বাল্য-উপবন !
 প্রণয়ের আলাময় পাগলের খেলা ভুলি,
 ঘুমন্ত সুখে লয়ে
 লুকাইতে চায় প্রাণ
 বাল্যস্মৃতি বাল্যপ্রেম বালকের ধূলাখেলা মাঝে !
 কুড়াইয়ে জীবনের ফুল যার তরে গোঁথেছিনু মালা,
 পরাইতে প্রতিমার গলে
 হয়ে গেল, দশমীর ভরা সন্ধ্যা বেলা !
 মুদে গেল ফুলের পাপড়ি, ফুল সব হলো অশ্রুময় ;

সুখের বিনোদছবি মিশে গেল দেখিতে দেখিতে,
সীমাহীন অশান্তির ছায়াহীন আকাশের গায়।

(সিদ্ধিনাথের প্রবেশ)

কাজ নাই আর, যাও চলে আপনার কাজে।
লুকাইয়ে ফেল দুটা স্মৃতি
বিস্মৃতির আবর্জনা মাঝে।

সিদ্ধি।—প্রভু! কেন এত ভাবান্তর,
শত যোধরণে যারে দেখিনি কাতর?

বিশ্ব।—ভুলে যাও পূর্বকথা যত।

সিদ্ধি।—প্রভু তুমি, সখা তুমি,
কেমনে সহিব বল তোমার কলঙ্ক-কথা
বজ্রসম বাজে যাহা দাসের মরমে?

বিশ্ব।—সুখ হুঃখ সুনাম কুনাম,
অদৃষ্টের লেখা, কে নিবारे তারে?

সিদ্ধি।—ভ্রম ত্যাগ করি দেখ চাহি,
পাপাধম রণবীর কপট মিত্রতা-ছলে
কেমন জঘন্ত পথ করেছে আশ্রয়!

বিশ্ব।—কাজ নাই সে কথা স্মরণে।

সিদ্ধি।—প্রণয়ের ছার নিদর্শন স্বচক্ষে দেখেছি আমি,
বিশ্ব।—কুডায়ে পেয়েছে রণবীর।

সিদ্ধি।—একত্রে শয়ন—চুম্বন—আলিঙ্গন ;
দাস আমি, অকপটে বলি তুমারে।

বিশ্ব।—আর কান্ন নাই।

সিদ্ধি।—কত ভালবাসা বাসি,
গোপনে শুনাতে পারি রণবীর মুখে সন্ধ্যাকালে,
গোপনে আনিয়া তারে আপন শিবাবে ;
গোপনে শুনিবে প্রভু পাপাত্মার আত্মমুখ হতে,
ইচ্ছা হয় যদি ; যাই তবে।

(প্রস্থান)

বিশ্ব।—দগ্ধ হোক প্রণয়ের নাম,
দগ্ধ হোক প্রণয়ের আশা,
ছার খার হয়ে যাক
বিভ্রান্ত পিপাসাময় প্রণয়ীর জ্বলন্ত হৃদয়।

(প্রস্থান)



প্রথম দৃশ্য ।

চৈতক—সিদ্ধিনাথের শিবির ।

(Cyprus—camp. Sheak)

সিদ্ধিনাথ ও রণবীর ।

(মদাপাত্রাদি সজ্জিত)

সিদ্ধি ।—অদ্য স্নেহের দিন,
এস রণবীর, স্নেহের বাসর আজি আনন্দে কাটাই ।
পূরন্দর-রাজ দিয়াছেন জামাতারে সাধের চৈতক,
আজি অভিষেক ।

রণ ।—স্নেহের সংবাদে সখে
আনন্দিত-পুলকিত হৃদয় আমার ; কিন্তু—

সিদ্ধি।—কিন্তু কি ? এস না ?

আহা হা—অল্পবিস্তর চলুক না কেন ?

রণ।—শরীর তত ভাল নয়।

সিদ্ধি।—আর ভাই শরীর !

তোমাদের সব প্রমেজরা দেহ, নিত্যই অসুখ,—

নিত্যই মনঃপীড়া, হা হতাশ—হাহাকার !

ছেড়ে দাও ভাই, এখন এস।

(উভয়ে মদ্যপান .)

শোন ভাই,—সে দিন এক গানে থ ! শুনবে ?

গাণের ভণিতেটা দেখবে ?

এটা আমার নিজের পয়সা ।

ভৈরবী ।

কি করি কি করি, বল উপায় এখন।

আহা তাহার বিহনে সখে পুড়ে যায় জীবন ॥

আহা এমন পীরিতি কোরে,

আহা দুবে মরি আঁখির নীরে,

আহা তবু সে ত চায় না ফিরে

দাসী অতি অভাজন ।

রণ।—তোমার কণ্ঠস্বর বড় মিষ্ট !

সিদ্ধি।—আর কণ্ঠস্বর, কিছু না।

প্রাণটা নাকি হারাবার নয়, তাই এক রকমে রাখা।

প্রেমশূন্য প্রাণ, আর দাল শূন্য রুটী, একই কথা।

(বাতায়ানে বিশ্বজিৎ)

(ইচ্ছিতে প্রবেশ নিষেধ)

আচ্ছা ভাই, সে না জানি তোমাকে কতই ভালবাসে !

রণ।—সে ভালবাসার তুলনা নাই,

কিন্তু আমি অকৃতজ্ঞ—সে ভালবাসা প্রকাশে অক্ষম।

সিদ্ধি।—কেন ?

রণ।—ভয় !

সেনাপতি আমাকে জানেন এক ভাবে,

সে ভাবের অভাব সাধনে, লজ্জা, ভয়, আশঙ্কা।

সিদ্ধি।—প্রণয় যে অপার্থিব ধন,

লোকলজ্জা তার কাছে কিছুই ত নয় !

জীবনের বিনিময়ে জীবন, তাতে ভয় ?

রণ।—করি কি ?

সেনাপতি তিনি—

আমরা অধীন তাঁর ;

তাঁকে গোপন,—কেমন কেমন যেন বোধ হয় ।

বিশ্বজীতের প্রবেশ উদ্যোগ

(ইঙ্গিতে পুনঃ নিষেধ)

সিদ্ধি ।—তবে তুমি তারে চাও না ?

রণ ।—চাই না ?

দ্বিতীয়-জীবন সে আমার,

তারে ত্যাগ ?—অসম্ভব ।

জীবন দিয়াছে মোরে প্রণয়ের দক্ষিণা স্বরূপে,

নিশিদিন সারা হয় আমার চিন্তায়,

তারে ত্যাগ ? অসম্ভব ।

যাই ভাই,

সেনাপতি সদাই সন্দেহ ভরে চেয়ে দেখে বদন আমার;

কাজ নাই আর,—আসি তবে ।

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে) নরকের কীট—ছুরাচার !

(বিশ্বজিতের প্রবেশ)

খণ্ড খণ্ড করি কুকুরে খাওয়াব দেহ তোর !

কোথায় লুকাল সে পামর ?

(ধাবমান ও সিদ্ধিনাথ কর্তৃক নিবারণ)

সিদ্ধি।—ক্ষমা কর প্রভু,

কাজ নাই কলঙ্কিয়া পবিত্র কৃপাণ তব পাপীর শোণিতে।

ধৈর্য্য ধরি, কর্তব্য চিন্তিয়া কর যে হয় উচিত।

বিশ্ব।—কি কাজ কর্তব্য ভাবি বৃথা ?

কর্তব্য চিন্তায়

ভিকৃত রূপে আসে হৃদয়ের মাঝে।

সিদ্ধি।—অনুরোধ করি ধরি পায়, (তথাকরণ)

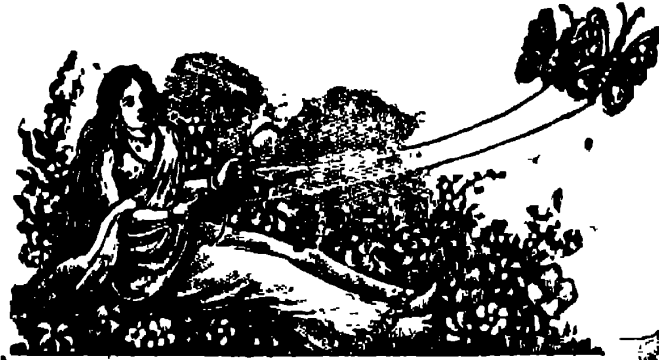
ক্ষমা কর অপরাধ প্রভু!

চল যাই দৌহে,

কর্তব্য চিন্তার তরে নির্জনে গোপনে।

(উভয়ের প্রস্থান)





• দ্বিতীয় দৃশ্য ।



চৈতক—প্রাসাদস্থ কক্ষ ।

(Cyprus—Sila-Cham—Sheak.)

• বিশ্বজীতং ও পূতনা ।

বিশ্ব।—জান না ? সত্য বল, জান না ?

• পূত।—না সেনাপতি ! কিছু না;

কেন হেন অন্ধ্যায় সন্দেহ,

কেন এ ভ্রমের পরিচয় ?

বিশ্ব। ভ্রম ? ভ্রম আমার ?

রমণী-হৃদয়, নরকের সত্য ছায়াছবি, জান না ?

পুত ।—কেন হেন অন্তায় সন্দেহ ?

দেবতার নামে প্রভু দিব্য কোরে বলি,
সখী মোর তোমারই অধিনী ।

(ভদ্রশীল ও সিদ্ধিনাথের প্রবেশ)

ভদ্র ।—সেনাপতি !

রাজার আদেশ-লিপি সহ,
এসেছি ভেটিতে হেতা, এই ধর লিপি ।

(পত্র দান ও পাঠ)

(ইন্দিরার প্রবেশ)

ইন্দি !—কাকা, কতক্ষণ এসেছ এখানে ?

পিতা মোর আছেন কুশলে ?

আর আর পুরবাসী বত,

আছে সবে আনন্দে কোতুকে ?

ভদ্র । হাঁ মা, রাজ্যের কুশল ।

পিতা তব, হেরিতে তোমার মুখ,

দিন রাত পথ পানে আছেন চাহিয়া ;

তোদের লইতে আমি এসেছি হেতায় ।



চৈতক-শাসন ভার রণবীরে দিয়ে,
গমনের আয়োজন কর ত্বরাকরি।

ইন্দি।—বড়ই সুখের কথা।

বিশ্ব।—তুমি থাক চৈতকের কত্রীরূপে মনের উল্লাসে।

ভদ্র।—একি কথা বিশ্বজীৎ ?

পত্রে মন, শুন নাই বুদ্ধি স্থিরকর্ণে,
আমাদের কথোপকথন ?

ইন্দি।—হায় তাতঃ ! বিধি মোরে বড় প্রতিকূল,
স্বামী মোরে বাম।

বিশ্ব।—কুলটার মুখে এই স্বামী সম্বোধন,
লজ্জা আসে শুনিতে শ্রবণে।

ইন্দি।—প্রাণাধিক ! কেন আর অপমান,
কেন এ লাঞ্ছনা, কেন দাও মনস্তাপ অশ্রায় বিচারে ?

বিশ্ব।—হঁ।—

ভদ্র।—একি কথা বিশ্বজীৎ ! কেন এ সন্দেহ ?
কে সাজালে সন্দেহের চিতা বৎস,
প্রেমময় তোমার হৃদয়ে ?
প্রণয়-কানন মাঝে ছিলে দৌড়ে সুখে,
কে জ্বালিল দাবানল পুড়াতে সুখ-কানন



সুখময় প্রণয়ের ছায়াময় পাদপ সহিতে ?

বিশ্ব।—ভঁদ্রশীল !

তুমি কি জানিবে বল, বিবমাথা রমণীর পাষণ-হৃদয় ?

সিদ্ধি।—রমণী-চরিত্র-কথা দেবতার অজ্ঞের অজ্ঞাত।

ইন্দি।—প্রাণেশ্বর !

বদি কভু স্বপ্নেও ভাবিয়া থাকি অত্ন কথা অত্ন ভাব,
অত্ন রূপ গুণ ;

অন্তর্যামী করুণ বঞ্চিত মোরে তোমার প্রণয়ে।

(রোদন)

বিশ্ব।—থাক, কাজ নাই বিলাপে রোদনে ;

ভাল জানি রমণীর মায়া।

যাও, দূরে যাও,

বিপদ ঘটাও কেন আপন ইচ্ছায়, সাধে সাধে ?

যাও কাকা, ত্বর লয়ে যাও,

সতীর প্রতিমা এই, রমণী-রতনে !

হেরিলে উহার মুখ,

পুড়ে যায় হিয়া মোর সন্তাপ-আগুনে ?

ইন্দি।—ঈশ্বর ! তুমি সাক্ষী !

[প্রস্থান]

বিশ্ব।—যাও ভদ্রশীল,
বিশ্রাম করগে যাও প্রাসাদ ভিতরে।

[উভয় দিক দিয়া উভয়ের প্রস্থান।

সিদ্ধি।—এ আগুণ কে জালিল ?
আমি—আমি—আমি!—(করতালী দান)
(প্রস্থানোন্মোহগ, সম্মুখে জীতাজীৎ)

জীত।—অনেক অনুসন্ধান, গোপনে অবস্থান,
তার পর তোমার দর্শনলাভ।

আর কতদিন ভাই এ ছুরাশা করিব বহন ?

সিদ্ধি।—তাড়াতাড়ি নয়, তাড়াতাড়ি নয়,
আর বড় বিলম্ব নাই।

চল যাই আমার শিবিরে,
সব কথা বলিব সেখানে।

[উভয়ের প্রস্থান।





চৈতক—অরণ্যপথ ।

(Astreet—Sheak)

তরবারী হস্তে সিদ্ধিনাথ ।

সিদ্ধি।—প্রতিহিংসা, —স্বার্থসিদ্ধি, শত্রুর নিপাত ;
এক দিনে—এক ক্ষেত্রে—এক যোগে করিব সাধন ।
রণবীর ! উন্নতি-পথের তুমি কণ্টক আমার,
সে কণ্টক করিব নিমূল আজি ;
আজি তব জীবনের শেষ ।
জীতাজীৎ ! বুঝেছ কোশল, জেনেছ সকল ;
জানি আমি, প্রতিফল দিবে স্মানশ্রম ;
কিন্তু জেনে রাখ, আজ তব জীবনের শেষ ।
বিশ্বজীৎ ! ভালবাস যারে,
যার তরে উচ্চপদে করেছ বঞ্চিত মোরে,



হৃদয় করেছ মোর ঘোর মরুভূমি ;
 জ্বেনে রাখ, আজ তার প্রতিশোধ দিন ।
 যে আলা দিয়েছ মোরে তুমি,
 শতগুণে করেছি তোমারে আলাতন ;
 আজ তার পূর্ণাহুতি, আজ তব জীবনের শেষ ।
 বল, বুদ্ধি, কৌশল বিক্রম,
 বিষম পরীক্ষা আজি তোমার আমার ।

(জীতাজীতের প্রবেশ)

সিদ্ধি ।—এস ভাই, ক্ষত্রকূলে জন্ম তব ;
 বীরের সম্মান তুমি, বীর অবতার ;
 ধর, লও অসি, কর নিজে আপনার পথ পরিষ্কার ।
 এখনি আসিবে দৃষ্ট প্রেমের পাগল বিশ্বজীৎ,
 শাস্তি দিতে প্রেমুচোর-রণবীরে গোপনে কাননে ;
 অলক্ষ্যে নাশিবে তারে ।
 দৃঢ় করি মন, থাক সাবধানে ।

[দূরে প্রস্থান ।

সিদ্ধি ।—(সানন্দে) যে প্রকারে হোক,
 কার্য্যসিদ্ধি সুনিশ্চয় ।



রণবীর মারুক ইহায়ে,
নাহি পারে যদি, রণবীর মরবে ইহার হাতে ;
ভদিকেই তুল্য লাভ মোর ।
বহুবল ইন্দিরারে দিতে, জীতাজীৎ দিয়াছে আমার,
সে সব কার ?—আমার—আমার ।
লুকাইয়া থাকি, দেখি, কি বা হয় শেষে ।

[প্রস্থান ।

(রণবীরের প্রবেশ)

রণ ।—কোথা মোব প্রাণের পুতলি নগবালা,
কোথা সিদ্ধিনাগ ?

(জীতাজীতের প্রবেশ)

জীত ।—পামর !

যার তরে এত কষ্ট, এত দুঃখ, এত মনস্তাপ ;
ধর তার যোগ্য প্রতিফল । (আঘাতোদ্যম)

রণ ।—কে তুই পামর, গুপ্তশত্রু, এই ধর—(আঘাত)

জীত ।—আঃ—পাপা—(পতন)

(গোপনে সিদ্ধিনাথের প্রবেশ ও রণবীরের পদে আঘাত ও পলায়ন)

রণ ।—ওঃ—কে তুই পামর,

গোপনে করিলি ছুঁই শক্রতা সাধন ?

কে কোথায় আছ, রক্ষা কর অভাগার প্রাণ !

(বিশ্বজীতের দূরে প্রবেশ)

বিশ্ব ।—হুঁ—পাপাত্মা রণবীরের স্বর ;

সিদ্ধিনাথ যথার্থই আমার বান্ধব ।

পাপিয়সি ! দেখে যা দেখে যা,

সাধের প্রণয়ী তোর ধুলায় নুটায় !

দেখে যারে পিশাচিনি,

এই তার সুখ-শয্যা—এই তার সত্য-পরিণাম ।

[প্রস্থান ।

রণ ।—কে কোথায় আছ, প্রাণ যায় ;

কোথা পথ, কোথা পাই পরিভ্রাণ !

জীত ।—পামর !

গোপনে করিলি ছুঁই কেন অত্যাচার !

রণ ।—আঃ—প্রাণ যায় ! তৃষ্ণা—জল !

(রক্ষীদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম রক্ষী ।—কোথায় এ ক্রন্দনের রোল ?

২য় রক্ষী ।—তাই ত ! ঐ যে, কে আলো নিয়ে এই

দিকেই আসছে না ?

(আলোক লইয়া সিদ্ধিনাথের প্রবেশ)

সিদ্ধি।—কোথায় কে আর্ন্ত্যনাদ কোচ্ছে না ?

১ম রক্ষী।—তা ত বুঝতে পাচ্ছি না মশায়, ঐ দিকেই হবে বোধ হয় ।

রণ।—এদিকে, এদিকে এস,—ঈশ্বরের দোহাই, রক্ষা কর ।

(রক্ষীদ্বয় ও সিদ্ধিনাথের সেই দিকে গমন)

১ম রক্ষী।—কে এ ? আমাদের দ্বিতীয় সেনাপতি না ?

রণ।—কে, সিদ্ধিনাথ ? দেখ সিদ্ধিনাথ, কোন্ পাপাত্মা গোপনে—আমাকে আঘাত করেছে ।

রক্ষা কর, বড় তৃষ্ণা—প্রাণ যায় !

সিদ্ধি।—রণবীর, কোন্ পাপাত্মার এ কাজ ?

তোমাকে আঘাত ? উঃ—অসহ্য যাতনা !

জানেনা সে পাপাত্মা পামর, কে তুমি ? (রক্ষীদ্বয়ের প্রতি) এস, সিবিরে নিয়ে যাই !

(অদূরে)

জীতা। ওঃ—কে তোমরা ? রক্ষা কর—

এদিকে এস ।

রণ।—ঐ সেই পাপাত্মা।

সিদ্ধি।—দুরাচার! নরকের কীট!

(জীতাজীংকে আঘাত)

জীত।—কি দুরাচার,—পশু, আমাকে আঘাত?

সিদ্ধি।—রক্ষিগণ। কি দেখ্‌ছো তোমরা?

সেনাধ্যক্ষকে হত্যাচেষ্টা,

এখনো তোমরা নীরব?

বাঁধ—কাট—হত্যা কর।

(রক্ষিগণ কর্তৃক আঘাত)

সিদ্ধি।—থাক, দুরাচার উচিত ফল পেয়েছে।

অরণ্য জন্তুর উদরে পাপীর পাপজীবন বিশ্রাম করুক।

চল নিয়ে যাই, গুণগ্রন্থা করি, প্রাণে বাঁচাই!

(সকলে ধরাধরি করিয়া রণবীরকে লইয়া প্রস্থান)





চতুর্থ দৃশ্য ।

চৈতক—সমুদ্র-তীর ।

বালস্বৰ্গ্য সমুদিত প্রায় ।

যোগিনীবেশে নগবালা ।

কানাড়া—ঠেকা ।

কি জানি কেন এমন মন প্রাণ উচাটন ।

হৃদয়-কানন কেন হেরি অশান সমান ॥

কোকিলা প্রভাতি গায়, শিশু-ভানু দেখা যায়,

প্রাণ করে হায় হায়, কেন কিসেরি কারণ ॥

অনন্ত নিরাশা মাঝে, আশার মুরতি রাজে,

পুনঃ নিরাশার সাজে, শূন্যেতে মিশায় ;—

প্রাণের বিনোদ-বীণা, রাজেনা আর তারে বিনা,

স্বপ্নি চেতনাহীনা, অথোরে ঘুমায় ;—

বিরামে ঘুমন্ত মুখ, শায়িত নমিত মুখ,

পাষাণে পাষাণ বুক, কাঁদে কেন নিশিদিন ।



চৈতক-প্রাসাদ ।

(ইন্দিরার শয়নকক্ষ)

(A Bed-chamber. Sheak.)

(ইন্দিরা নিদ্রিত--বর্তিকা প্রজ্জলিত)

(বিশ্বজীতের প্রবেশ)

বিশ্ব । (স্বগত) এই তার কারণ !

মোহ-মায়া-ভালবাসা,

কর্তব্যের পথে যেন কণ্টক-প্রাচীর !

এখনই যার প্রাণ উড়ে যাবে হৃদয়-পিঞ্জর ছাড়ি

চির দিন-তরে,

তার প্রতি মায়া ?—তার প্রতি ভালবাসা ?

প্রণয়ের মোহ ?

কেন ? কিসের কারণে ?

(তরবারি নিক্ষেপণ ও ক্ষণপরে)

ছিল, এক দিন ছিল ;

এই দেহে, শোণিতের প্রতি বিন্দুমাত্রে,

প্রতিবিশ্বে ছিল ঐরূপ ;

কিন্তু এখন ? উঃ—স্মরণেও অসম্ভব ঘটনা ।

কাজ নাই আর,

সুপ্ত-মায়া মোহ-তন্ত্রা প্রণয়ের আবেশে জাগায়ে !

(ক্ষণপরে)

প্রাণেশ্বর ! হৃদয়ের দেবী তুমি,

কেন দিলে তাপ, কেন এ সন্তাপে দগ্ধ হৃদয় আমার ?

(চুপন)

কেন এ কলঙ্ক-কালি মাখিলে বদনে ।

কেন এ প্রাণের জ্বালা, কেন এ যন্ত্রণা ?

(ক্ষণ বিরামে)

ইচ্ছাময় ! টলাও বিশ্বাস,

একবার কর দৈববাণী “ইন্দিরা-কুলটা নয়,”

সে বিশ্বাসে ধরিয়া হৃদয়ে,

পাসরি এ দুর্নিবার প্রাণের যাতনা !

উঠিতেছ ? উঠ ।

ইন্দি । কে, প্রাণেশ্বর !

ওকি ও ! কেন তব বদন-মলিন ?

এস নাথ, করি পদসেবা,

সুখে নিদ্রা যাও প্রাণনাথ ।

বিশ্ব ।—ইন্দিরা,

শয়ন সময়ে তুমি নিত্য ডাক অনাথ-তারণে ?

ইন্দি ।—যাঁর রূপা বলে নাথ সম্মীলন তোমায় আমার,
তাঁর নাম বিশ্বস্তির নয় ।

বিশ্ব ।—এ জীবনে ক'রে থাক যদি কভু,

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে পাপ ;

মুক্তিলাভ তরে কর আত্ম-নিবেদন তাঁহার চরণে ।

ইন্দি ।—একি কথা ! কেন নাথ ভাবান্তর তব ?

বিশ্ব ।—আমার কথা রাখ, প্রার্থনা কর ।

ইন্দি ।—তবে কি নাথ তুমি আমাকে হত্যা

কোকে ?

কেন প্রাণেশ্বর, আমার কি অপরাধ ?

বিশ্ব ।—অপরাধের বিচারকর্তা ভগবান ।



কুলটার প্রতি, ঈশ্বর যে কেমন সদয়,
অলক্ষণ পরেই তার প্রমাণ দেখবে।

ইন্দি।—কেন প্রাণেশ্বর! নারাবধে কেন তুমি
পাপ সঞ্চয় কোপে? কেন নাথ তোমার এ প্রবৃত্তি!
চক্ষু রক্তবর্ণ, ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস, ক্ষমা কর নাথ,
আমি নির্দোষী।

বিশ্ব।—তুমি রাক্ষণী! হৃদয়ের দিকে চাও, আত্মপাপ
স্মরণ কর, অনুতাপ কর।

ইন্দি।—হৃদয়ে কেবল তুমি,
স্মৃতিতে তোমারই ভালবাসা।

বিশ্ব।—সে বিধাসে বিশ্বাস যে করে, বাতুল সে জন।

ইন্দি।—জীবন আমার তুচ্ছ!
তুমি আমাকে যখন স্নেহ করেছ,
সে স্নেহ ভঞ্জনের জন্ত আমি জীবন দিতে কাতের নই,
কিন্তু বল প্রিয়তম, এ স্নেহের কারণ কি?

বিশ্ব।—আমার ভালবাসার নিদর্শন কোথায়?

ইন্দি।—ঈশ্বরের দিব্য, আমি তার কিছুই ত জানি না!

বিশ্ব।—জান না? জানার আবশ্যকই বা কি?

শোন্ ইন্দিরা,

আর অধিক সময় নাই, এখনো স্বীকার কর।

ছি ছি, পাপিণি ! এ হৃদয় তোরই জন্ত পাষণ হয়ে গেছে,

সেই আত্মদানের প্রমাণস্বরূপ

আমি আজ নারীহত্যায় উদ্যত।

ইন্দি।—জীবনসর্বস্ব !

এক দিন আমাকে ইহসংসারে থাকতে দাও।

আমি কালই তার প্রমাণ দিয়ে তোমার এ বিষম সন্দে-
হের কুরাশা দূর করবো।

বিশ্ব।—না, এখনি তার প্রতিফল দিব।

ইন্দি।—একটু অপেক্ষা,

বিশ্ব।—না, তাও না। যে পাপিণী আমার হৃদয়ে
তুষাণলের সৃষ্টি কোরেছে, এক দণ্ডও তার জীবন
থাকার নয়।

এই জীবনের প্রতিদান—প্রণয়ের পরিণাম,

ভালবাসার প্রমাণ, এই—এই গ্রহণ কর।

(অসির আঘাত)

(নেপথ্যে পূতনা)

এ কি ! দরজা খোল ! হত্যা—হত্যা ! সেনাপতি !

প্রভু !

বিশ্ব।—(স্বগত) কে ? কার শব্দ ? পূতনা ? রণবীরের
মৃত্যুসংবাদ দিতে এসেছে বুঝি !

(ইন্দিরার প্রতি) রাক্ষসি ! ময়তানি !

যাও, চলে যাও অনন্তের সামাহীন পথে !

(নেপথ্যে)

পূত।—সেনাপতি ! দরজা খোল, হত্যা—হত্যা—

বিশ্ব।—বোলতে এসেছে। আমার স্ত্রীকে সংবাদ—
স্ত্রী ?—আমার স্ত্রী ?—কার স্ত্রী ? আমার স্ত্রী নাই ! জগৎ
মহাপ্রলয়ে ডুবে যাক্, আমার কি ? চন্দ্রসূর্য্য গ্রহগণ
পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হোক, আমার কি ?

(দরজা উন্মুক্ত করিয়া পূতনার প্রবেশ)

পূত।—সেনাপতি !

মহাবিপদ ! রণবীর জীতাজীতকে হত্যা কোরেছে !

বিশ্ব।—রণবীর হত্যা হয় নাই ?

পূত।—না, রণবীর আহত, জীতাজীৎ হত হয়েছে।

বিশ্ব। হয় নাই ; পাপীর পাপপ্রাণ এখন ও তবে
বাতাসে নিশে ঘায় নাই ?

(ইন্দিরার যজ্ঞগাজনক চীৎকার)

পুত।—এ কিসের গন্ধ ? একি এ ! রক্তে যে শব্দা
প্রাণিত ? সখী নাই ! ইন্দিরা নাই ! সেনাপতি, হত্যা
কোরেছ তুমি ? নৃশংস ! পাষণ ! ধনুকীভি কীৰ্ত্তিমান
তুমি !

বিশ্ব।—(বিকটহাস্তে) প্রেমের এ পরিণাম ।
পারিতের অলস্ত-নিশান ।

পুত।—সখি ! ইন্দিরা ! আমরাই কি তোমার এ
মৃত্যুর কারণ ? কথা কও সখী, পাপিনীর প্রাণ যাতনায়
ধায় যে !

ইন্দি।—নির্দোষে—আজ আমি—দোষী নই—আঃ—
প্রাণ ধায় !

পুত।—বল, বল সখী, কে তোমাকে হত্যা কোরেছে ?
কে তোমার এ দুর্গতির—এ নির্দোষ মৃত্যুর কারণ ?

ইন্দি।—কেহ নয়, কেহ নয়—আমি স্বয়ং ।

সখি !—পুতনা ! আমার স্বামীকে বোলো, আমি
নির্দোষী ! আর ত সময় নাই ! শরীর অবসন্ন—আসি
তবে । প্রাণেশ্বর ! জন্মশোধ—তোমার আমায় আজ
জন্মশোধ বিদায়—চির—বিদায় !

(মৃত্যু)

বিশ্ব।—কে এ হত্যাকারী ? ইন্দিরা স্বয়ং।

পুত।—ইন্দিরার কথা তাই, কিন্তু আমি সত্য কথা
গোপন রাখবো না।

বিশ্ব।—যাও পাপিনি ; অধঃপাতে যাও, আমিই
এ হত্যা স্বয়ং করেছি।

পুত।—তা ত কন্দেরই। ইন্দিরা স্বর্গের দেবী,
তুমি অন্ধকার-নরকের হেয় পিশাচ।

বিশ্ব।—ইন্দিরা কুলটা, তোমার স্বামী তার সাক্ষী।
রণবীরের গুপ্ত প্রণয়ের প্রতিকার, এই হত্যা !

পুত।—আমার স্বামী এর সাক্ষী !
পাপী সে ; তাব সংসর্গে আমিও পাপিনী !
ইন্দিরা সাধবী।

জগতের সমুখে—চন্দ্রশূর্য্য সাক্ষি করে বলি,
ইন্দিরা সাধবী—ইন্দিরা সত্যী।

(সিদ্ধিনাথের প্রবেশ)

পুত।—তুমি সাক্ষী ? ইন্দিরা কুলটা, ইন্দিরা রণ-
বীরের সহিত ভ্রষ্টা, তুমি তার সাক্ষী ?

সিদ্ধি।—আমার বিশ্বাস ত তাই।

পূত ।—তুমিই তবে এ হত্যার কারণ । পাপী তুমি, মিথ্যাবাদী তুমি, প্রবঞ্চক তুমি । চেয়ে দেখ, সখী আমার মৃত্যু শয্যায়, রক্তাক্ত কলেবরে সখী আমার মৃত্যু শয্যায় !

সিদ্ধি ।—তোমার এ সব কি কাণ্ড ? নীরব হও ।

পূত ।—না, আমার আবার নীরব কি ? আমি জগতের সম্মুখে বলি, ইন্দিরা নির্দোষী ! জগতের সম্মুখে বলি, ইন্দিরার হত্যার কারণই তুমি ।

(ভদ্রশীলের প্রবেশ)

ভদ্র ।—এ কি ! হত্যা ! ইন্দিরা নাই ! একি মা, কেন তোর এ দশা ? এ সংসারে কে এমন নৃশংস, কে এমন পাষণ্ড, কে এমন নির্দয় আছে যে, তোর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করেছে ?

পূত ।—এই দুই রাক্ষস—এই দুই নরপশু ।

সিদ্ধি ।—পূতনা ! যাও, গৃহে যাও ; আমার আজ্ঞা পালন কর ।

পূত ।—তোমার আজ্ঞা ? তোমার আবার আজ্ঞা কি ? যতদিন করেছি, সেই বিস্তর ; আর না ।

সিদ্ধি ।—(ধাক্কা দিয়া) যাও, দূর হও ।

ভদ্র।—এই তার পরিচয়! বিশ্বজীৎ, নারীহত্যা করেছে তুমি? ধিক্, মনুষ্য নামে ধিক্!

পুত।—শোন বিশ্বজীৎ! শোন সেনাপতি! অতি মূর্থ তুমি! যে রুমাল তোমার সন্দেহের কারণ, আমিই তা পাই। এই ছুরাচার সিদ্ধিনাথ কতদিন আমাকে চুরী ক'রে আন্তে অনুরোধ কোরেছিল। আমি কুড়িয়ে পেয়ে ওকেই দিই। রণবীর আপন ঘরে ঐ রুমাল কুড়িয়ে পান। এই নির্দয়ই—এই পাষণ্ডই—এই হৃদয়হীনই—তঁার ঘরে গোপনে ঐ রুমাল ফেলে দেয়। তখন যদি জানতে পেতেম, নৃশংসের মনে এমন নারীহত্যার ফাঁদ পাতা আছে; তা হলে কি এ অনর্থ ঘটে! সেনাপতি! একি কোরেছ, একি কোলে?

সিদ্ধি।—পাপিনি, দূর হ—

[পুতনাকে ধাক্কা দিতে দিতে স্বয়ংও অন্তর্ধান]

বিশ্ব।—(দীর্ঘ নিশ্বাস) মেঘ! তুমি বজ্রহীন!
হা ধিক্!—

(উপবেশন)

(পুতনার পুনঃ প্রবেশ)

পুত।—কোথা যাব! কোথা স্থান! কিসে পরিত্রাণ!

পাপিনী আমি ; যে আগুণ জ্বলেছি, সেই আগুণে দগ্ধ
হই। ইন্দিরা ! সখি। চিরদিন আমি তোমার
সহসঙ্গিনী। তুমি একা যাবে কেন ? সে যে অনেক
পথ !—চল, চল সখী ; আমি তোমার সঙ্গে বাই। শোন
বিশ্বজিৎ। ইন্দিরা নির্দোষী। তোমার প্রেম—তোমার
ভালবাসা—তোমার প্রণয় ভিন্ন ইন্দিরা আর কিছুই
জানতো না। সখি, চল চল—

(পার্শ্বস্থ ছুরিকা লইয়া ইন্দিরার পার্শ্বে পতন)

ভদ্র।—হত্যাকারী তুমি সেনাপতি,
রাজার শাসনে বন্দী তুমি ;
বন্দিভাবে থাক এই গৃহে।

(প্রস্থান)

বিশ্ব।—(একাকী) এই ঘরে আরও আছে। অজয়-
নগর জয়ে এই তীক্ষ্ণধার—সুন্দর রূপাণ পেয়েছি ! এই
যে ; এই যোগ্য অস্ত্র।

শাস্তিরক্ষক ও কারারক্ষক লইয়া

ভদ্রশীলের প্রবেশ।

ভদ্র।—সেনাপতি ! আত্মহত্যা কোরো না। আর
কেম পাপ বৃদ্ধি কর ?

বিশ্ব।—যে আপনার হৃদপিণ্ড ছিন্ন কোত্তে পারে,
তার আবার পাপ ? আপনার জীবন অপেক্ষাও প্রিয়-
তমা যে স্ত্রী, যে সেই স্ত্রীকে হত্যা কত্তে পারে, তার
আবার পাপ ?

(রণবীর ও সিদ্ধিনাথের প্রবেশ)

রণ।—সখা ! প্রভু ! কেন এ বিষম ভ্রম, কেন এ
সন্দেহ ? কেন তুচ্ছ সন্দেহের মোহে, অকালে ঘুটালে প্রভু
হেন বিডম্বনা ?

বিশ্ব।—রণবীর ! ক্ষমা কর—রূপা কর—দয়া কর
মোরে। পাপী আমি, আর কেন ভাই ? আর কেন
জাল ভাই সন্তাপ-আগুণ ?

রণ।—প্রভু ! এতদিন ছায়ারূপে ভ্রমিহু সতত
সখা তোমাকেই রাখিয়া সম্মুখে,
এই তার দিলে যোগ্য কল !

প্রণয়ের বিষময় ঘোর পরিণাম দেখালে জগতে,
রচিলে কলঙ্ক-ডালি, তুলে দিলে শেষে সঘতনে,
পরহিতে অভাগার শীরে ;
ঘণার মুকুট নিজের পরিলে আপনি ।
কি লজ্জা, কি ঘণা, ঘোর পরিতাপ !

মাতৃসম ভাবি যারে ভক্তিভাবে পূজিছু চরণ,

এই তার হলো পরিণাম ?

সিদ্ধিনাথ !

কেন এ ভীষণবহ্নি জালিলে হৃদয়ে,

পুড়াইলে সবাক্কে সন্দেহের ঘোর দাবানলে ?

কোন্ অপরাধে বল, করিলে এ শাস্তির বিধান ?

বিশ্ব ।—এই সেই পাষণ্ড পামর ।

এরই কথা দেববাক্য বলি করিয়ে বিশ্বাস,

আত্মনাশ—মনস্তাপ—জীবনে বহানু ঘোর বৈতরণি-ধারা ।

পাতকি ।—

(অসির আঘাত)

সিদ্ধি ।—নির্দোষে এ শাস্তি কেন দাও সেনাপতি—

(পতন)

শাস্তি ।—সেনাপতি ! রাজার আদেশ, রাজার বিধান,

অবিদিত নহে কিছু তোমার নিকটে ;

হত্যাকারী তুমি,

চৈতক শাসন ভার দিছু রণবীরে ।

বন্দি তুমি, বিচারে যে শাস্তি হয় পাইবে অচিরে ।

রক্ষি ! ধর, লও কারাগারে,

বাধ সিদ্ধিনাথে ত্বর নরক-পিশাচে ।

বিশ্ব।—রাজার শাসন-নীতি জানি সবিশেষ
কিন্তু মোর শেষ অনুরোধ, মন দিয়ে কর অবধান।
ইন্দিরার ঘোর পরিণাম,
অভাগার মন্দভাগ্য, নির্বুদ্ধিতা, নৃশংসতা যত,
ঘোষণা করিও সবে পুরন্দরপুরে
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে প্রমাণ সহিতে।

(ইন্দিরার প্রতি)

প্রিয়তমে !

যাও, চলে যাও অনন্তের সুখ শান্তিধামে ;
আদরে পূজিবে তোমা দেববালা দলে।
কিন্তু প্রিয়ে
ভ্রমেও প্রেমের ছবি এঁকে না হৃদয়ে !
আমি তুমি কিছু কিছু নয়,
সব ছায়াময়,
ঘোরে লোক ছায়ামূর্ত্তি রূপে !
হৃদিনেই মায়ী যায়,
ছায়ী যায়,
ঢেকে যায় অন্তর বাহির,
ঘোর ঘন আঁধারের কোলে।

পাপী আমি, কাজ কি বিচারে,
 কাজ কি রহিয়া স্বেদে মৰ্ম্মান্তিক মনঃপীড়া ভীষণ-যাতনা ?
 যাই চলে নরক-নিবাসে,
 ভুঞ্জিতে পাপের ফল অনন্ত জীবন ধরি, নিরয় নগরে।
 রণবীর ! ক্ষম অপরাধ!—
 বসুন্ধরে !
 নিষ্পাপ হউক তব স্নিগ্ধ শান্ত বক্ষঃস্থল,
 আজ হতে—বিদায় বিদায়।
 (তরবারীর আঘাতে অঙ্গনাশ)

সম্পূর্ণ।





সকলাপেক্ষা স্বল্পে প্রয়োজনীয় গ্রন্থসমূহ প্রকাশ
কবাই আশা-সাহিত্য-সামাজ্য সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে। নিম্ন
লিখিত পুস্তক সমূহ সন্নিবিষ্ট কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ

বিনা শিক্ষকে শিখিবাব উপযোগী

• বহুবিধ চিত্রে অলঙ্কৃত

দ্বাদশ খণ্ডে ও আট খানি পবিশিষ্টে ৪১৬ পৃষ্ঠায়

বরাহমিহির ।

মূল্য মাত্র মাত্র ২২ ছই টাকা।

উপহার ।

জন্মস্থান, জন্ম সন, তারিখ ও সময়াদি লিখিলে ভটপতির বিখ্যাত
জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্দ্বৈপ কর্তৃক গণিত 'সরল
কোষ্ঠি' প্রতি গ্রাহককেই বিনামূল্যে উপহার দেওয়া যায়।

৯০

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বহুবিধ নূতন কবিতা সম্বলিত

ছইভাগ কবিতাবলী (১৪ খানি গ্রন্থ) সহ

সমগ্র

গ্রন্থাবলী ।

মূল্য ২৥০ টাকা, উত্তম বাধাই ৭ তিন টাকা ।

ভেদেপেলে লইলে কমিশন ও মাণ্ডল ১০ আনা অধিক লাগে ।

রেনল্ড্‌স্‌ গ্রন্থাবলী ।

মেরী গ্রাইস

মুদ্রণ চারি পর্বে সম্পূর্ণ হইয়াছে ।

আকার বড় আড়ার ১০ পৃষ্ঠা, ১০ খানি ছবি ও হৃদয় বিলাতী

কাগজে ছাপা : এক বড় এক ছোট মোটা মেরীগ্রাইসের দাম ১০

পাঁচ সিকি : এক বড় এক ছোট মোটা মেরীগ্রাইসের দাম ৫

মোট ১০ আনা ।

B2660





